# কানযুল উম্মাল

শায়খ আলী মুত্তাকী হিন্দী (রহ)

কিতাবুল আযকার

كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال

# কানযুল উম্মাল

কিতাবুল আযকার

[৫টি অধ্যায়]

[হাদীস ১৭৪৭- ২০৬৩]

গ্রন্থকার

শায়খ আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী হিন্দী (রহ)

দারুস সাআদাত

WWW.DARUSSAADAT.COM

গ্রন্থঃ কানযুল উম্মাল - কিতাবুল আযকার

গ্রন্থকারঃ শায়খ আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী হিন্দী (রহ)

অনুবাদঃ দারুস সাআদাত কর্তৃক অনূদিত

প্রকাশকাল

প্রথম online প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০২১ খৃ:

জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৩ হি

প্রকাশক

দারুস সাআদাত

একটি online প্রকাশনা

মোবাইল

০১৭৭১৩০৩৫৫১

০১৯৬১৮১০৩৪৩

Whatsapp

+8801771303551

ইমেইল

darussaadat@yahoo.com

ওয়েবসাইট

WWW.DARUSSAADAT.COM

স্বত্ব

দারুস সাআদাত কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্যঃ pdf বিনামূল্যে

মুদ্রিত কপিঃ মুদ্রণ ব্যয় অনুযায়ী

# প্রকাশকের কথা

কানযুল উম্মাল ৪৬,৬২৪ (ছিচল্লিশ হাজার ছয়শত চব্বিশ) হাদীস সম্বলিত হাদীসের এক বিশাল গ্রন্থ। গ্রন্থটি হাদীসের বিশ্বকোষ হিসাবেও খ্যাত। একটি বিষয়ের উপর একসাথে অনেক হাদীস পেতে চাইলে গ্রন্থটি আদর্শ ও অতুলনীয়। গ্রন্থটি মূলত ইমাম সুয়ূতী রহ-(মৃ: ৯১১ হি:) রচিত তিনটি গ্রন্থের অধ্যায় ভিত্তিক সংযোজন। গ্রন্থ তিনটি হলো, আল জামিউল কাবীর (জমউল জামে), আল জামিউস সগীর, আল জামিউস সগীর ওয়া যিয়াদাতুহু। গ্রন্থ তিনটি অভিধান এর মত করে রচিত। যেমন বাবুল আলিফ-এ 'আলিফ' আদ্যাক্ষর এর হাদীস সমূহ, বাবুল 'বা'-তে বা আদ্যাক্ষর এর হাদীস সমূহ। এমনিভাবে ইয়া পর্যন্ত। এর মধ্যে আর অপর কোন শিরোনাম নেই।

এই গ্রন্থ তিনটিকেই পরবর্তীকালে উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলিম ও মনীষী শায়খ আলাউদ্দীন আলী মুত্তাকী রহ- (মৃ: ৯৭৫ হি:) অত্যন্ত চমৎকারভাবে অধ্যায় ভিত্তিক সংযোজন করেন এবং নাম দেন كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال কানযুল উম্মাল ফি সুনানুল আকওয়াল ওয়াল আফআল।

শায়খ আব্দুল হক দিহলভী রহ 'আখবারুল আখয়ার' এ শায়খ আবুল হাসান বকরী শাফিয়ী (রহ) এর উক্তি নকল করেন যে, তিনি বলেছেন- "যেমনিভাবে পুরা বিশ্ববাসীর উপর ইমাম সুয়ূতীর ইহসান আছে, তেমনি ইমাম সুয়ূতীর উপর শায়খ আলী মুত্তাকীর ইহসান আছে।"

অনেক আকাবিরদের সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তারা নিজেদের কাছে অনেক গ্রন্থ রাখার পরিবর্তে দুই একটি জামে গ্রন্থ রাখতেন (জামে গ্রন্থ-যার মধ্যে একসাথে অনেক কিছু থাকে) । যেমন তাফসীর আদ দুররে মানসূর, কানযুল উম্মাল প্রভৃতি।

কানযুল উম্মালও একটি জামে গ্রন্থ। গ্রন্থটিতে অবশ্য প্রচুর পরিমাণে সহিহ, হাসান হাদীসের পাশাপাশি অনেক যয়ীফ ও জাল হাদীসেরও অস্তিত্ব আছে। এ সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত কিছু কথা মাসিক আল কাউসার থেকে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

দারুস সাআদাত একটি online ভিত্তিক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। দারুস সাআদাত এর উদ্দেশ্য হলো- ইমান-আমল, আমল-আখলাক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সম্পর্কিত প্রামাণ্য ও উপকারী গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা, অনুবাদ করা এবং pdf ও মুদ্রিত- উভয়ভাবে পাঠকের নিকট গ্রন্থ পৌঁছিয়ে দেয়া।

হাদীস তাফসীরসহ বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী অনুবাদের পরিকল্পনা দারুস সাআদাত এর রয়েছে- মনীষী ও বুযুর্গানেদীনের "যতটুকুই সামর্থ্য হয় অন্তত ততটুকু" এই নীতির উপর।

এ পর্যায়ে অত্র ওয়েবসাইটে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত কানযুল উম্মাল এর কিতাবুল আযকারের যতটুকু অনুবাদ হয়েছে তার pdf প্রকাশ করা হলো। আর পরবর্তীতে যে অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুবাদ সম্পন্ন হবে তা এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। গ্রন্থে কোন হাদীসের অর্থগত ও মর্মগত কোন ভুল কারো দৃষ্টিগোচর হলে ইমেইলের মাধ্যমে আমাদেরকে জানানোর অনুরোধ রইলো।

মহান আল্লাহর নিকট দুআ করি এবং পাঠকদেরকেও দুআর অনুরোধ জানাচ্ছি যে, আল্লাহ তাআলা গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন এবং তার পছন্দনীয় কাজে অগ্রগামী করেন। আমিন।

# কানযুল উম্মাল গ্রন্থের
# হাদীস ও রিওয়ায়াত প্রসঙ্গে

প্রশ্নঃ কানযুল উম্মাল কিতাবের সব হাদীস ও রেওয়ায়াত কি সহীহ?

উত্তরঃ না; বরং কানযুল উম্মালে নির্ভরযোগ্য হাদীস ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে যয়ীফ, মুনকার ও মাওযূ (জাল ও ভিত্তিহীন) রেওয়ায়েত রয়েছে। কারণ কানযুল উম্মাল হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আলী মুত্তাকী আল হিন্দী (রহ)-এর অনন্য এক কীর্তি হলেও কিতাবটি মূলত হাফেয সুয়ূতী (রহ)-এর পূর্ণাঙ্গ তিনটি কিতাবের সুবিন্যস্ত রূপমাত্র। সুয়ূতী (রহ)-এর তিনটি কিতাব হল :

১. আল জামেউল কাবীর, যার আরেক নাম 'জামউল জাওয়ামে'।

সূয়ুতী (রহ)-এর ইচ্ছা ছিল, বিভিন্ন কিতাবে বিক্ষিপ্ত সব ধরনের হাদীসগুলোকে কওলী ও ফে'লী দুভাগে ভাগ করে এই কিতাবে সংকলিত করা। সে হিসেবে এই কিতাবে সহীহ, হাসান ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে যয়ীফ, মুনকার ও মাওযূ রেওয়ায়েত এসেছে।

২. আল জামেউস সগীর। সূয়ুতী (রহ) এই কিতাবে মাওযূ কোনো রেওয়ায়েত না আনার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৩. যিয়াদাতুল জামেউস সগীর। এটিও জামেউস সগীর-এর শর্ত অনুযায়ী পরিবর্তীতে বর্ধিত হাদীসগুলোর সংকলন।

এই দুটি কিতাবে মাওযূ (জাল) হাদীস না আনার প্রতিশ্রুতি দিলেও সূয়ুতী (রহ) এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেননি। এছাড়া যয়ীফ ও মুনকার পর্যায়ের রেওয়ায়েত তো রয়েছেই।

কানযুল উম্মাল-এ এই তিনটি কিতাবকে ফিকহী অধ্যায় অনুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে মাত্র। অতএব স্বাভাবিকভাবেই সূয়ুতী (রহ)-এর তিন কিতাবের যয়ীফ, মাওযূ ও মুনকার রেওয়ায়েতসমূহ কানযুল উম্মাল-এ হুবহু রয়ে গেছে।

যেমনিভাবে রয়েছে সহীহ, হাসান ও নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বিশাল ভান্ডার।

এখন কেউ যদি কানযুল উম্মাল থেকে কোনো হাদীস নিতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই এর বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করে নিতে হবে। তবে যদি তাতে এমন কোনো কিতাবের উদ্ধৃতি থাকে, যাতে কেবলমাত্র সহীহ হাদীস সংকলিত হয়েছে তবে সে কথা ভিন্ন।

শিক্ষা পরামর্শ
মাসিক আল কাউসার
জুলাই-আগস্ট ২০১১

# কানযুল উম্মাল

*الكتاب الثاني من حرف الهمزة:*
*في الأذكار من قسم الأقوال*

***হরফে হামযাহ***

***২য় ভাগ***

***কিতাবুল আযকার মিন কাসমুল আকওয়াল***

وفيه ثمانية أبواب

এতে আটটি অধ্যায় রয়েছে

১.যিকিরের ফযীলত

২.আসমাউল্লাহুল হুসনা

৩.হাওকালাহ

(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

৪.তাসবীহ

৫.ইস্তিগফার

৬.দরুদ

৭.তিলাওয়াতে কুরআন

৮.দুআ

(রঙীন অধ্যায়গুলো পর্যন্ত এই গ্রন্থে পেশ করা হয়েছে)

# সূচীপত্র

## কিতাবুল আযকার


الباب الأول: في الذكر وفضيلته

১ম অধ্যায়ঃ যিকিরের ফযীলত ১০

الإكمال ২৯

الباب الثاني: في أسماء الله الحسنى

২য় অধ্যায়ঃ আসমাউল্লাহুল হুসনা ৫৪

الإكمال ৫৬

فصل في اسم الله الأعظم

পরিচ্ছেদঃ ইসমে আযম ৫৭

الإكمال ৫৮

الباب الثالث: في الحوقلة

৩য় অধ্যায়ঃ হাওকালাহ (লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ) ৬০

الإكمال ৬৩

الباب الرابع: في التسبيح

৪র্থ অধ্যায়ঃ তাসবীহ ৬৮

الإكمال ৭৫

الباب الخامس في الاستغفار والتعوذ فيه فصلان

৫ম অধ্যায়ঃ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও তাআউউয (আশ্রয় প্রার্থনা) ৮৮

এতে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

الفصل الأول في الاستغفار

১ম পরিচ্ছেদ ইস্তিগফার ৮৮

الإكمال ৯৩

الفصل الثاني في التعوذ

২য় পরিচ্ছেদ আশ্রয় প্রার্থনা ১০০

الإكمال ১০১

# আরবী সূত্র সংকেত

خ বুখারী

م মুসলিম

ق বুখারী, মুসলিম

ت তিরমিযী

د আবু দাউদ

ن নাসাঈ

ه ইবনে মাজাহ

4 সুনান চতুষ্টয়- তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ

3 ইবনে মাজাহ ব্যতীত অপর তিন সুনান- তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ

حم মুসনাদ আহমদ

عم যাওয়ায়েদ মুসনাদ আহমদ

ك হাকীম-আল মুস্তাদরাক হাকীম

خد বুখারী আল আদাবুল মুফরাদ

خت বুখারী আত তারীখ

طب তাবরানী কাবীর

طس তাবরানী আউসাত

طص তাবরানী সগীর

حب সহিহ ইবনে হিব্বান

ص সুনান সাঈদ ইবনে মানসূর

ش ইবনে আবি শাইবাহ

عب আব্দুর রাযযাক আল জামে (মুসান্নাফ)

ع মুসনাদ আবু ইয়ালা

قط দারাকুতনী আস সুনান

فر দাইলামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস

حل আবু নুআইম/নাঈম আল হিলইয়া

هب বায়হাকী শুআবুল ইমান

هق বায়হাকী আস সুনান

عد ইবনে আদি আল কামিল

عق আল উকাইলি আয যুআফা

خط খতীব আত তারীখ

ض যিয়া আল মুকাদ্দাসী-আল মুখতারাহ

ط আবু দাউদ তায়ালসী

ز/بز মুসনাদ আল বাযযার

كر ইবনে আসাকির

س এর কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

بِسْمِ اللَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ،
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَافْتَحْ لَنَا أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

## الباب الأول: في الذكر وفضيلته

# ১ম অধ্যায়ঃ যিকির ও তার ফযীলত প্রসঙ্গে

1747 - " إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم، ما يقول عبادي؟ فيقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، فيقول: هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك فيقول: كيف لو رأوني؟ فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد تمجيدا وأكثر لك تسبيحا، فيقول: فما يسألوني فيقولون: يسألونك الجنة فيقول هل رأوها فيقولون لا والله يا رب ما رأوها فيقول: فكيف لو أنهم رأوها فيقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار فيقول: عز وجل هل رأوها؟ فيقولون لا والله يا رب فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول: ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة فيقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم". (حم ق عن أبي هريرة) .

১৭৪৭- আল্লাহ তাআলার এমন কিছু ফেরেশতা আছে যারা আমলনামা লিখা ছাড়া (শুধু) যমীনে ঘোরাঘুরি করেন। তারা যিকিরকারীদেরকে অনুসন্ধান করতে থাকেন। যখন তারা এমন লোকসকল পেয়ে যায় যারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল আছেন, তখন তারা পরস্পর বলে, এসো তোমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে। এরপর তারা তাদের জন্য নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং একজন আরেকজনের উপর কাতারবন্দী হয়ে আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যান। এরপর যখন মজলিস সমাপ্ত হয় তখন তারা আল্লাহর দরবারে হাজির হয়।

তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, যদিও তিনি তাদের ব্যাপারে খুব ভালভাবেই অবগত আছেন- বল আমার বান্দারা কি বলছিল? ফেরেশতারা বলে তারা আপনার তাসবীহ-তাহলীল ও তাকবীর-তাহমীদ করছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন- তারা কি আমাকে দেখেছে? তারা বলে, না আল্লাহর কসম! তারা আপনাকে দেখে নাই। আল্লাহ বলেন, যদি দেখত তবে তাদের অবস্থা কেমন হত? ফেরেশতারা বলে, তারা আপনার ইবাদতে আরো কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত হত এবং আপনার বড়ত্ব এবং পূত-পবিত্রতা আরো বেশী করে বর্ণনা করত।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন- তারা আমার কাছে কি প্রার্থনা করছিল? ফেরশেতারা বলল, তারা আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন- তারা কি জান্নাত দেখেছে? ফেরেশতারা বলে. না আল্লাহর কসম! তারা জান্নাত দেখে নাই। আল্লাহ বলেন, যদি দেখত তবে তাদের অবস্থা কেমন হত? ফেরশেতারা বলল, তারা তার জন্য আরো বেশী লোভ করত এবং আরো কঠিনভাবে তা পাওয়ার অন্বেষণে লেগে যেত।

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা কোন জিনিস থেকে আশ্রয় প্রর্থনা করছে। ফেরেশতারা বলে, তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা কি জাহান্নাম দেখেছে। ফেরশেতারা বলে, না আল্লাহর কসম! তারা দেখেনি। আল্লাহ বলেন, যদি দেখত তবে তাদের অবস্থা কেমন হত? ফেরেশতারা বলে, যদি দেখত তবে তারা তার থেকে আরো দূরে থাকত আর আরো বেশী তার ভয় করত।

আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো। আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। তখন একজন ফেরেশতা বলল, এক ব্যক্তি তাদের মধ্যে শামিল ছিল না। শুধু সে তার কোন প্রয়োজনের জন্য এখানে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা এমন সম্পদায় যে, তাদের পাশে বসা ব্যক্তিও বঞ্চিত হয় না।

মুসনাদ আহমদ, বুখারী-মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1748 - " أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله". (ت ن هـ حب ك عن جابر) .**

১৭৪৮- উত্তম যিকির হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর উত্তম দুআ হলো 'আলহামদুলিল্লাহ'।

তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, মহিহ ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

**1749 - "الذكر نعمة من الله فأدوا شكرها". (فر عن نبيط ابن شريط) .**

১৭৪৯- যিকির আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ামত। সুতরাং এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ নাবীত বিন শারীত

**1750 - " الذكر الذي لا يسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي يسمعه الحفظة سبعين ضعفا".**

**(هب عن عائشة) .**

১৭৫০- যেই যিকির হিফাযতকারী ফেরশেতরা শুনতে পায় না (নীরব যিকির), তা সেই যিকির যা হিফাযতকারী ফেরেশেতা শুনতে পায়, তার থেকে সত্তর গুণ বেশী ফযীলত রাখে।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

**1751 - "ذكر الله شفاء القلوب". (فر عن أنس) .**

১৭৫১- **আল্লাহর যিকির অন্তরসমূহের (রোগের) শিফা ।**

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**1752 - " أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله". (حب وابن السني في عمل اليوم والليلة طب حب عن معاذ) .**

১৭৫২- **আল্লাহর নিকট উত্তম আমল হলো এই যে, তোমার মৃত্যু এমন অবস্থায় হওয়া যে, তোমার যবান আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকবে।**

সহিহ ইবনে হিব্বোন, ইবনুস সুন্নী-আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, তাবরানী-কাবীর, সহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

**1753 - "أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقولوا مجنون". (حم ع حب ك هب عن أبي سعيد)**

১৭৫৩- **বেশী করে আল্লাহর যিকির কর, এমনকি লোকেরা যেন বলে পাগল।**

মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, সহিহ ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

**1754 - "أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقول المنافقون إنكم مراؤون". (ص حم في الزهد هب عن أبي الجوزاء مرسلا) .**

১৭৫৪- **বেশী করে আল্লাহর যিকির কর, যেন মুনাফিকরা তোমাকে বলে- এই লোক রিয়াকার।**

সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর, আহমদ-আয যুহুদ, বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াত আবুল জাওযা- মুরসালরুপে

**1755 - "اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب". (ابن عساكر عن عطاء بن أبي مسلم) مرسلا.**

১৭৫৫- **আল্লাহর যিকির- এটা তোমার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জন্য সাহায্যকারী।**

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আতা ইবনে আবী মুসলিম- মুরসালরুপে

**1756 - "اذكروا الله ذكرا يقول: "المنافقون إنكم تراؤون". (طب عن ابن عباس) .**

১৭৫৬- **আল্লাহর যিকির এমনভাবে কর, যেন মুনাফিকরা তোমাকে বলে, এই লোক রিয়াকার।**

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1757 - "اذكروا الله ذكرا خاملا قيل وما الذكر الخامل قال: الذكر الخفي". (ابن المبارك في الزهد عن ضمرة بن حبيب مرسلا) .

১৭৫৭- যিকিরে খামিল কর। জিজ্ঞাসা করা হলো যিকিরে খামিল কি? তিনি বললেন, নীরবে ও অনুচ্চ স্বরে যিকির করা।

ইবনে মুবারক-আয যুহুদ- রিওয়ায়াতঃ যামরাহ বিন হাবীব- মুরসালরুপে

1758 - "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبه". (خ عن أبي هريرة) .

১৭৫৮- কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশের ভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সে, যে ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে।

মছিহ বুখারী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1759 - "أفضل العباد درجة يوم القيامة الذاكرون الله كثيرا". (حم ت عن أبي سعيد) .

১৭৫৯- কিয়ামতের দিন সর্বোত্তম মর্যাদা সম্পন্ন বান্দা হবে আল্লাহর অধিক যিকিরকারীগণ।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

1760 - " أفضل العلم لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الاستغفار". (فر عن ابن عمر)

১৭৬০- উত্তম ইলম হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর উত্তম দুআ হলো 'ইস্তিগফার' (ক্ষমা প্রার্থনা)।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1761 - " أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها ولقنوها موتاكم". (ع عد عن أبي هريرة) .

১৭৬১- বেশী করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান কর, সেই সময় আসার আগে যে, তোমার ও তার মাঝে মৃত্যুর পর্দা আড়াল হয়ে যাবে। আর তোমাদের মৃতদেরকে এর তালকীন কর।

মুসনাদ আবু ইয়ালা, ইবনে আদী-আল কামিল- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1762 - "إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله". (ق عن عتبان بن مالك) .

১৭৬২- আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের জন্য প্রত্যেক ঐ ব্যক্তিকে হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলেছে।

বুখারী-মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ উতবান ইবনে মালিক (রা)

**1763 - "إن الله تعالى يقول: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه". (حم هـ ك عن أبي هريرة) .**

১৭৬৩- আল্লাহ তাআলা বলেন- আমি আমার বান্দার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে এবং আমার যিকিরের জন্য তার দুই ঠোঁট নড়াচরা করে।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1764 - "إن الله تعالى يقول: إن عبدي كل عبدي يذكرني وهو ملاق قرنه ". (ت عن عمارة بن زعكرة) .**

১৭৬৪- আল্লাহ তাআলা বলেন- আমার সে বান্দাই প্রকৃত বান্দা যে তার সাথীর (বন্ধু/শত্রু) সাথে সাক্ষাত করেও আমার যিকির করে।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ উমায়াহ বিন যা'কায়াহ (রা)

**1765 - " إن لكل ساع غاية، وغاية ابن آدم الموت فعليكم بذكر الله فإنه يسهلكم ويرغبكم في الآخرة". (البغوي عن جلاس بن عمرو) .**

১৭৬৫- প্রত্যেক বস্তুর শেষ বা চূড়ান্তসীমা নির্ধারিত আছে। আর (এই দুনিয়াতে) মানুষের শেষ হলো তার মৃত্যু। অতএব তোমাদের উপর আল্লাহর যিকির করা আবশ্যক। কেননা এটা তোমাদের (মৃত্যু অথবা দীন-দুনিয়ার সবকিছু) সহজ করবে এবং আখিরাতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

বাগাভী- রিওয়ায়াতঃ জুলাস বিন আমর

**1766 - " أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن". (ن ت ك عق عمرو بن عبسة) .**

১৭৬৬- বান্দা রাতের শেষ প্রহরে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব যদি তুমি পার, তবে সেই সময় আল্লাহকে স্মরণ করো।

নাসাঈ, তিরমিযী, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, আল উকাইলী-আয যুয়াফা- রিওয়ায়াতঃ আমর ইবনে আবাসাহ

1767 - " ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ذكر الله". (ك ق هـ ن عن أبي الدرداء) .

১৭৬৭- আমি কি তোমাদের আমলসমূহের সর্বোত্তমটি সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো না, যা তোমাদের প্রভুর নিকট সর্বাধিক প্রিয়, তোমাদের মর্যাদাকে অধিক উন্নীতকারী, আল্লাহর পথে তোমাদের সোনা-রূপা দান করার চেয়ে উত্তম এবং যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তোমাদের শত্রুদের হত্যা করা এবং তোমাদের নিহত হওয়ার চেয়ে উত্তম? তা হলো আল্লাহর যিকির।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক, বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1768 - "جددوا إيمانكم أكثروا من قول لا إله إلا الله". (حم ك عن أبي هريرة) .

১৭৬৮- তোমাদের ইমানকে তাজা কর বেশী করে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে।

মুসনাদ আহমদ, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1769 - "حدثني جبريل قال: يقول الله تعالى: لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي.

(ابن عساكر عن علي) .

১৭৬৯- আমাকে জিবরাঈল (আ) বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমার দূর্গ। যে এর মধ্যে প্রবেশ করল, সে আমার শাস্তি থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

1770 - "حضر ملك الموت رجلا يموت فشق أعضاءه فلم يجد عملا خيرا ثم شق قلبه فلم يجد فيه خيرا ففك لحييه فوجد طرف لسانه لاصقا بحنكه يقول لا إله إلا الله فغفر له بكلمة الإخلاص".

(ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين هب عن أبي هريرة) .

১৭৭০- মালাকুল মউত এক মৃত্যু-নিকটবর্তী লোকের নিকট হাজির হলেন। তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনুসন্ধান করে দেখলেন যে, কোথাউ কোন নেক আমল নেই। এরপর অন্তরকে দেখলেন সেখানেও ভাল কিছু পেলেন না। এরপর তার চোয়ালের দিকে দেখলেন যে, তার যবানের এক পাশ তালুর সাথে লেগে আছে আর সে বলছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আল্লাহ তাআলা এই কালিমায়ে ইখলাসের কারণে তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

ইবনে আবিদ দুনইয়া- কিতাবুল মুহতাযিরীন- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1771 - "خير الذكر الخفي وخير الرزق ما كفى" (حم هب عن سعد) .

১৭৭১- উত্তম যিকির হলো নীরব যিকির আর উত্তম রিযিক হলো যা যথেষ্ট হয়ে যায়।

মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ সাদ (রা)

1772 - "خير العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله". (حل عن عبد الله بن بشر) .

১৭৭২- উত্তম আমল হলো এই যে, তুমি দুনিয়া থেকে এমনভাবে প্রস্থান করবে যে, তোমার যবান আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকবে।

আবু নুআইম-হিলইয়া- রিওয়ায়াতঃ আব্দুল্লাহ বিন বাশার

1773 - "سبق المفردون المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا". (ق ك عن أبي هريرة طب عن أبي الدرداء) .

১৭২৩- মুফাররিদগণ অর্থাৎ আল্লাহর যিকিরে আত্ম-বিভোর ব্যক্তিগণ অগ্রগামী হয়ে গেছে। যিকির তাদের গুনাহর বোঝা নামিয়ে দেবে। সুতরাং কিয়ামতের দিন তারা হালকা-পাতলা হয়ে উপস্থিত হবে।

বুখারী, মুসলিম, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা), তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1774 - "سيروا هذا جمدان سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات". (حم عن أبي هريرة)

১৭৭৪- তোমরা এই জুমদান পর্বতে (মদীনার একটি বসতী পাহাড়) পরিভ্রমণ কর। এখানে মুফাররিদগণ- অধিক যিযিরকারী ও অধিক যিকিরকারীনিরা অগ্রগামী হয়ে গেছে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1775 - "إن الشيطان ملتقم قلب ابن آدم فإذا ذكر الله عز وجل خنس عنده وإذا نسي التقم قلبه". (الحكيم عن أنس) .

১৭৭৫- শয়তান মানুষের অন্তরে নিজের মুখ লাগিয়ে ওয়াসওয়াসা প্রদান করতে থাকে। অতএব বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে তখন দ্রুত পৃথক হয়ে যায়। আর যখন গাফিল হয়ে যায় তখন পূণরায় তার শূর প্রদান করে।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1776 - "علامة حب الله تعالى حب ذكر الله وعلامة بغض الله تعالى بغض ذكر الله عز وجل". (هب عن أنس) .

১৭৭৬- আল্লাহর প্রতি মহব্বতের নিদর্শন হলো আল্লাহর যিকিরের প্রতি মহব্বত পোষণ করা। আল আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষের নিদর্শন হলো আল্লাহর যিকিরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1777 - "إن لكل شيء صقالة وصقاله القلب ذكر الله تعالى وما من شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله ولو أن تضرب حتى ينقطع". (هب عن ابن عمر) .

১৭৭৭- প্রত্যেক বস্তু পরিষ্কারে উপায় আছে। আর অন্তর পরিষ্কারের উপায় হলো আল্লাহর যিকির। আল্লাহর আযাব থেকে নাজাত দানকারী আল্লাহর যিকির থেকে উত্তম কিছু নাই। চাই তুমি (জিহাদে) তলোয়ার এতটা চালাও যে, (জিহাদ করতে করতে) তা ভেঙ্গে যায়।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1778 - "من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه". (البزار هب عن أبي هريرة) .

১৭৭৮- যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে, এটা তার জীবনকালে মৃত্যুর পূর্বে কোন না কোন দিন তাকে দৈব-দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করতে উপকার প্রদান করবে।

বাযযার- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1779 - "من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة". (البزار عن أبي سعيد) .

১৭৭৯- যে ব্যক্তি ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বাযযার- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

1780 - "من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة". (حم د ك عن معاذ) .

১৭৮০- যার শেষ কথা হবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ, হাকীম-আল মুস্তাদরাক্বে- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1781 - " لا إله إلا الله لا يسبقها عمل، ولا تترك ذنبا". (ه عن أم هاني) .

১৭৮১- কোন আমল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর থেকে অগ্রবর্তী হতে পারে না। আর না তা কোন গুনাহকে বাকী রাখে।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ উম্মে হানী (রা)

1782 - "إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه". (ابن أبي الدنيا ع هب عن أنس)

১৭৮২- শয়তান মানুষের অন্তরে তার শূর দিয়ে ওয়াসওয়াসা প্রদান করতে থাকে। অতএব বান্দা যখন আল্লাহর যিকির করে তখন দ্রুত পৃথক হয়ে যায়। আর যখন গাফিল হয়ে যায় তখন পূণরায় তার শূর প্রদান করে।

ইবনে আবিদ দুনইয়া, মুসনাদ আবু ইয়ালা, বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1783 - " أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله". (الحكيم عن ابن عباس) .

১৭৮৩- আল্লাহর ওলী বা প্রিয় ব্যক্তি তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1784 - "أفضلكم الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى لرؤيتهم،" (الحكيم عن أنس) .

১৭৮৪- তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারা, যাদেরকে দেখলে কেবল আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1785 - "خيار أمتي إذا رؤوا ذكر الله وشرار أمتي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت". (حم عن عبد الرحمن ابن عاصم – (طب عن عبادة بن الصامت) .

১৭৮৫- আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তি তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আর আমার উম্মতের নিকৃষ্ট লোক তারা যারা চোগলখুরী করে, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তিদেরকে অপবাদ প্রদান করার সুযোগ সন্ধান করে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ আব্দুর রহমান ইবনে আসিম, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ উবাদা ইবনুস সামিত (রা)

1786 - " خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله وشراركم المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون للبرآء العنت". (هب عن ابن عمر .

১৭৮৬- তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট লোক তারা যারা চোগলখুরী করে, বন্ধুদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ ব্যক্তিদেরকে অপবাদ প্রদান করার সুযোগ সন্ধান করে।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1787 - "خياركم من ذكركم بالله رؤيته وزاد علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله". (الحكيم عن ابن عمرو) .

১৭৮৭- তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যাকে দেখলে আল্লাহর স্মরণ তাজা হয়। তার কথার দ্বারা তোমার ইলম ও জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। আর তার আমল (দেখে) তোমার আখিরাতের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আমর (রা)

1788 - "ألا أنبئكم بخياركم، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله". (حم هـ عن أسماء بنت يزيد)

১৭৮৮- আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম লোকদের কথা বলব না? তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আসমা বিনতে ইয়াযিদ

1789 - " إن من الناس مفاتيح، لذكر الله إذا رؤوا ذكر الله ". (طب عن ابن مسعود) .

১৭৮৯- কিছু মানুষ আছে যারা আল্লাহর স্মরণের চাবি হয়ে থাকে। যখন তাদেরকে দেখ তো, তখন আল্লাহকে স্মরণ হয়।

তাবরানী কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1790 - " ثمن الجنة لا إله إلا الله". (عد وابن مردويه عن أنس) (عبد بن حميد في تفسيره عن الحسن مرسلا) .

১৭৯০- জান্নাতের মূল্য হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ইবনে আদী-আল কামিল, ইবনে মারদুবিয়া- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা) এবং আব্দ ইবনে হুমায়দ তার তাফসীরে- হাসান থেকে মুরসালরূপে

1791 - "عليكم بذكر ربكم وصلواتكم في أول وقتكم فإن الله عز وجل يضاعف لكم". (طب عن عرباض) .

১৭৯১- (যিকির শুরু করার) প্রাথমিক সময়ে তোমাদের উপর আল্লাহর যিকির এবং দরূদ পাঠ করা আবশ্যক। এতে আল্লাহ তাআলা তোমাদের আমলকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবেন।

তাবরানী কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইরবায (রা)

1792 - " عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فأكثروا منهم فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب، وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء، وهم يحسبون أنهم مهتدون". (ع عن أبي بكر) .

১৭৯২- তোমাদের উপর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) করা আবশ্যক। খুব বেশী করে তা পাঠ কর। কেননা ইবলিস বলে, আমি মানুষকে গুনাহে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করে দেই। আর তারা আমাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং ইস্তিগফার দ্বারা ব্যর্থ করে দেয়। অতএব যখন আমি এই অবস্থা দেখি তখন আমি (ভিন্ন কৌশলে) তাদেরকে এমন খাহিশাতের মধ্যে লাগিয়ে ধ্বংস করে দেই যে (তারা বুঝতেও পারে না, অথচ) মনে করে যে তারা হিদায়াতর পথেই আছে।

মুসনাদ আবু ইয়ালা- রিওয়ায়াতঃ আবু বকর (রা)

1793 - "غنيمة مجالس الذكر الجنة". (حم طب عن ابن عمر) .

১৭৯৩- যিকিরের মজলিসের গনীমত বা প্রতিদান হলো জান্নাত।

মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1794 - "الغفلة في ثلاث، عن ذكر الله، وحين يصلى الصبح إلى طلوع الشمس وغفلة الرجل عن نفسه في الدين حتى يركبه". (طب هب عن ابن عمر) .

১৭৯৪- (সাধারনত) তিনটি বিষয়ের মধ্যে (মানুষের) গাফলত ও উদাসীনতা হয়। আল্লাহর যিকিরে, ভোরের নামাযের পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত এবং মানুষের তার দীনের ব্যাপারে- যে পর্যন্ত না (জানাযার খাটে) আরোহন করে।

তাবরানী-কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**1795 - "قال الله تعالى: يا ابن آدم اذكرني بعد الفجر وبعد العصر ساعة أكفك ما بينهما".**

**(حل عن أبي هريرة) .**

১৭৯৫- আল্লাহ তাআলা বলেন- হে ইবনে আদম! ফজর ও আসরের পর কিছু সময় আমাকে স্মরণ কর। তাহলে এই উভয় সময়ের মাঝে আমি তোমার জন্য যথেষ্ট হব।

আবু নুআইম-হিলইয়া- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1796 - "قال الله تعالى: لا يذكرني عبد في نفسه إلا ذكرته في من ملأ من ملائكتي ولا يذكرني في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى". (طب عن معاذ بن أنس) .**

১৭৯৬- কোন বান্দা এমন নাই, যে আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আর আমি ফেরেশতাদের মজলিসে তার আলোচনা না করি। আর কোন বন্দা এমন নাই, যে আমাকে মজলিসে স্মরণ করে আর আমি তার আলোচনা উচ্চ পরিষদে না করি।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

**1797 - " قال الله تعالى: "عبدي إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، وإن ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ خير منهم وأكثر". (هب عن ابن عباس) .**

১৭৯৭- আল্লাহ তাআলা বলেন- হে আমার বান্দা! যদি তুমি আমাকে নির্জনে স্মরণ কর তাহলে আমিও তোমাকে নির্জনে স্বরণ করি। আর যদি তুমি আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ কর তাহলে আমি তার চেয়েও উত্তম মজলিসে তোমার আলোচনা করি এবং আরো বেশী করে করি।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

**1798 - "كلمتان: إحداهما ليس لها نهاية دون العرش، والأخرى تملأ ما بين السماء والأرض، لا إله إلا الله والله أكبر". (طب عن معاذ) .**

১৭৯৮- দুটি কালিমা এমন যার একটির মর্যাদা আরশের নীচেও শেষ হয় না। অপরটি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করে দেয়। তা হলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1799 - "لأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولأن أذكر الله تعالى مع قوم بعد صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس أحب إلي من الدنيا وما فيها". (هب عن أنس) .

১৭৯৯- আমি কোন কওমের সাথে ফজরে পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকব- এটা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশী প্রিয়। এমনিভাবে আমি কোন কওমের সাথে আসরের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকব- এটা আমার নিকট দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছু থেকে বেশী প্রিয়।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1800 - "لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسمعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة". (حب د عن أنس) .

১৮০০- আমি এমন কোন দলের সাথে ফজরের পর থেকে নিয়ে সূর্য উঠা পর্যন্ত বসে যাব, যারা আল্লাহর যিকিরে লিপ্ত হয়ে যায়। এটা আমার নিকট ইসমাইল (আ) এর বংশের চারজন গুলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম। এমনিভাবে আমি এমন কোন দলের সাথে আসরের পর থেকে নিয়ে সূর্য ডুবা পর্যন্ত বসে যাব, যারা আল্লাহর যিকির লিপ্ত হয়ে যায়। এটাও আমার নিকট চারজন গুলাম আযাদ করার চেয়ে উত্তম।

সহিহ ইবন হিব্বোন, আবু দাউদ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1801 - "لكل شيء مفتاح ومفتاح السموات قول لا إله إلا الله". (طب عن معقل بن يسار)

১৮০১- প্রত্যেক জিনিসের একটি চাবি থাকে আর আসমানের চাবি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মা'কিল ইবনে ইয়ামার (রা)

1802 - "لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر لله أفضل". (طس عن أبي موسى) .

১৮০২- কোন ব্যক্তি যদি ঘরে বসে দিরহাম বন্টন করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকির করতে থাকে, তবে আল্লাহর যিকিরকারী উত্তম।

তাবরানী-আউসাত- রিওয়ায়াতঃ আবু মূসা (রা)

1803 - "الذكر خير من الصدقة". (أبو الشيخ عن أبي هريرة) .

১৮০৩- যিকির সাদকা থেকে উত্তম।

আবুশ শায়খ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1804 - "ما صدقة أفضل من ذكر الله". (طس عن ابن عباس) .

১৮০৪- কোন সাদকা আল্লাহর যিকির থেকে উত্তম নয়।

তাবরানী-আউসাত- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1805 - "ليس من عبد يقول لا إله إلا الله مائة مرة إلا بعثه الله يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر ولم يرفع لأحد يومئذ عمل أفضل من عمله إلا من قال مثل قوله أو زاد". (طب عن أبي الدرداء)

১৮০৫- কোন বান্দা এমন নেই, যে শতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, আর আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠাবেন না যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জল না হবে। আর ঐ দিন এই আমলের উপরে আর কোন আমল যাবে না। তবে এটা ব্যতীত- যে এর বরাবর অথবা এর চেয়ে বেশী সংখ্যায় তা বলেছে।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1806 - "ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها". (طب هب عن معاذ) .

১৮০৬- জান্নাতীদের ঐ সময় ব্যতীত আর কোন সময়ের জন্য আফসোস হবে না, যেই সময়টুকু তারা আল্লাহর যিকির থেকে অমনোযোগী ছিল।

তাবরানী-কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1807 - "ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم". (حم والضياء عن أنس) .

১৮০৭- এমন কোন সম্প্রদায় নেই যারা আল্লাহর যিকির করতে বসে আর আসমান থেকে কোন ঘোষণাকারী এই বলে ঘোষণা না দেয় যে, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

মুসনাদ আহমদ, যিয়া (আল মুকাদ্দাসী)- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1808 - "ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات". (طب هب عن سهيل بن الحنظلية) .

১৮০৮- এমন কোন সম্প্রদায় নেই যারা আল্লাহর যিকির করতে বসে অতঃপর তা থেকে অবসর হয়- অথচ (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদেরকে বলা হয় না যে, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আর তোমাদের মন্দ আমলগুলো নেক আমল দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

তাবরানী কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ সুহায়ল বিন হানযালিয়্যাহ (হানযালাহ)

1809 - "ما اجتمع قوم على ذكر، فتفرقوا عنه إلا قيل لهم، قوموا مغفورا لكم". (الحسن بن سفيان عن سهيل بن الحنظلية) .

১৮০৯- কোন সম্প্রদায় এমন নেই যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয়ে বসে, অতঃপর যখন তারা পৃথক হয় তখন বলা হয়- যাও! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

হাসান বিন সুফিয়ান- রিওয়ায়াতঃ সুহায়ল বিন হানযালিয়্যাহ (হানযালাহ)

1810 - "ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة". (حم حب عن أبي هريرة) .

১৮১০- যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে বসে আল্লাহর যিকির এবং নবী (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ব্যতীত উঠে যায়, কিয়ামতের দিন তা তাদের জন্য আফসোসের কারণ হবে।

মুসনাদ আহমদ, সহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1811 - "ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى، ولم يصلواعلى نبيهم، إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم". (ت هـ عن أبي هريرة وأبي سعيد) .

১৮১১- যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে একত্রিত হয় আর তারা না আল্লাহর যিকির করে আর না নবী (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করে, এটা তার জন্য ক্ষতি ও আফসোসের কারণ হবে। এখন আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শাস্তি দিবেন অথবা ইচ্ছা করলে তাদেরকে মাফ করে দিবেন।

তিরমিযী, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা) ও আবু সাঈদ (রা)

1812 - "ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا قاموا عن أنتن جيفة". (الطيالسي هب عن جابر) .

১৮১২- যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির এবং নবী (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ব্যতীত উঠে যায়, তবে সে যেন দুর্গন্ধযুক্ত মুর্দার উপর থেকে উঠল।

তায়ালসী, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1813 - "ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله، إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة". (حم عن أبي هريرة) .

১৮১৩- যে সম্প্রদায় কোন মজলিসে একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির এবং নবী (সা) এর প্রতি দরূদ পাঠ করা ব্যতীত উঠে যায়, তবে সে যেন দুর্গন্ধযুক্ত মৃত গাধার উপর থেকে উঠল। আর এই মজলিস তার জন্য ক্ষতি ও আফসোসের কারণ হবে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1814 - "ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب من ذكر الله". (حم عن معاذ) .

১৮১৪- মানুষ আল্লাহর যিকির ব্যতীত এমন কোন আমল করতে পারে না, যা তাকে আল্লাহর আযাব থেকে অধিক রক্ষা করতে পারে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1815 - "ما قال عبد لا إله لا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى يفضي إلى العرش، ما اجتنب الكبائر". (ت عن أبي هريرة) .

১৮১৫- এমন কোন বান্দা নেই, যে আন্তরিকতার সাথে 'লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ' না বলে, আর তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া না হয়, এমনকি তা আরশের নিচে পৌঁছে যায়- যে পর্যন্ত সে কবীরা গুনাহ থকে বেঁচে থাকে।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1816 - "ما من الذكر أفضل من لا إله إلا الله، ولا من الدعاء أفضل من الاستغفار". (طب عن ابن عمر) .

১৮১৬- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর চেয়ে উত্তম কোন যিকির নাই আর ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা থেকে উত্তম কোন দুআ নাই।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1817 - "ما من بقعة يذكر اسم الله فيها، إلا استبشرت بذكر الله إلى منتهاها من سبع أرضين، وإلا فخرت على ما حولها من بقاع الأرض، وإن المؤمن إذا أراد الصلاة من الأرض، تزخرفت له الأرض".(أبو الشيخ في العظمه عن أنس) .

১৮১৭- যমীনের যে স্থানেই আল্লাহর যিকির করা হয়, সেই স্থান তার সপ্ত যমীনের শেষ সীমা পর্যন্ত আনন্দিত হয়ে যায় এবং যমীনের অপর স্থানের সাথে গর্ব করে। আর যখন কোন মুমিন বান্দা যমীনের কোন অংশে নামায পড়ার ইচ্ছা করে, তখন তার জন্য যমীনকে সজ্জিত করা হয়।

আবুশ শায়খ-আল আযমাহ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1818 - "إن البيت الذي يذكر فيه اسم الله ليضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض". (أبو نعيم في المعرفة عن سابط) .

১৮১৮- যেই ঘরে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয়, সেই ঘর আসমানবাসীদের জন্য এমনভাবে চমকায় যেমনভাবে যমীনবাসীদের জন্য তারকা চমকায়।

আবু নুআইম-আল মারিফাহ- রিওয়ায়াতঃ সাবিত (রা)

1819 - "ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة". (حل هب عن عائشة) .

১৮১৯- আদম সন্তানের যে মুহূর্তটি আল্লাহর যিকির ব্যতীত অতিবাহিত হয়, কিয়ামতের দিন এটা তার জন্য ক্ষতি ও আফসোসের কারণ হবে।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

1820 - " مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله تعالى فيه مثل الحي والميت". (ق عن أبي موسى) .

১৮২০- যেই ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় আর যেই ঘরে আল্লাহর যিকির করা হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

বুখারী, মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

1821 - "مجالس الذكر تنزل عليهم السكينة، وتحف بهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله على عرشه". (حل عن أبي هريرة وأبي سعيد) .

১৮২১- যিকিরের মজলিসে প্রশান্তি নাযিল হয়। ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে। আর মহান আল্লাহ আরশের উপর তাদের আলোচনা করেন।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা)

1822 - "ما من قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده". (هـ ت عن أبي هريرة وأبي سعيد) .

১৮২২- যে সম্প্রদায় আল্লাহর যিকির করে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে। তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাআলা তার পার্শস্থ ফেরেশতাদের সাথে তার আলোচনা করেন।

ইবনে মাজাহ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা)

1823 - "ما جلس قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده". (حب عن أبي سعيد وأبي هريرة) .

১৮২৩- এমন কোন সম্প্রদায় নেই যারা আল্লাহর যিকিরে মশগুল হয়, আর ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে না রাখে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে। তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাআলা তার পার্শস্থ ফেরেশতাদের সাথে তার আলোচনা করেন।

মহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা)

1824 - "لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده". (حم م عن أبي هريرة وأبي سعيد) .

১৮২৪- কোন সম্প্রদায় এমন নেই যারা আল্লাহর যিকির করতে বসে, আর ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে না রাখে। আল্লাহর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে। তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল হয়। আর আল্লাহ তাআলা তার পার্শস্থ ফেরেশতাদের সাথে তার আলোচনা করেন।

মুসনাদ আহমদ, মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা ও আবু সাঈদ (রা)

1825 - "مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله". (حم عن معاذ) .

১৮২৫- জান্নাতের চাবি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য প্রদান করা।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1826 - "من أطاع الله فقد ذكر الله، وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن". (طب عن واقد)

.

১৮২৬- যে আল্লাহর আনুগত্য করল সে আল্লাহকে স্মরণ করল, যদিও তার নামায রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত কম হয়।

তাবরানী কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ওয়াকিদ (রা)

1827 - "من أكثر ذكر الله فقد برئ من النفاق". (طص عن أبي هريرة) .

১৮২৭- যে অধিক পরিমানে আল্লাহর যিকির করল, সে নিফাক থেকে মুক্তি পেল।

তাবরানী সগীর- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1828 - "من أكثر ذكر الله أحبه الله تعالى". (قط عن عائشة) .

১৮২৮- যে অধিক পরিমানে আল্লাহর যিকির করে, আল্লাহ তাকে মহব্বত করেন।

দারাকুতনী-আস সুনান- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

1829 - "من أحب شيئا أكثر ذكره" . (فر عن عائشة) .

১৮২৯- যে যা পছন্দ করে, সে তা বেশী করে স্মরণ করে।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

1830 - "من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة". (ك عن أنس) .

১৮৩০- যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করল এবং আল্লাহর ভয়ের কারণে তার চোখ অশ্রুসজল হলো। এমনকি যমীনে কয়েক ফোঁটা গড়িয়ে পড়ল। তবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দিবেন না।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1831 - "ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الغازين" . (طب عن ابن مسعود) .

১৮৩১- গাফিলদের মধ্যে যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন (যুদ্ধে) গাযীদের মধ্যে সবরকারী।

তাবরানী কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1832 - "ذاكر الله في الغافلين مثل الذي يقاتل مع الغازين وذاكر الله في الغافلين مثل المصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات من

الصريد، وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله عز وجل مقعده من الجنة، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم". (حل عن ابن عمر) .

১৮৩২- গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন (যুদ্ধে) গাযীদের মধ্যে জিহাদকারী। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন অন্ধকার ঘরে আলোর প্রদীপ। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন পাতাঝড়া গাছের মধ্যে সবুজ শ্যামল গাছ। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার ঠিকানা চিহ্নিত করে দেন। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তুর সমপরিমাণ মাগফিরাত করেন।

আবু নুআইম-হিলইয়া- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1833 - "ذاكر الله خاليا كمبارزة إلى الكفار من بين الصفوف". (الشيرازي في الألقاب عن ابن عباس) .

১৮৩৩- নির্জনে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন কাফিরদের সারির মধ্যে দাড়িয়ে দুশমনদের সাথে বীরত্ব প্রদর্শনকারী।

আশ শীরাযী-আল আলক্বাব- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1834 - "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر". (د ن حب ك عن المهاجر بن قنفذ) .

১৮৩৪- আমি পবিত্রতা ব্যতীত আল্লাহর যিকির করা অপছন্দ করি।

আবু দাউদ, নাসাঈ, সহিহ ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ মুহাজির বিন ক্বুনফুয (রা)

1835 - "أعظم الناس درجة الذاكرون الله". (هب عن أبي سعيد) .

১৮৩৫- লোকদের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার লোক হলো আল্লাহর যিকিরকারী।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1836 - "أكثروا ذكر الله تعالى على كل حال، فإنه ليس عمل أحب إلى الله ولا أنجى لعبده من ذكر الله تعالى في الدنيا والآخرة". (هب عن معاذ) .

১৮৩৬- সর্বাবস্থায় আল্লাহর যিকির বেশী করে কর। কেননা আল্লাহর নিকট তার যিকির থেকে বেশী আর কিছু প্রিয় নয়। আর বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর শাস্তি থেকে নাজাত প্রদানকারী আল্লাহর যিকির থেকে বেশী কোন কিছু নেই।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1837 - " إن ذكر الله شفاء وإن ذكر الناس دآء". (هب عن مكحول مرسلا) .

১৮৩৭- আল্লাহর যিকির হলো শিফা (আরোগ্য)। আর মানুষের স্মরণ হলো রোগ।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ মাকহুল (রহ)-মুরসালরূপে

1838 - "لذكر الله في الغداة والعشي خير من حطم السيوف في سبيل الله". (فر عن أنس)

১৮৩৮- সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির জিহাদে তলোয়ার ভাঙ্গার চেয়েও উত্তম।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1839 - "الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك". (أبو الشيخ في الثواب عن أبي الدرداء) .

১৮৩৯- যাদের যবান আল্লাহর যিকির দ্বারা তরতাজা ও সিক্ত থাকে, তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে।

আবুশ শায়খ-আস সাওয়াব- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা ((রা)

1840 - "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي". (ت عن ابن عمر) .

১৮৪০- আল্লাহর যিকির ব্যতীত বেশী কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। আর লোকদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর থেকে বেশী দূরে, যে কঠিন হৃদয়ের হয়।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1841 - "لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله". (حم ت هـ حب ك عن عبد الله بن بسر) .

১৮৪১- তোমার যবান যেন সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা তরতাজা থাকে।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা)

1842 - "يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه". (حم ت ك عن أبي) .

১৮৪২- হে লোক সকল, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ কর! প্রথম শিঙ্গা ধ্বনির সময় আসছে, তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি। প্রথম শিঙ্গা ধ্বনির সময় আসছে, তাকে অনুসরণ করবে পরবর্তী শিংগা ধ্বনি। আর এর সাথে মৃত্যু তার সব কিছু নিয়ে সমাগত।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াত উবাই (রা)

1843 - "يقول الله تعالى: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام". (ت ك عن أنس) .

১৮৪৩- আল্লাহ তাআলা বলবেন, জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিকে বের করে আন, যে কোনদিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোনদিন আমাকে ভয় করেছে।

তিরমিযী, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1844 - "إن الله إذا ذكر شيئا تعاظم ذكره" (ك عن معاوية) .

১৮৪৪- আল্লাহ তাআলা যখন কোন কিছুর আলোচনা করেন, তখন তার নাম ও মর্যাদা বেড়ে যায়।

হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ মুয়াবিয়া (রা)

*الإكمال*

1845 - "أفضل العباد درجة عند الله يوم القيامة الذاكرون الله كثيرا، قيل ومن الغازي في سبيل الله، قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه درجة". (حم ت غريب (ع) وابن شاهين في الذكر عن أبي سعيد) .

১৮৪৫- কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হবে ঐ সব লোক যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর পথে জিহাদকারী কে? তিনি বললেন, যে কাফির ও মুশরিকদের সাথে এমনভাবে তলোয়ার চালায় যে, তা ভেঙ্গে যায় এবং রক্ত প্রবাহিত হয়। আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি তার চেয়েও উত্তম।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী আর তিনি এটিকে গরীব বলেছেন, ইবনে শাহীন-আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

1846 - "أكثرهم لله ذكرا". (حم طب عن معاذ بن أنس)

قال: "سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المجاهدين أعظم أجرا وأي الصائمين أعظم أجرا، وكذا الصلاة والزكاة والحج والصدقة " قال فذكره.

১৮৪৬- তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর যিকির করে।

মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

রাসূলুল্লাহ (সা) কে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন মুজাহিদ সবচেয়ে বেশী প্রতিদান লাভের যোগ্য এবং কোন রোযাদার সবচেয়ে বেশী প্রতিদান লাভের যোগ্য। আর সাদকার ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) এই সবগুলোর উত্তরে উক্ত ইরশাদ করেন।

1847 - "أكثروا ذكر الله فإنه ليس شيء أحب إلى الله ولا أنجى لعبده من خشيته في الدنيا والآخرة من ذكر الله تعالى، ولو أن الناس اجتمعوا على ما أمروا به من ذكر الله لم يكن مجاهد في سبيل الله وإن الجهاد شعبة من ذكر الله". (هب وضعفه عن معاذ)

১৮৪৭- অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর। কেননা আল্লাহর নিকট আল্লাহর যিকির থেকে বেশী আর কিছু প্রিয় নয়। আর বান্দার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে (সকল) ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তার জন্য আল্লাহর যিকির থেকে বেশী আর কিছু নেই। লোকদেরকে যেভাবে যিকির করার হুকুম দেওয়া হয়েছে, যদি তারা এর উপর মজবুত হয়ে যেত তবে

আল্লাহর পথে জিহাদ করার কেউ থাকত না। আর জিহাদ হলো আল্লাহর যিকিরের একটি শাখা।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান আর তিনি এটিকে যয়ীফ বলেছেন-- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

**1848 - "إن لكل شيء صقالة صاقل وإن صقالة القلوب ذكر الله وما من شيء أنجى من عذاب الله ولو أن تضرب بسيفك حتى ينقطع". (هب عن ابن عمر) .**

১৮৪৮- প্রত্যেক জিনিসের একটি পরিষ্কারক আছে যা বস্তুকে ময়লা থেকে পরিষ্কার করে। অনুরপ অন্তরের পরিষ্কারক হলো আল্লাহর যিকির। আর আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষাকারী আল্লাহর যিকির থেকে উত্তম কিছু নাই। যদিও তলোয়ার এতটা চালানো হয় যে, তা ভেঙ্গে যায়।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**1849 - "ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها وأرفعها في درجاتكم، وخير ممن أعطى الذهب والورق، وخير من أنه لو غدوتم إلى عدوكم، فضربتم رقابهم وضربوا رقابكم اذكروا الله ذكرا كثيرا". (هب عن ابن عمر) .**

১৮৪৯- আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম আমলের কথা বলব না, যা তোমাদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করবে এবং যা আল্লাহর পথে সোনা-রুপা খরচ করার চেয়েও উত্তম। আর এটাও যে, তোমরা জিহাদের ময়দানে শত্রুর মুখোমুখি হয়ে শত্রুর গর্দান নেবে আর তারা তোমাদের গর্দান নেবে তা থেকেও উত্তম। তা হলো অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**1850 - "لذكر الله بالغداة والعشي أفضل من حطم السيوف في سبيل الله، ومن إعطاء المال سحاء". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن عمر ش عنه موقوفا) .**

১৮৫০- সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর যিকির করা জিহাদে তলোয়ার ভাঙ্গা এবং অনেক সম্পদ ব্যয় করা থেকেও উত্তম।

ইবনে শাহীন- আত তারগীব এবং আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা) এবং ইবনে আবী শায়বাহ ইবনে উমর (রা) থেকে মাওকুফ সুত্রে

**1851 - "ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع". (ش حم طب عن معاذ) .**

১৮৫১- কোন বান্দা আল্লাহর আযাব থেকে অধিক রক্ষাকারী আল্লাহর যিকিরের চাইতে উত্তম কোন আমল করতে পারেনি। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করাও

নয় কি? তিনি (সা) বললেন, না। এমনকি যদিও তলোয়ার দ্বারা এমনভাবে যুদ্ধ কর যে, তা ভেঙ্গে যায়। অতঃপর আরেকটি দ্বারা যুদ্ধ করে আর তাও ভেঙ্গে যায়। অতঃপর আরেকটি দ্বারা যুদ্ধ করে আর তাও যদি ভেঙ্গে যায়।

ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

**1852 - "من عجز منكم عن الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يجاهده، فليكثر من ذكر الله". (طب هب وابن النجار عن ابن عباس) .**

১৮৫২- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের (ইবাদতের জন্য জাগরণের) কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম হয়, ধন-সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে পিছপা হয়, তবে তার উচিত অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা।

তাবরানী-কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান, ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

**1853 - "من هاب منكم الليل أن يكابده، وخاف العدو أن يجاهده وضن بالمال أن ينفقه فليكثر من ذكر الله". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن عباس) .**

১৮৫৩- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের (ইবাদতের) কষ্ট সহ্য করতে ভয় পায়, শত্রুর সাথে লড়াই করতে শঙ্কিত হয় এবং ধন-সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয়, তবে সে যেন অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করে।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয-যিকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

**1854 - "من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه،وجبن العدو أن يقاتله، فليكثر أن يقول: سبحان الله وبحمده فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقان في سبيل الله". (طب وابن شاهين وابن عساكر عن أبي أمامة ولفظ ابن شاهين فإنهما أحب إلى الله من جبل ذهب وفضة ينفقهما في سبيل الله. (وهو ضعيف) .**

১৮৫৪- তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রাতের (ইবাদতের) কষ্ট সহ্য করতে ভয় পায়, ধন-সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয় এবং শত্রুর সাথে লড়াই করতে পিছপা হয়, তবে তার উচিত অধিক পরিমাণে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করা। কেননা তা আল্লাহর নিকট সোনা-রুপার পাহাড় খরচ করা হতেও উত্তম।

তাবরানী কাবীর, ইবনে শাহীন, ইবন আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামাহ (রা)

**1855 - "ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين". (طب عن ابن مسعود) .**

১৮৫৫- গাফিলদের মধ্যে যিকরকারীর দৃষ্টান্ত এমন যেন (যুদ্ধে) পলাতকদের মধ্যে ধৈর্যধারণকারী।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1856 - "ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين كالمصباح في البيت المظلم وذاكر الله في الغافلين يعرف له مقعده، ولا يعذب بعده، وذاكر الله في الغافلين له من الأجر بعدد كل فصيح وأعجم، وذاكر الله في الغافلين ينظر الله إليه نظرة لا يعذبه أبدا، وذاكر الله في السوق له بكل شعرة نور يوم يلقى الله". (هب عن ابن عمر) .

১৮৫৬- গাফিলদের মধ্যে যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন যেন (যুদ্ধে) পলাতকদের মধ্যে ধৈর্যধারণকারী। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন অন্ধকার ঘরে আলোর প্রদীপ। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার ঠিকানা চিহ্নিত করে দেন এবং তারপর তার আযাবকে প্রতিহত করে দেন। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারী প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তুর সমপরিমাণ প্রতিদান লাভ করেন। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা এমন নযরে দেখেন যে, এরপর আর তাকে আযাব দেন না। আর বাজারের মধ্যে আল্লাহ তাআলার যিকিরকারীর কিয়ামতের দিন (আল্লাহর সাথে) সাক্ষাতের সময় প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একটি নূর হবে।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1857 - "ذاكر الله في الغافلين، مثل الذي يقاتل عن الفارين، وذاكر الله في الغافلين، كالمصباح في البيت المظلم، وذاكر الله في الغافلين كمثل الشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي قد تحات من الصريد، وذاكر الله في الغافلين يغفر الله له بعدد كل فصيح وأعجم، وذاكر الله في الغافلين يعرفه الله عز وجل مقعده من الجنة". (حل هب وابن صهري في أماليه وابن شاهين في الترغيب وقال هذا حديث صحيح الإسناد حسن المتن غريب الألفاظ وابن النجار عن ابن عمر) .

১৮৫৭- গাফিলদের মধ্যে যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন যেন (যুদ্ধে) গাযীদের মধ্যে জিহাদকারী। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন অন্ধকার ঘরে আলোর প্রদীপ। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীর দৃষ্টান্ত এমন, যেমন পাতাঝড়া গাছের মধ্যে সবুজ শ্যামল গাছ। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষ ও জীব-জন্তুর সমপরিমাণ মাগফিরাত করেন। গাফিলদের মধ্যে আল্লাহর যিকিরকারীকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে তার ঠিকানা চিহ্নিত করে দেন।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ, ইবনে ছাহরী-আমালিয়াহ, ইবনে শাহীন-আত তারগীব আর তিনি বলেছেন, হাদীসের ইসনাদটি সহিহ, মতনটি হাসান এবং শব্দাবলী গরীব এবং ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1858 - "الذكر يفضل على النفقة في سبيل الله مائة ضعف". (طب عن معاذ بن أنس) .

১৮৫৮- যিকির আল্লাহর পথে খরচ করার চাইতে একশতগুণ বেশী প্রতিদানযোগ্য।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

1859 - "الذكر خير من الصدقة والذكر خير من الصيام". (أبو الشيخ عن أبي هريرة) .

১৮৫৯- যিকির সাদকা থেকে উত্তম, যিকির রোযা থেকেও উত্তম।

আবুশ শায়খ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1860 - "لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر أفضل".

(ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أبي موسى) وفيه جابر بن الوازع وروى له مسلم وقال (ن) : منكر الحديث.

১৮৬০- যদি কোন ব্যক্তি নিজের হুজরায় (কামরায়) বসে দিরহাম খরচ করতে থাকে আর অপর ব্যক্তি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকে, তবে (তাদের মধ্যে) আল্লাহর যিকিরকারী উত্তম।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু মূসা (রা)।

এই হাদীসে جابر بن الوازع একজন রাবী আছেন, যার থেকে ইমাম মুসলিম (রহ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম নাসাই (রহ) বলেছেন, সে منكر الحديث মুনকারুল হাদীস।

1861 - "يفضل الذكر على النفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف".

(ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن معاذ بن أنس) وليس في سنده من تكلم فيه سوى ابن لهيعة.

১৮৬১- যিকির আল্লাহর পথে খরচ করার চাইতে সাতশত গুণ বেশী প্রতিদানযোগ্য।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয-যিকির- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

1862 - "إن ما تذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن شيء يذكر به". (الحكيم عن النعمان بن بشير)

১৮৬২- যখন লোকেরা তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর এবং তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্বের যিকির করে, তখন তা আরশের আশপাশে ঘোরাফেরা করে, মৌমাছির ভনভন শব্দের মত তাদের শব্দ হয়। তারা (আল্লাহর নিকট) তার আলোচনা করে। অতএব এখন কি তোমরা চাওনা যে, তোমাদের এমন কোন আমল হোক যা তোমাদেরকে দয়াময় রহমানের নিকট স্মরণ করাবে।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ নুমান ইবনে বাশীর (রা)

1863 - "إن الذين يذكرون من جلال الله وتسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله، يتعاطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن أفلا يحب أحدكم أن لا يزال له عند الرحمن شيء يذكر به". (حم ش طب ك عن النعمان بن بشير) .

১৮৬৩- যখন লোকেরা তাসবীহ, তাহমীদ, তাকবীর এবং তাহলীলের মাধ্যমে আল্লাহর মহত্বের যিকির করে, তখন তা আরশের আশপাশে ঘোরাফেরা করে, মৌমাছির ভনভন শব্দের মত তাদের শব্দ হয়। এভাবে তারা তার পাঠকারীর আলোচনা করে থাকে। অতএব এখন কি তোমরা চাওনা যে, তোমাদের এমন কোন আমল হোক যা তোমাদেরকে দয়াময় রহমানের নিকট স্মরণ করাবে।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে আবী শায়বাহ, তাবরানী-কাবীর, হাকীম-আল মুস্তাদরাক-রিওয়ায়াতঃ নুমান ইবনে বাশীর (রা)

**1864 - "كما لا تلتقي الشفتان على قول لا إله إلا الله، كذلك لا تحجب عن سماء سماء حتى ينتهي إلى العرش لها دوي كدوي النحل تشفع لصاحبها". (الديلمي عن جابر) .**

১৮৬৪- যেভাবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে ঠোঁট দুটি বন্ধ থাকে না। তেমনি এই কালিমার আকাশে পৌঁছতেও কোন কিছু প্রতিবন্ধক হয় না। এমনকি তা আরশে পৌছে যায়। মৌমাছির ভনভন শব্দের মত তার শব্দ হয়। সে তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

**1865 - "أوحى الله تعالى إلى موسى، أتحب أن أسكن معك بيتك فخر لله ساجدا ثم قال: فكيف يا رب تسكن معي في بيتي، فقال: يا موسى أما علمت أني جليس من ذكرني، وحيثما التمسني عبدي وجدني". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن جابر) وفيه محمد بن جعفر المدائني قال أحمد: لا أحدث عنه أبدا عن سلام بن مسلم المدائني متروك عن زيد العمي ليس بالقوي) .**

১৮৬৫- আল্লাহ তাআলা মূসা (আ) এর প্রতি ওহী নাযিল করলেন। হে মূসা! তুমি কি চাও যে, আমি তোমার সাথে তোমার ঘরে থাকি। মূসা (আ) সিজদায় পড়ে গেলেন এবং আরয করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি আমার সাথে আমার ঘরে থাকবেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, হে মূসা! তুমি কি জান না, যে আমার যিকির করে আমি তার সাথে থাকি। আর বান্দা যেখানে আমাকে তালাশ করে, সেখানে পেয়ে যায়।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয-যিকির- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

**1866 - قال الله تعالى: "إذا ذكرني عبدي خاليا ذكرته خاليا وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه". (طب عن ابن عباس) .**

১৮৬৬- আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমাকে নির্জনে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে নির্জনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তার চেয়েও উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1867 - قال الله عز وجل: "لا يذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في ملأ من ملائكتي، ولا ذكرني عبدي في ملأ إلا ذكرته في الرفيق الأعلى". (طب عن معاذ بن أنس) .

১৮৬৭- মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, (এমন হয় না যে,) কোন বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, আর অথচ আমি তাকে ফেরেশতাদের মজলিসে স্মরণ না করি। আর কোন বান্দা আমাকে মজলিসে স্মরণ করে, আর অথচ আমি তাকে উচ্চ পরিষদে স্মরণ না করি।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

1868 - قال الله تعالى: "من يذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ من الناس ذكرته في ملأ أكثر منهم وأطيب". (ش عن أبي هريرة) .

১৮৬৮- আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমাকে মনে মনে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি। আর যদি সে আমাকে কোন মজলিসে স্মরণ করে, তখন আমি তাকে তার চেয়েও উত্তম মজলিসে স্মরণ করি।

ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1869 - قال ربكم عز وجل: "أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه". (كر عن أبي هريرة)

১৮৬৯- তোমাদের প্রতিপালক বলেন- আমি আমার বান্দার সাথে থাকি, যতক্ষণ সে আমার যিকির করে এবং আমার জন্য তার ঠোঁট নড়াচরা করে।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা রা)

1870 - قال موسى: "يا رب وددت أن أعلم من تحب من عبادك فأحبه قال: إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك وأنا أحبه وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته عن ذلك وأنا أبغضه".(قط في الأفراد وابن عساكر عن ابن عمر) .

১৮৭০- মূসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার নিকট জানতে চাই, কোন বান্দা আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? যেন আমিও তার সাথে মহব্বত পোষণ করি। আল্লাহ তাআলা বললেন, যখন তুমি কাউকে দেখবে যে, সে বেশী বেশী যিকির করে তখন মনে করবে তাকে আমিই তাতে নিয়োজিত করেছি। আর আমি তাকে মহব্বত করি। আর যখন তুমি কাউকে দেখবে যে, সে আমার যিকির করে না, তখন মনে করবে তাকে আমিই তা থেকে বিরত রেখেছি। আর আমি তাকে ঘৃণা করি।

দারাকুতনী-আল আফরাদ, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1871 - قال موسى: "يا رب أقريب أنت فأناجيك؟ أم بعيد فأناديك، فأني أحس حس صوتك ولا أراك فأين أنت؟ فقال الله: أنا خلفك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك يا موسى أنا جليس عبدي حين يذكرني وأنا معه إذا دعاني". (الديلمي عن ثوبان) .

১৮৭১- মূসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আপনি কি নিকটে, তাহলে আমি অপনার সাথে মুনাজাত-বাক্যালাপ করব অথবা আপনি কি দূরে, তাহলে আমি আপনাকে ডাকব। কেননা আমি আপনার আওয়ায অনুভব করছি কিন্তু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না। অতএব আপনি কোথায়? আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি তোমার পিছনেও আছি, সামনেও আছি। তোমার ডানেও আছি বাঁয়েও আছি। হে মূসা! যখন বান্দা আমার যিকির করে তখন আমি তার সাথেই উপবেশন করি, আর যখন সে আমাকে ডাকে আমি তার সাথেই থাকি।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ মাওযান (রা)

**1872 - يقول الله عز وجل: "إذا كان الغالب على العبد الاشتغال بي جعلت بغيته ولذته في ذكري، فإذا جعلت بغيته ولذته في ذكري عشقني وعشقته فإذا عشقني وعشقته رفعت الحجاب فيما بيني وبينه، وصيرت ذلك تغالبا عليه، لا يسهو إذا سها الناس، أولئك كلامهم كلام الأنبياء، أولئك الأبطال حقا، أولئك الذين إذا أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذابا، ذكرتهم فصرفت ذلك عنهم". (حل عن الحسن مرسلا) .**

১৮৭২- আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমার প্রতি প্রবলভাবে মশগুল হয় তখন আমার যিকিরকে তার কাঙ্ক্ষিত ও স্বাদের বস্তুতে পরিণত করে দেই। অতএব যখন তার নিকট আমার যিকির তার কাঙ্ক্ষিত ও স্বাদের বস্তুতে পরিণত হয়, তখন আমার সাথে তার ইশক হয়ে যায় এবং তার সাথে আমার ইশক হয়ে যায়। আর যখন এই স্তরে এসে যায় তখন আমি আমার ও তার মাঝের পর্দা উঠিয়ে নেই। অতঃপর অধিকাংশ সময় তার উপর এই কাইফিয়াত জারি করে রাখি। এর ফলে অন্য লোকসকল যখন উদাসীনতার মধ্যে থাকে তখন সে এর থেকে নিরাপদ থাকে। তাদের কথা নবীদের কথার মত। তারাই মর্দে হক। আর এরাই তারা- যখন আমি পুরো পৃথিবীবাসীদেরকে আযাবে নিপতিত করার ইচ্ছ করি, তখন তাদের কথা মনে হয় অতঃপর তাদের থেকে আযাব সরিয়ে নেই।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ হাসান (রা) মুরসালরূপে

**1873 - قال الله تعالى: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته قبل أن يسألني". (حل والديلمي عن حذيفة) .**

১৮৭৩- আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমার যিকিরে মশগুল থাকার কারণে আমার নিকট চাওয়ার সুযোগ পায় না, তখন আমি তার চাওয়ার পূর্বেই তাকে দান করে থাকি।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ, দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ হুযায়ফা (রা)

1874 - يقول الله تعالى: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين". (خ) في خلق أفعال العباد وابن شالهين في الترغيب في الذكر وأبو نعيم في المعرفة. (هب عن ابن عمر) ، (عب عن جابر) .

১৮৭৪- আল্লাহ তাআলা বলেন, যখন বান্দা আমার যিকিরে মশগুল থাকার কারণে আমার নিকট প্রার্থনার সুযোগ পায় না, তখন আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও বেশী দান করে থাকি।

বুখারী-খালক্বুল আফআল ওয়াল ইবাদ, ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয-যিকির, আবু নুআইম-মা'রিফাহ, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা) এবং আবদুর রাযযাক-আল মুসান্নাফ- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1875 - يقول الله: "من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين". (ش عن عمرو بن مرة مرسلا) .

১৮৭৫- আল্লাহ বলেন, যখন আমার বান্দা আমার যিকিরে মশগুল থাকার কারণে আমার নিকট প্রার্থনার সুযোগ পায় না, তখন আমি তাকে প্রার্থনাকারীদের চেয়েও বেশী দান করে থাকি।

ইবনে আবী শায়বাহ-রিওয়ায়াতঃ আমর ইবনে মুররাহ- মুরসালরূপে

1876 - "إن لله عز وجل سيارة من الملائكة، يبتغون حلق الذكر، فإذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا ثم يقول بعضهم لبعض طوبى لهم لا يرجعون إلا مغفورا لهم". (ابن النجار عن أبي هريرة) .

১৮৭৬- আল্লাহর কিছু ফেরেশতা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে যিকিরের মজলিস তালাশ করতে থাকে। যখন তারা কোন যিকিরের মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তখন তারা একে অপরকে বলে, আস! এখানে বস। অতঃপর যিকিকারীরা যখন দুআ করে তখন তাদের দুআর উপর তারা আমীন বলতে থাকে। যখন তারা রাসূলুল্লাহ (সা) এর প্রতি দরূদ প্রেরণ করে, তখন তারাও তাদের সাথে দরূদ প্রেরণ করে। পরিশেষে তারা যখন মজলিস সমাপ্ত করে উঠে যায়, তখন ফেরেশতারা একে অপরকে বলে, তাদের জন্য সুসংবাদ যে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে যাচ্ছে।

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1877 - "إن لله تعالى سرايا من الملائكة تحل وتقف على مجالس الذكر في الأرض، فارتعوا في رياض الجنة، قالوا فأين رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر فاغدوا وروحوا في ذكر الله واذكروه بأنفسكم،

من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة، الله عنده، فإن الله ينزل العبد من حيث أنزله من نفسه". (عبد بن حميد والحكيم (ك) وابن شاهين في الترغيب بالذكر عن جابر) .

১৮৭৭- আল্লাহর ফেরেশতাদের কিছু দল পরিভ্রমণ করে। তারা পৃথিবীতে যিকিরের মজলিসে অবস্থান করে। অতএব তোমরা জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ কর। জিজ্ঞাসা করা হলো, জান্নাতের বাগান কি? তিনি (সা) বললেন, যিকিরে মজলিসসমূহ। অতএব তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাক, আর তোমাদের অন্তরকেও আল্লাহর স্মরণে নিয়োজিত রাখ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা জানতে চায় তবে সে যেন দেখে তার নিজের নিকট আল্লাহর কি মর্যাদা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঐ মর্তবায়ই রাখেন, সে তার অন্তরে আল্লাহকে যে মর্তবা প্রদান করে।

আব্দ ইবনে হুমায়দ, হাকীম [নাওয়াদিরুল উসুল], হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1878 - "إن لله ملائكة فضلا يبتغون ذكرا يجتمعون عند الذكر، فإذا مروا بمجلس علا بعضهم على بعض حتى يبلغوا العرش فيقول الله لهم: وهو أعلم من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عبيد لك يسألون الجنة، ويتعوذون بك من النار، ويستغفرون فيقول: يسألوني جنتي فكيف لو رأوها: ويتعوذون من ناري فكيف لو رأوها فإني قد غفرت لهم، فيقولون ربنا إن فيهم عبدك الخطاء فلان مر بهم لحاجة فجلس إليهم قال الله عز وجل: أولئك الجلساء لا يشقى بهم جليسهم". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أبي هريرة) وقال ابن شاهين هذا الحديث من أحسن حديث في الذكر وأصحه سندا.

১৮৭৮- আল্লাহর কিছু মর্যাদাসম্পন্ন ফেরেশতা যিকিরকারীদের অন্বেষণে ঘুরে বেড়ায়। যেখানে যিকির করা হয় সেখানে একত্রিত হয়ে যায়। আর যিকিরের মজলিসে গিয়ে উপর দিকে তারা কাতারবন্দী হতে হতে আরশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অতঃপর মজলিস সমাপ্ত হলে ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট হাজির হয়। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন- যদিও তিনি বান্দাদের সম্যক অবস্থা ভাল করে জানেন, তোমরা কোথা হতে আসলে? তারা বলে, আপনার বান্দাদের নিকট হতে, যারা আপনার নিকট জান্নাত প্রার্থনা করছে, জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইছে এবং আপনার নিকট নিজেদের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

আল্লাহ তাআলা বললেন, তারা জান্নাত প্রার্থনা করছে, যদি তারা জান্নাত দেখত তবে কেমন হত? তারা জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাইছে, যদি তারা জাহান্নাম দেখত তবে কেমন হত? অতএব আমি তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা বলল, আপনার একজন

গুনাহগার বান্দা তাদের মধ্যে শামিল ছিল না। শুধু সে তার কোন প্রয়োজনের জন্য এখানে এসেছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন, তারা এমন সম্পদায় যে, তাদের পাশে বসা ব্যক্তিও বঞ্চিত হয় না।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

ইবনে শাহীন (রহ) বলেন, আয যিকির-এ এই হাদীস আহসান এবং সনদ সহীহ

**1879 - إن هؤلاء القوم كانوا يذكرون الله، يعني أهل مجلس أمامه فنزلت عليهم السكينة كالقبة، فلما دنت منها تكلم رجل منهم بباطل فرفعت عنهم". (ابن عساكر عن سعد بن مسعود) مرسلا.**

১৮৭৯- রাসূলুল্লাহ (সা) তার সামনে বসা একটি মজলিস প্রসঙ্গে বলেন- এরা আল্লাহর যিকির করছিল। অতএব তাদের প্রতি সাকিনা-প্রশান্তি গম্বুজের মত নাযিল হচ্ছিল। যখন তা তাদের নিকটে পৌঁছল তখন এক ব্যক্তি একটি বাতিল কথা বলল, ফলে তা পূণরায় উঠিয়ে নেয়া হলো।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ সাদ ইবনে মাসউদ (রা)- মুরসালরূপে

**1880 - "كل مجلس يذكر اسم الله تعالى فيه تحف به الملائكة حتى إن الملائكة يقولون زيد وأزادكم الله والذكر يصعد بينهم وهم ناشروا أجنحتهم".(أبو الشيخ عن أبي هريرة) .**

১৮৮০- প্রত্যেক এমন মজলিস যারা আল্লাহর যিকিরে নিয়োজিত থাকে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এমনকি ফেরেশতারা বলে, আল্লাহ তোমাদেরকে বরকত দিন। যিকির বেশী করে কর, যিকির তার মধ্যে বৃদ্ধি পায়। আর ফেরেশতারা তার উপর নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়।

আবুশ শায়খ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1881 - "ما اجتمع قوم على ذكر الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة".**

**(رزق الله التميمي في المجلس الذي أملاه بأصبهان عن أبيه عبد الوهاب عن أبيه أبي الحسن عبد العزيز عن أبيه بكر بن الحارث عن أبيه أسد عن أبيه سليمان عن أبيه الأسود عن أبيه سفيان عن أبيه يزيد، عن أبيه أكينة عن أبيه الهيثم عن أبيه عبد الله التميمي، ورواه ابن النجار من طريقه، قال الذهبي أكثر هؤلاء الأباء لا ذكر لهم في تاريخ ولا في أسماء الرجال وقال العلاء في (الوشي المعلم له) .**

১৮৮১- যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় তখন ফেরেশতারা তাদেরকে ছায়া প্রদান করে আর রহমত তাদেরকে বেষ্টন করে নেয়।

ইবনে নাজ্জার- আব্দুল্লাহ তামীমী

1882 - "يا أيها الناس إن لله سرايا من الملائكة تحل، وتقف على مجالس الذكر في الأرض فارتعوا في رياض الجنة، قالوا: وأين رياض الجنة يا رسول الله، قال: مجالس الذكر في الأرض اغدوا وروحوا في ذكر الله عز وجل وذكروه أنفسكم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله، فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه". (ك وتعقب هـ بز طس هب وابن عساكر عن جابر) .

১৮৮২- হে লোকেরা! আল্লাহর ফেরেশতাদের কতক দল পৃথিবীতে যিকিরের মজলিসে উপস্থিত হয় ও অবস্থান করে। অতএব তোমরা জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ কর। জিজ্ঞাসা করা হলো জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিস সমূহ। অতএব তোমরাও সকাল সন্ধ্যা আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাক এবং তোমাদের অন্তরকেও তার স্মরণ দ্বারা তরতাজা রাখ। যে আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা দেখতে চায় তবে সে যেন দেখে তার নিকট আল্লাহর কি মর্যাদা রয়েছে। কেননা আল্লাহ তাআলা বান্দাকে ঐ মর্যাদায়ই রাখেন তার মনে যে মর্যাদায় সে আল্লাহকে রাখে।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক, ইবনে মাজাহ আর তিনি এর ব্যাপারে কথা বলেছেন, বাযযার, তাবরানী-আউসাত, বায়হাকী-শুআবুল ইমান, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1883 - "أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة". (حم ش م ت ن حب عن معاوية) .

১৮৮৩- আমি তোমাদের থেকে শপথ তোমাদের প্রতি কোন সন্দেহের কারণে নেইনি। বরং আমার নিকট জিবরাইল (আ) এসেছিল। তিনি এসে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কারণে ফেরেশতাদের নিকট গর্ব প্রকাশ করেছেন।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে আবী শায়বাহ, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান- রিওয়ায়াতঃ মুয়াবিয়া (রা)

1884 - "إذا مررتم برياض الجنة فاجلسوا إليه قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: أهل الذكر".
(ابن شاهين عن أبي هريرة) .

১৮৮৪- যখন তোমরা জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করবে তখন সেখানে বসে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, যিকিরকারীদের মজলিস সমূহ।

ইবনে শাহীন- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1885 - "إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا: وما رياض الجنة قال: حلق الذكر". (حم ت) حسن غريب (وابن شاهين في الترغيب في الذكر (هب) عن أنس) .

১৮৮৫- যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়ে যাবে তখন সেখানে পরিভ্রমণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো জান্নাতের বাগান কি? তিনি বললেন, যিকিরকারীদের মজলিস সমূহ।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1886 - "أين السابقون الذين يستهترون بذكر الله تعالى؟ من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله". (طب عن معاذ) .

১৮৮৬- কোথায় অগ্রগামীগণ, যারা শুধু আল্লাহর যিকিরের জন্যই হয়ে থাকে? যে জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে চায় সে যেন বেশী করে আল্লাহর যিকির করে।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1887 - "من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله". (ش طب عن معاذ بن جبل) .

১৮৮৭- যে বক্তি জান্নাতের বাগানে পরিভ্রমণ করতে চায় সে যেন বেশী করে আল্লাহর যিকির করে।

ইবনে আবী শায়বাহ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)

1888 - "ما جلس قوم يذكرون الله، إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم". (حم ع طس ص عن أنس) .

১৮৮৮- কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হলে আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলে, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, তাবরানী-আওসাত, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1889 - "ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات". (هب عن عبد الله بن معقل) .

১৮৮৯- কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হলে আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী বলে, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং মন্দ কর্মগুলো পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আব্দুল্লাহ ইবনে মা'কিল

1890 - "ما اجتمع قوم على ذكر، ثم تفرقوا إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم". (الحسن بن سفيان عن سهل بن الحنظلية) .

১৮৯০- কোন সম্প্রদায় আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হয় আর যখন তারা উঠে তখন তাদেরকে বলা হয়, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।

হাসান বিন সুফিয়ান- রিওয়ায়াতঃ সাহল বিন হানযালিয়াহ

1891 - "ما من قوم يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أنس) .

১৮৯১- যে সম্প্রদায় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তার যিকির করতে বসে, তখন আসমান থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং মন্দ কর্মগুলো পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1892 - "ما من قوم جلسوا مجلسا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا فقد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات". (العسكري في الصحابة وأبو موسى عن حنظلة العبشمي) وضعف.

১৮৯২- যে সম্প্রদায় শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই তার যিকির করে, তখন তাদেরকে আসমান থেকে বলা হয়, উঠ! তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং মন্দ কর্মগুলো পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেয়া হয়েছে।

আল আসকোরী-আস সাহাবাহ, আবু মুসা- রিওয়ায়াতঃ হানযালাহ আল আ'বশামী

হাদীসটি যয়ীফ

1893 - "ليبعثن الله أقواما يوم القيامة، في وجوههم النور، على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، هم المتحابون في الله من قبائل شتى، وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه". (طب عن أبي الدرداء) .

১৮৯৩- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা এমন সম্প্রদায় উঠাবেন, যাদের চেহারায় নূর দীপ্তমান থাকবে। তারা মুক্তার মিম্বরে আরোহণ করবে। লোকেরা তাদের দিকে ঈর্ষার দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। কিন্তু না তারা নবী হবে আর না শহীদ। তারা তো হবে শুধু আল্লাহর মহব্বতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন এলাকার লোকজন, যারা আল্লাহর যিকিরের জন্য একত্রিত হত এবং আল্লাহর যিকির করত।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1894 - "أكثروا الكلام بذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله يقسي القلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي". (أبو الشيخ في الثواب عن ابن عمر) .

১৮৯৪- অধিক কথা (বলার প্রয়োজন হলে) আল্লাহর যিকিরের সাথে বলো। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। আর লোকদের মধ্যে আল্লাহর থেকে সবচেয়ে দূরে কঠিন হৃদয় ব্যক্তি।

আবুশ শায়খ-আস সাওয়াব- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1895 - "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب وإن أبعد القلب من الله القلب القاسي". (ت غريب وابن شاهين في الترغيب في الذكر هب عن ابن عمر)

১৮৯৫- আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা বলো না। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা অন্তরকে কঠিন করে দেয়। আর লোকদের মধ্যে আল্লাহর থেকে সবচেয়ে দূরে কঠিন হৃদয় ব্যক্তি।

তিরমিযী আর তিনি এটিকে গরীব বলেছেন, ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1896 - "يا حفصة إياك وكثرة الكلام، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تميت القلب وعليك بكثرة الكلام بذكر الله فإنه يحي القلب". (الديلمي عن حفصة) .

১৮৯৬- হে হাফসা! অধিক কথা বলা থেকে বেঁচে থাক। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা অন্তরকে মৃত করে দেয়। অতএব তোমার জন্য জরুরী হলো আল্লাহর যিকিরের সাথে অথিক কথা বলা (প্রয়োজন হলে), কেননা এটা (যিকির) অন্তরকে জীবিত রাখে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ হাফসা (রা)

1897 - "اذكروا الله حتى يقال أنكم مراؤون". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن عباس) .

১৮৯৭- আল্লাহর যিকির কর, এমনকি যেন বলা হয় তুমি রিয়াকার।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1898 - "أكثروا ذكر الله تعالى حتى يقول المنافقون: إنكم مراؤون". (ش حم في الزهد هب عن أبي الجوزاء مرسلا) .

১৮৯৮- এত অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির কর, যেন মুনাফিকরা বলে তুমি রিয়াকার।

ইবনে আবী শায়বাহ, আহমদ-আয যুহুদ, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবুল জাওযা- মুরসালরূপে

1899 - "إن خيار عباد الله من هذه الأمة الذين إذا رأوا ذكر الله وإن شرار هذه الأمة المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الباغون البراء العنت". (الخرائطي في مكارم الأخلاق من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري) .

১৮৯৯- এই উম্মতের উত্তম লোক তারা যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর এই উম্মতের নিকৃষ্ট লোক তারা- যারা চোগলখুরী করে, আপনজনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে, পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ সন্ধান করে।

খারায়েতী-মাকারিমুল আখলাক- রিওয়ায়াতঃ আবু মালিক আল আশআরী (রা)

1900 - "ألا أدلكم على خيار هذه الأمة، الذين إذا رآهم الناس ذكروا الله، وإذا ذكر الله عندهم أعانوا على ذكره". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن محمد بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس) وهذا إسناد واهي.

১৯০০- আমি কি তোমাদেরকে এই উম্মতের উত্তম লোকদের কথা বলব না? তারা হলো যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর যখন তাদের নিকট আল্লাহর যিকির করা হয় তখন তারা যিকিরের ব্যাপারে সাহায্যকারী হয়।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

ইসনাদটি দুর্বল

1901 - "أيها الناس ألا أنبئكم بخياركم، الذين إذا رؤوا ذكر الله، ألا أنبئكم بشراركم فإن شراركم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون البراء العنت". (حم طب عن أسماء بنت يزيد)

.

১৯০১- হে লোক সকল! আমি কি তোমাদেরকে এই উম্মতের উত্তম লোকদের নিদর্শন বলব না? তারা হলো ঐ সব লোক, যাদেরকে দেখলেই তোমাদের আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। আর আমি কি তোমাদেরকে মন্দ লোকদের নিদর্শন বলে দেব না? তারা হলো যারা চোগলখুরী করে, আপনজনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে, পূত-পবিত্র লোকদের প্রতি অপবাদ আরোপ করার সুযোগ সন্ধান করে।

মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আসমা বিনতে ইয়াযিদ

1902 - قال الله تعالى: "ألا إن أوليائي من عبادي، وأحبائي من خلقي، الذين يذكرون بذكري وأذكر بذكرهم". (الحكيم) (حل عن عمرو بن الجموح) .

১৯০২- আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে আমার বন্ধু, আমার সৃষ্টির মধ্যে আমার প্রিয়তর ব্যক্তি সে, যাকে আমার স্মরণের সাথে স্মরণ করা হয় আর যাকে স্মরণের সাথে আমাকে স্মরণ করা হয়।

হাকীম, আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আমর বিন আল জামুহ (রা)

1903 - "أن تمسي وتصبح ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل". (ابن النجار عن معاذ) قال: قلت يا رسول الله أي العمل خير وأقرب إلى الله وإلى رسوله؟ قال: فذكره.

১৯০৩- সকাল হোক কি সন্ধ্যা, সব সময় তোমাদের যবান আল্লাহর যিকির দ্বারা তরতাজা রাখ।

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

মুআয (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমলটি উত্তম এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের নিকটবর্তী? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত জওয়াব দেন।

1904 - "الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك". (ابن شاهين في الترغيب بالذكر عن أبي ذر)، (وأبو الشيخ في الثواب عن أبي الدرداء (ش) عنه موقوفا) .

১৯০৪- যারা আল্লাহর যিকির দ্বারা তাদের জিহ্বা তরতাজা রাখে, তারা হাসতে হাসতে জান্নাতে যাবে।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা), আবুশ শায়খ-আম মাওয়াব- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা), ইবনে আবী শাযবাহ তার থেকে-মাওকুফ সূত্রে

1905 - "ألا أخبركم بأفضل أهل الأرض عملا يوم القيامة؟ رجل يقول كل يوم مائة مرة مخلصا لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلا من زاد عليه". (الديلمي عن ابن مسعود) .

১৯০৫- আমি কি তোমাদেরকে বলব না যে, কিয়ামতের দিন যমীনবাসীদের মধ্যে কার আমল সবচেয়ে উত্তম হবে? সে ঐ ব্যক্তি যে প্রত্যেহ ৭০ বার ইখলাসের সাথে পাঠ করে- 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু।' তবে সে ব্যতীত যে এর চেয়ে বেশী পাঠ করে।

দায়লামী-রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1906 - "ألا أدلك على شيء هو أكثر من ذكرك الليل مع النهار، والنهار مع الليل؟ قل: الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملأ ما خلق، والحمد لله عدد ما في السموات والأرض، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملأ كل شيء، وسبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملأ ما خلق، وسبحان الله عدد ما في السموات والأرض، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه، وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملأ كل شيء، تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك".

(ن وابن خزيمة طب وسمويه وابن عساكر ص عن أبي أمامة طب عن أبي الدرداء) .

১৯০৬- তোমরা রাত-দিন এবং দিন-রাত আল্লাহর যিকির কর। আমি কি তোমাদেরকে এর চেয়েও বেশী আমলের কথা বলব না? তা হলো তোমরা এই কালিমা পাঠ কর- الحمد لله عدد ما خلق.....

নাসাঈ, ইবনে খুযায়মাহ, তাবরানী-কাবীর, সামুভিয়াহ, ইবনে আসাকির, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামাহ (রা), তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1907 - "قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به، قال يا موسى: قل لا إله إلا الله قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا قال: قل لا إله إلا الله قال: لا إله إلا أنت يا رب، إنما أريد شيئا تخصني به، قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهم لا إله إلا الله". (ع والحكيم حب ك حل ق في الأسماء عن أبي سعيد .

১৯০৭- মূসা (আ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন, পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন কোন কালিমা শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি অপনাকে স্মরণ করব এবং আপনার কাছে প্রার্থনা করব। আল্লাহ তাআলা বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। মূসা (আ) আরয করলেন, হে আল্লাহ! আপনার সব বান্দাই তো এটা বলে। আল্লাহ তাআলা বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলো। মূসা (আ) বললেন, নিশ্চয়ই আপনি ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তবে আমি তো এমন কিছু চাইছি যা বিশেষভাবে আমার জন্য নির্দিষ্ট করবেন। তখন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করলেন, হে মুসা! যদি সপ্ত আসমান এবং তার মধ্যে আমি ব্যতীত আর যা কিছু আছে এবং সপ্ত যমীন যদি এক পাল্লায় রাখা হয়, আর অপর পাল্লায় এই কালিমাকে রাখা হয় তবে 'লা ইলাহা ইল্লাহর' পাল্লাই অপর সবকিছু থেকে ভারী হয়ে যাবে।

আবু ইয়ালা, হাকীম, ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, আবু নুআইম-হিলইয়াহ, বায়হাকী-আল আসমা- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ আল খুদরী (রা)

**1908 - "ما من الذكر أفضل من لا إله إلا الله ولا من الدعاء أفضل من الاستغفار". (طب عن ابن عمر) .**

১৯০৮- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর থেকে উত্তম কোন যিকির নাই আর ইস্তিগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার চাইতে উত্তম কোন দুআ নাই।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**1909 - "ما من عبد يقول لا إله إلا الله والله أكبر إلا أعتق الله ربعه من النار، ولا يقولها اثنتين إلا أعتق الله شطره من النار، ولا يقولها أربعا إلا أعتقه الله من النار". (طب عن أبي الدرداء) .**

১৯০৯- যে বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার' বলে, আল্লাহ তাআলা তার এক চতুর্থাংশ প্রাণ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন। যে এই কালিমা দুইবার পাঠ করে আল্লাহ তাআলা তার অর্ধেক জান মুক্ত করেন। আর যে এই কালিমা চারবার বলে তাকে আল্লাহ পুরোপুরিভাবে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**1910 - "يا معاذ كم تذكر كل يوم؟ أتذكر عشرة آلاف مرة ألا أدلك على كلمات هن أهون عليك وأكثر من عشرة الآلاف وعشرة آلاف تقول : لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله ملأ سمواته لا إله إلا الله مثل ذلك معه والله أكبر مثل ذلك معه، والحمد لله مثل ذلك معه لا يحصيه ملك ولا غيره.**

**(ابن النجار عن أبي شبل عن جده وكان من الصحابة) .**

১৯১০- হে মুআয দিনে তুমি কতবার আল্লাহর যিকির কর? তুমি কি দিনে দশ হাজার বার আল্লাহর যিকির কর? আমি কি তোমাকে এর চেয়ে সহজ কালিমা বলব না, যা দশ হাজার এবং আরো দশহাজার থেকেও অধিক সওয়াব রাখে। তাহলো- لا إله إلا الله عدد خلقه .....

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ আবী শিব্‌ল আর তিনি তার দাদা থেকে যিনি রাসুলের সাহাবী ছিলেন

1911 - "يا معاذ ما لك لا تأتنا كل غداة؟ قال: يا رسول الله إني أسبح كل غداة سبعة آلاف تسبيحة قبل أن آتيك قال: ألا أعلمك كلمات هن أخف عليك وأثقل في الميزان ولا تحصيه الملائكة ولا أهل الأرض قال: قل لا إله إلا الله عدد رضاه لا إله إلا الله زنة عرشه لا إله إلا الله عدد خلقه لا إله إلا الله ملأ سمواته لا إله إلا الله ملأ أرضه، لا إله إلا الله ملأ ما بينهما". (ابن بركان والديلمي عن ابن مسعود) .

১৯১১- হে মুআয! কি ব্যাপার যে, তুমি প্রতিদিন ভোরে আমার নিকট আস না? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার নিকট হাজির হওয়ার পূর্বে প্রতিদিন ভোরে সাত হাজারবার আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করি। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম কালিমা বলবো না, যা মিযানে তার থেকেও বেশী ওযনদার হবে, যার সওয়াব না ফেরেশতারা গণনা করতে পারবে, আর না যমীনবাসীরা। তুমি বলো- لا إله إلا الله عدد رضاه ...

ইবনে যুরেফান, দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1912 - "اذكروا الله عند كل شجر وحجر". (حم في الزهد عن عطاء بن يسار مرسلا) .

১৯১২- প্রত্যেক গাছ ও গুহার নিকট আল্লাহর যিকির কর।

আহমদ-আয যুহুদ- রিওয়ায়াতঃ আতা ইবনে ইয়াসার- মুরসালরুপে

1913 - "اذكر الله حيثما كنت وخالق الناس بخلق حسن واتبع السيئه الحسنة تمحها". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أبي ذر) .

১৯১৩- তুমি যেখানেই থাক আল্লাহর যিকির কর। মানুষের সাথে উত্তম চরিত্র নিয়ে মেলামেশা কর। যখন কোন মন্দকাজ হয়ে যায়, তখন তার পরে কোন নেক কাজ কর যাতে ঐ নেককাজ মন্দকাজকে দূর করে দেয়।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

1914 - "اذكروا الله عباد الله، فإن العبد إذا قال: سبحان الله وبحمده كتبت له بها عشر ومن عشر إلى مائة ومن مائة إلى ألف ومن زاد زاده الله، ومن استغفر الله غفر الله له". (ابن شاهين عن ابن عمر) ورواه (خط) وزاد، ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه ومن أعان

على خصومة بغير علم فقد باء بسخط من الله، ومن قذف مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج ومن مات وعليه دين اقتص من حسناته ليس ثم درهم ولا دينار. (خط عن ابن عمر)

১৯১৪- হে আল্লাহর বান্দারা আল্লাহর যিকির করতে থাক। কেননা বান্দা যখন 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' বলে তখন তার জন্য দশটি নেকী লিখে দেয়া হয়। দশবার পাঠ করলে একশত নেকী লিখে দেয়া হয়। একশতবার পাঠ করলে হাজার নেকী লিখে দেয়া হয়। যে আরো বেশী করে আল্লাহ তার প্রতিদানও আরো করেন। আর যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চায় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

ইবনে শাহীন- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

খতীব তার তারীখে আরো বৃদ্ধি করে বর্ণনা করেন- যার সুপারিশ আল্লাহর হদ প্রকাশে বাঁধা হয়, সে আল্লাহর রাজ্যে আল্লাহর সাথে বিদ্বেষ ও দুশমনী করে। আর যে বক্তি কোন মামলা বা ঝগড়ায় না জেনে বুঝে সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা করে, সে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ক্রয় করে। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমান নর অথবা নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে জাহান্নামীদের রক্ত ও পুঁজে ভরপুর উপত্যকায় কয়েদ করবেন, যে পর্যন্ত না সে তার থেকে (অপবাদ আরোপের বোঝামুক্ত হয়ে) বেরিয়ে আসে। আর যে ব্যক্তি ঋনের বোঝা নিয়ে মারা যায়, তার নেকীসমূহ থেকে তার বদলা নেয়া হবে। কারণ সেখানে দীনার ও দিরহাম হবে না।

খতীব-ইবনে উমর (রা)

1915 - قال الله تعالى: "يا ابن آدم إنك ما ذكرتني شكرتني، وما نسيتني كفرتني" (ابن شاهين في الترغيب في الذكر والخطيب والديلمي وابن عساكر عن أبي هريرة وفيه المعلى بن الفضل له مناكير)

.

১৯১৫- মহিয়ান গরিয়ান আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! যখন তুমি আমার যিকির কর, তখন প্রকৃতপক্ষে আমার কৃতজ্ঞতা আদায় কর। আর যখন তুমি আমাকে বিস্মৃত হও, তখন তুমি আমার অকৃতজ্ঞতায় পতিত হও।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির, খতীব, দায়লামী, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

এই রিওয়াযাতের একজন বর্ণনাকারী المعلى بن الفضل যার হাদীস মুনকার ও অগ্রহণযোগ্য।

1916 - قال إبليس: "يا رب كل خلقك قد سببت أرزاقهم فما رزقي قال: كل ما لم يذكر عليه اسمي". (أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس) .

১৯১৬- ইবলিস বললো, হে পরওয়ারদেগার! তুমি সব মাখলুকের রিযিক নির্ধারণ করেছ, কিন্তু আমার রিযিক কি? আল্লাহ তাআলা বললেন, যে বস্তুর উপর আমার নাম নেয়া হবে না, ওটাই তোর রিযিক।

আবুশ শায়খ-আল আযমাহ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1917 - قال إبليس: "يا رب ليس أحد من خلقك إلا جعلت لهم رزقا ومعيشة، فما رزقي؟ قال: ما لم يذكر عليه اسمي". (حل عن ابن عباس) .

১৯১৭- ইবলিস বললো, হে পরওয়ারদেগার! তুমি সকল মাখলুকের রিযিক ও জীবন-জীবিকা নির্ধারণ করেছ, কিন্তু আমার রিযিক কি? আল্লাহ তাআলা বললেন, যে বস্তুর উপর আমার নাম নেয়া হয়নি ওটাই তোর রিযিক।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1918 - "ما صيد مصيد إلا بنقص من التسبيح إلا أنبت الله نابه وإلا وكل ملكا يحصي به حتى يأتي به يوم القيامة ولا عضد من شجرة إلا بنقص في التسبيح وما دخل على امرئ مكروه إلا بذنب وما عفا الله عنه أكثر"، (ابن عساكر عن أبي بكر الصديق وعمر معا، قال: هذا حديث منكر وفي الإسناد ضعيفان ومجهولان) .

১৯১৮- কোন শিকার কেবল শিকার হয় এ কারণে যে, আল্লাহর যিকিরে তার স্বল্পতা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এর স্থলে অপর কাউকে সৃষ্টি করে দেন এবং একজন ফেরেশতা নির্ধারণ করে দেন, যে তার হিফাযত করে। এমনকি কিয়ামত পর্যন্ত (এভাবে চলতে থাকে)। এমনিভাবে কোন গাছও তখন কাটা পড়ে যখন আল্লাহর যিকিরে তার স্বল্পতা আসে। আর কোন ব্যক্তি অপছন্দনীয় বিষয়ের সম্মুখীন তখনই হয় যখন তার দ্বারা কোন গুনাহ সংঘটিত হয়। আর যেসব গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন তার সংখ্যা অনেক বেশী।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু বকর সিদ্দীক ও উমর (রা)

ইমাম সুয়ূতী (রহ) বলেন- এই হাদীস মুনকার বা পরিত্যাজ্য। এর দুজন বর্ণনাকারী একেবারেই যয়ীফ ও মাজহুল।

1919 - "ما صيد صيد ولا قطعت شجرة إلا بتضييع التسبيح وكل شيء من الخلق يسبح حتى يتغير عن الخلقة التي خلقه الله، وإن كنتم تسمعون بعض حدثكم فإنما هو تسبيح". (أبو نعيم عن أبي هريرة) .

১৯১৯- কোন শিকার শিকার হয় না, কোন গাছ কাটা যায় না শুধুমাত্র আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করা ছাড়া। আর প্রত্যেক মাখলুক আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। এমনকি এর

কারণে আল্লাহর সৃষ্ট বিধানও (ভাগ্য) পরিবর্তন হয়ে যায়। কখনও তোমরা বিভিন্ন বিষয় শুনে থাক, তাই তাসবীহ।

আবু নুআইম- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা) ১৯২০

1920 - "ما صيد صيد ولا عضدت عضاة ولا قطعت شجرة إلا بقلة التسبيح". (ابن راهويه عن أبي بكر) وسنده ضعيف جدا.

১৯২০- কোন শিকার শিকার হয় না, কোন ডাল কাটা হয় না এবং কোন গাছ কাটা যায় না শুধুমাত্র তাসবীহ পাঠের স্বল্পতা ছাড়া।

ইবনে রাওয়াইহ- রিওয়ায়াতঃ আবু বকরা (রা)

এই রিওয়ায়াতের সনদ সীমাহিন যয়ীফ

1921 - "آجال البهائم كلها من القمل، والبراغيث والجراد والخيل والبغال كلها والبقر وغيره، آجالها في التسبيح، فإذا انقضى تسبيحها قبض الله أرواحها وليس إلى ملك الموت من ذلك شيء." (عق وأبو الشيخ عن أنس) قال عق ولا أصل له وأورده ابن الجوزي في الموضوعات.

১৯২১- সমস্ত প্রাণী চাই তা উকুন, মাছি, টিড্ডি, ঘোড়া, খচ্চর, গাভী ইত্যাদি সব প্রাণীর মৃত্যু তার তাসবীহ অনুযায়ী হয়। যখন তাদের তাসবীহ শেষ হয়ে যায় তখন তাদের রূহ সমূহ আল্লাহ কবয করে নেন। এর মধ্যে মালাকুল মউত এর কোন দখল নেই।

উকাইলী-আয যুআফা, আবুশ শায়খ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

উকাইলী (রহ) বলেন, এই রিওয়ায়াত প্রমাণিত উসূলের বিপরীত। আর আল্লামা জাওযী (রহ) একে আল মাউযুআত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

1922 - "ما من بقعة يذكر الله فيها إلا استبشرت بذكر الله إلى منتهاها من سبع أرضين وفخرت على ما حولها من البقاع، وما من مؤمن يقوم بفلاة من الأرض إلا تزخرفت به الأرض". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أنس) وفيه بن موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي ضعيفان.

১৯২২- যমীনের যেই অংশেই আল্লাহর নাম নেয়া হয়, যমীনের ঐ অংশই আল্লাহর যিকিরের কারণে সাত যমীন থেকে নিয়ে নিজের চূড়ান্ত সীমা পর্যন্ত খুশী হয়ে যায় এবং যমীনের অপর অংশের উপর গর্ব প্রকাশ করে। আর যখন কোন মুমিন বান্দা যমীনের কোন অংশকে নামাযের জন্য নির্বাচন করে, তখন তার জন্য ঐ যমীনকে সজ্জিত করা হয়।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

এই রিওয়ায়াত এ ইবনে মূসা বিন উবায়দাহ আর রাবযী, ইয়াযিদ রাক্কাশী থেকে বর্ণনা করেন। আর এই দুজন বর্ণনাকারী যয়ীফ।

1923 - "مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت". (حم م حب عن يزيد عن أبي بردة عن أبي موسى) .

১৯২৩- যে ঘরে আল্লাহর নাম নেয়া হয়, আর যে ঘরে আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, তার দৃষ্টান্ত জীবিত ও মৃতের ন্যায়।

মুসনাদ আহমদ, মুসলিম, ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ ইয়াযিদ, তিনি আবু বুরদাহ থেকে আর তিনি আবু মুসা (রা) থেকে

1924 - "من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن، ومن عصى الله فلم يذكره وإن كثرت صلاته وصيامه وتلاوته للقرآن". (الحسن بن سفيان طب وابن عساكر عن واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (ص هب عن ابن أبي عمران مرسلا) .

১৯২৪- যে আল্লাহর আনুগত্য করলো সে আল্লাহকে স্মরণ করল। চাই তার নামায ও তিলাওয়াত কম হোক না কেন। আর যে আল্লাহর যিকির ছেড়ে দিল সে আল্লাহর নাফরমানী করল, চাই তার নামায ও তিলাওয়াত যতই বেশী হোক না কেন।

হাসান বিন সুফিয়ান, তাবরানী-কাবীর, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ রাসুলুল্লাহ (সা) এর খাদিম ওয়াকিদ (রা) থেকে, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আবী ইমরান থেকে মুরসালরুপে।

1925 - "من أكثر من ذكر الله فقد برئ من النفاق". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أبي هريرة) ورجاله ثقات.

১৯২৫- যে অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করল, সে নিফাক থেকে মুক্ত হয়ে গেল।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

এই রিওয়ায়াত এর বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

1926 - "من علامة حب الله ذكر الله، ومن علامة بغض الله بغض ذكر الله". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن أنس وهو ضعيف) .

১৯২৬- আল্লাহর মহব্বতের নিদর্শন হলো আল্লাহর যিকিরের প্রতি মহব্বত, আর আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষের আলামত হলো তার যিকিরের প্রতি বিদ্বেষ।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

রিওয়ায়াতটি যয়ীফ

1927 - "لا تزال مصليا قانتا ما ذكرت الله قائما وقاعدا أو في سوقك أو في ناديك أو حيثما كنت". (هب عن يحيى بن أبي كثير) مرسلا.

১৯২৭- যে পর্যন্ত তুমি আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে সে পর্যন্ত তুমি (যেন) নামায ও ইবাদতে মশগুল রইলে। চাই তুমি দাড়ান থাক অথবা বসা, অথবা বাজারে অথবা মজলিসে, অথবা যেখানেই থাক না কেন।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর- মুরসালরুপে

1928 - "يا نساء المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة، واعقدن بالأنامل فإنها مسؤلات مستنطقات(حم وابن سعد طب عن هانئ بن عفان عن أمه حميضة بنت ياسر عن جدتها يسيرة) .

১৯২৮- হে ইমানদারদের স্ত্রী, তোমাদের উপর তাহলীল, তাসবীহ এবং তাকদীস অত্যাবশ্যক। আর গাফলতে পতিত হয়ো না, আর না হয় (আল্লাহর) রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। আর আঙ্গুলের কড়া দিয়ে গণনা কর। কেননা এই অঙ্গগুলো থেকে প্রশ্ন করা হবে আর এরা কথা বলবে।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে সাদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ হানী বিন আফফান, তিনি তার মাতা হামীযাহ বিনতে ইয়াসির আর তিনি তার দাদা ইয়াসিরাহ থেকে

1929 - "يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظة على الذي تسمعه سبعين ضعفا". (ابن أبي الدنيا هب وضعفه عن عائشة) .

১৯২৯- ঐ যিকির যা নিগাহবান ফেরেশতারাও শুনতে পায় না, তা ঐ যিকির হতে সত্তর গুণ বেশী মর্যাদা রাখে, যা ঐ ফেরেশতারা শুনতে পায়।

ইবনে আবিদ দুনইয়া, বায়হাকী-শুআবুল ইমান আর তিনি এটাকে যয়ীফ বলেছেন- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

1930 - يقول الله تعالى: "أخرجوا من النار من ذكرني أو خافني في مقام". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر هب عن أنس) وفيه مبارك بن فضالة وثقه جماعة وضعفه (ن) .

১৯৩০- আল্লাহ তাআলা বলবেন, জাহান্নাম থেকে ঐ ব্যক্তিকে বের কর, যে আমাকে কখনও স্মরণ করেছে অথবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে।

ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

এই রিওয়ায়াত এ একজন রাবী মুবারক বিন ফাযালাহ যাকে একদল বিশ্বস্ত বলেছেন আর অপর এক দল যয়ীফ বলেছেন।

1931 - يقول الرب عز وجل: "يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم قيل ومن أهل الكرم يا رسول الله، قال: أهل مجالس الذكر في المساجد".

(حم ع ص حب وابن شاهين في الترغيب في الذكر هب وأبي سعيد) .

১৯৩১- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, খুব শীঘ্রই আহলে করম এর দলদের জ্ঞান হয়ে যাবে। জিজ্ঞাসা করা হলো আহলে করম কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললন, মসজীদে আল্লাহর যিকিরকারীগণ।

মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর, সহিহ ইবনে হিব্বোন, ইবনে শাহীন-আত তারগীব ও আয যিকির, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

1932 - "ما كنتم تقولون فإني رأيت الرحمه تنزل عليكم فأحببت أن أشارككم فيها".

(ك عن سلمان) أنه كان في عصابة يذكرون الله تعالى فمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.

১৯৩২- তোমরা কি কথাবার্তা বলছিলে? আমি দেখলাম তোমাদের উপর রহমত নাযিল হচ্ছে। তখন আমারও ইচ্ছা হলো যে, আমি তোমাদের সাথে অন্তর্ভুত হয়ে যাই।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ সালমান (রা)

সাহাবীদের এক জামাআত একত্রিত হয়ে আল্লাহর যিকির করছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) সেদিক দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত ইরশাদ করেন।

*الباب الثاني: في أسماء الله الحسنى*

# ২য় অধ্যায়ঃ আল আসমাউল্লাহুল হুসনা (আল্লাহর সুন্দর নাম সমূহ)

**1933 - "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة". (ق ت هـ عن أبي هريرة) (ابن عساكر عن عمر) .**

১৯৩৩- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। অর্থাৎ এক কম একশত। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা), ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ উমর (রা)

**1934 - "إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر". (ق عن أبي هريرة) .**

১৯৩৪- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। অর্থাৎ এক কম একশত। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ তাআলা বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন।

বুখারী-মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1935 - "إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما، مائة غير واحد، وإنه وتر يحب الوتر، وما من عبد يدعو بها إلا وجبت له الجنة". (حل عن علي) .**

১৯৩৫- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। অর্থাৎ এক কম একশত। আল্লাহ তাআলা বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। আর যে বান্দা এগুলোর সাথে আল্লাহকে ডাকবে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজীব।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

**1936 - " إن لله مائة اسم غير اسم من دعا بها استجاب الله له". (ابن مردويه عن أبي هريرة) .**

১৯৩৬- আল্লাহ তাআলার এক কম ১০০টি নাম রয়েছে। যে তার সাথে দুআ করবে, আল্লাহ তাআলা তা কবুল করবেন।

ইবনে মারদুবিয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1937 - "إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير**

**الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي الميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد (الأحد –) الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب (المنعم) المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع (المعطي) المانع الضار النافع الغني المغني النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور". (ت حب ك هب عن أبي هريرة) .**

১৯৩৭- আল্লাহ তাআলার ৯৯ টি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আর তা হলো-) **هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم .....**

তিরমিযী, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1938 - "إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها كلها دخل الجنة أسأل الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الحكيم العليم السميع البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور المجيد المبدي المعيد النور الهادي الأول الآخر الظاهر الباطن الغفور الوهاب الفرد الأحد الصمد الوكيل الكافي الباقي الحميد المقيت الدائم المتعالي ذو الجلال والإكرام الولي النصير الحق المبين المنيب الباعث المجيب المحيي المميت الجميل الصادق الحفيظ المحيط الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الوتر الفاطر الرزاق العلام العلي العظيم الغني المليك المقتدر الأكرم الرؤوف المدبر المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول والمعارج ذو الفضل الخلاق الكفيل الجليل". (ك أبو الشيخ وابن مردويه معا في التفسير وأبو نعيم في الأسماء الحسنى عن أبي هريرة) .**

১৯৩৮- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আর তা হলো-) **أسأل الله الرحمن الرحيم.....**

হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, আবুশ শায়খ ও ইবনে মারদুবিয়াহ তাদের তাফসীরে, আবু নুআইম-আল আসমাউল হুসনা- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1939 - "إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا، إنه وتر يحب الوتر من حفظها دخل الجنة، الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن الخالق البارئ المصور الملك الحق السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم اللطيف الخبير السميع البصير العليم العظيم البار المتعالي الجليل الحي القيوم القادر القاهر العلي الحكيم القريب المجيب الغني الوهاب الودود الشكور الماجد الواجد الوالي الراشد العفو الغفور الحليم الكريم التواب المجيد الولي الشهيد المبين البرهان الرؤوف الرحيم المبدئ المعيد الباعث الوارث القوي الشديد الضار النافع الباقي والوافي الخافض الرافع القابض الباسط المعز المذل المقسط الرزاق ذو القوة المتين القائم الحافظ الوكيل الباطن**

السامع المعطي المحي المميت المانع الجامع الهادي الكافي الأبد العالم الصادق النور المنير التام القديم الوتر الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد". (هـ عن أبي هريرة) .

১৯৩৯- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। অর্থাৎ এক কম একশত। আল্লাহ তাআলা বেজোড় আর তিনি বেজোড়কে পছন্দ করেন। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (আর তা হলো-) الواحد الصمد الأول الآخر الظاهر الباطن...

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

## الإكمال

1940 - "إن لله تسعة وتسعين اسما، كلهن في القرآن من احصاها دخل الجنة". (ابن جرير عن أبي هريرة) .

১৯৪০- আল্লাহর ৯৯ টি নাম রয়েছে। পুরো কুরআনে রয়েছে। যে তা স্মরণ রাখবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইবনে জারীর- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

فصل في اسم الله الأعظم

## অনুচ্ছেদঃ ইসমে আযম

1941 - "اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: {وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ} وفاتحة آل عمران {آلم اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} . (حم د ت هـ عن اسماء بنت يزيد) .

১৯৪১- আল্লাহর ইসমে আযম এই দুই আয়াতের মধ্যে রয়েছে-

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ এবং آلم اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা)

1942 - "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في ثلاث سور في القرآن في البقرة وآل عمران وطه". (هـ ك طب عن أبي أمامة) .

১৯৪২- আল্লাহর ইসমে আযম- যার দ্বারা দুআ করলে দুআ কবুল হয়। তা কুরআনের তিন স্থানে রয়েছে। সুরা আল বাকারা, সূরা আল ইমরান এবং সূরা ত্বাহায়।

ইবনে মাজাহ, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামাহ (রা)

1943 - "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في هذه الآية{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} الآية. (طب عن ابن عباس) .

১৯৪৩- আল্লাহর ইসমে আযম- যার মাধ্যমে দুআ কবুল হয়, তা এই আয়াতে রয়েছে- {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ} الآية

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1944 - "اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى دعوة يونس بن متى". (ابن جرير عن سعد) .

১৯৪৪- আল্লাহর ইসমে আযম- যার মাধ্যমে দুআ কবুল হয় আর কিছু চাইলে প্রদান করা হয়, তা হলো ইউনূস ইবনে মাত্তা (আ) এর দুআ।

ইবনে জারীর- রিওয়ায়াতঃ সাদ (রা)

1945 - "اسم الله الأعظم في ستة آيات من آخر سورة الحشر". (فر عن ابن عباس) .

১৯৪৫- আল্লাহর ইসমে আযম হলো সূরা আল হাশরের শেষ ছয় আয়াত।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1946 - "يا عائشة هل علمت أن الله دلني على الإسم الذي إذا دعي به أجاب، قالت: إياه، قال: إنه لا ينبغي لك يا عائشة". (هـ عن عائشة) .

১৯৪৬- হে আয়িশা! তুমি কি জান না যে, আল্লাহ তাআলা আমাকে ঐ ইসম শিক্ষা দিয়েছেন যার দ্বারা যখনই দুআ করা হয় তখন দুআ কবুল হয়। আয়িশা (রা) আরয করলেন, ওটি কোনটি? তিনি (সা) বললেন, ওটা তোমার জন্য উপযুক্ত নয়।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

الإكمال

1947 - " هل أدلكم على اسم الله الأعظم، دعاء يونس، فقال رجل: يا رسول الله هل كانت ليونس خاصة؟ قال: ألا تسمع قوله عز وجل: {وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ} . فأيما مسلم دعا بها في مرضه أربعين مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد وإن برئ برئ مغفورا له". (ك عن سعد) .

১৯৪৭- আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর ইসমে আযম এর কথা বলবো না? তা হলো ইউনূস (আ)- এর দুআ। এক ব্যক্তি আরয করলো- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কি শুধু ইউনূস (আ) এর জন্য নির্দিষ্ট? তিনি (সা) বললেন, তুমি কি এ ব্যাপারে কুরআনের আয়াত শোননি?

وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ

আমি ইউনূসকে মুক্তি দিলাম আর এভাবে আমি মুমিনদেরকে নাজাত দিয়ে থাকি।- [সূরা আম্বিয়া ৮৮]

আর যে মুসলমানই তার অসুস্থতার সময় এই দুআ ৪০ বার পাঠ করবে আর ঐ রোগেই যদি সে মারা যায় তবে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে। আর যদি সুস্থ হয় তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ সাদ (রা)

1948 - "لقد دعا الله باسمه الأعظم، الذي سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب". (ش حم د ت ن هـ حب ك ص عن أنس) قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: "اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال: فذكره.

১৯৪৮- সে আল্লাহর ইসমে আযমের সাথে দুআ করেছে। যার মাধ্যমে যা চাওয়া হয় তা প্রদান করা হয় আর যে দুআ করা হয় তা কবুল করা হয়।

ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

নবী (সা) এক ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনেন- "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তুমিই তো সকল প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি একক, তোমার কোন শরীক নেই। তুমি দয়াশীল। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহান সম্রাট ও সবোর্চ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।" এটা শুনে নবী (সা) উক্ত হাদীস ইরশাদ করেন।

**1949 - "لقد سالت الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطى وإذا دعي به أجاب". (ش هـ حب ك عن بريدة) قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: "اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد قال: فذكره".**

১৯৪৯- তুমি আল্লাহর নিকট ইসমে আযমের মাধ্যমে দুআ করেছ। যার মাধ্যমে কিছু চাওয়া হয় তো প্রদান করা হয় আর যখন দুআ করা হয় তখন তা কবুল করা হয়।

ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে মাজাহ, মহিহ ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ বুরায়দাহ (রা)

নবী (সা) এক ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনেন- "হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এই বিশ্বাসে প্রার্থনা করছি যে, তুমিই একমাত্র আল্লাহ, তুমি একক সত্তা, স্বয়ংসম্পূর্ণ- যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।" এটা শুনে নবী (সা) উক্ত হাদীস ইরশাদ করেন।

**1950 - "والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى". (حم ن حب عن أنس) قال: " سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، قال: فذكره".**

১৯৫০- কসম ঐ সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ! তুমি আল্লাহর ইসমে আযমের মাধ্যমে দুআ করেছ। যার মাধ্যমে যখন দুআ করা হয়, তখন কবুল করা হয়। আর যখন কিছু চাওয়া হয় তখন কবুল করা হয়।

মুসনাদ আহমদ, নাসাঈ, মহিহ ইবন হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

নবী (সা) এক ব্যক্তিকে এই দুআ করতে শুনেন-"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি। তুমিই তো সকল প্রশংসার মালিক, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমি অসীম দয়ালু, দয়াশীল। তুমিই আকাশসমূহ ও পৃথিবীর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা! হে মহান সম্রাট ও সবোর্চ্চ মর্যাদার অধিকারী, হে চিরঞ্জীব, হে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।" এটা শুনে নবী (সা) উক্ত হাদীস ইরশাদ করেন।

الباب الثالث في الحوقلة

# ৩য় অধ্যায়ঃ হাওকালাহ (লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)

1951 - " ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة، تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله: أسلم عبدي واستسلم. (ك عن أبي هريرة) .

১৯৫১- আমি কি তোমাদেরকে ঐ কালিমা বলব না, যা আরশের নিম্নস্থ জান্নাতের খাযানাহ হতে এসেছে। এটা হলো এই যে, তোমরা বলো- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'। বান্দা যখন এই কালিমা বলে, তখন আল্লাহ তাআলা বলে, আমার বান্দা আমার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে এবং আমার সামনে নিজের মাথা ঝুঁকিয়ে দিয়েছে।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1952 - "ألا أدلك على باب من أبواب الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله". (حم ت ك عن قيس بن سعد بن عبادة) .

১৯৫২- আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজাসমূহের একটি দরজার কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ কায়স বিন সাদ ইবনে উবাদাহ

1953 - "استكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضرر أدناها الهم". (عق عن جابر) .

১৯৫৩- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ করো। কেননা এটি ৯৯টি অনিষ্ট ও ক্ষতির দরজা বন্ধ করে দেয়, তন্মধ্যে নিম্নতম হলো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

উকায়লী-আয যুআফা- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1954 - "كلام أهل السموات لا حول ولا قوة إلا بالله". (خط عن أنس) .

১৯৫৪- আসমানবাসীদের কথা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

খতীব-আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

1955 - "من أنعم الله عليه نعمة فأراد بقاءها فليكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن عقبة بن عامر)

১৯৫৫- যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নিআমত লাভ করেছে আর সে চায় যে এটি স্থায়ী হোক, তবে সে যেন 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ করে।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ উকবাহ ইবন আমীর (রা)

**1956 - "لا حول ولا قوة إلا بالله دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم". (ابن أبي الدنيا في الفرج عن أبي هريرة) .**

১৯৫৬- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ৯৯ টি রোগের ওষুধ, তন্মধ্যে সহজটি হলো দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

ইবনে আবিদ দুনইয়া-আল ফারয- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1957 - "أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة". (عد ع طب عن أبي أيوب) .**

১৯৫৭- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ কর। কেননা তা হলো জান্নাতের খাযানাহ বা ভাণ্ডার।

ইবনে আদী-আল কামিল, মুসনাদ আবু ইয়ালা, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু আইয়ুব (রা)

**1958 - "أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة". (عد عن أبي هريرة) .**

১৯৫৮- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ কর, কেননা তা হলো জান্নাতের ভাণ্ডার।

ইবনে আদী-আল কামিল- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**1959 - "أكثروا من غرس الجنة فإنها عذب ماؤها طيب ترابها، فأكثروا من غراسها لا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن ابن عمر) .**

১৯৫৯- বেশী করে জান্নাতে গাছ রোপণ কর। কেননা তার পানি সুমিষ্ট এবং মাটি উৎকৃষ্ট। অতএব 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশি করে পাঠ করে সেথায় গাছ রোপণ কর।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**1960 - "ألا أخبركم بتفسير قول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله، إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله هكذا أخبرني جبريل يا ابن أم عبد". (ابن النجار عن ابن مسعود) .**

১৯৬০- আমি কি তোমাদেরকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'-এর তাফসীর বলব না? তা হলো- 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য ও নেক আমল করার কোন শক্তি নেই।' আমাকে জিবরাইল (আ) এটাই বলেছেন, হে ইবনে উম্মে আব্দ।

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1961 - "أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع تسعة وتسعين بابا من الضر أدناها الهم". (طس عن جابر)

১৯৬১- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ কর। কেননা এটি ৯৯টি অনিষ্ট ও ক্ষতির দরজা বন্ধ করে দেয়, যার সর্বনিম্ন হলো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা-পেরেশানী।

তাবরানী-আউসাত- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1962 - "أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة ومن أكثر منه نظر الله إليه ومن نظر الله إليه فقد أصاب خير الدنيا والآخرة". (ابن عساكر عن أبي بكر) .

১৯৬২- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ কর। কেননা তা হলো জান্নাতের ভাণ্ডার। আর যে তা বেশী করে পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দিবেন। আর যার প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টি দিবেন, তার উভয় জগতের কল্যাণ নসীব হবে।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু বকর (রা)

1963 - "ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر". (حم ت عن ابن عمر) .

১৯৬৩- সমগ্র ধরণীতে এমন কোন বান্দা নেই, যে বলে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' আর তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে না দেয়া হয়, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

1964 - "يا أبا ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله". (حم ت ن هـ حب عن أبي ذر) .

১৯৬৪- হে আবু যার! আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার এর কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজাহ, সহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

1965 - "يا حازم أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنوز الجنة". (هـ عن حازم بن حرملة الأسلمي

১৯৬৫- হে হাযম! 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বেশী করে পাঠ কর। কেননা তা হলো জান্নাতের ভাণ্ডার।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ হাযম বিন হারমালাহ আল আসলামী (রা)

1966 - "يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله". (حم ق (عن أبي موسى)) .

১৯৬৬- হে আব্দুল্লাহ ইবনে কুবাইস! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমার কথা বলব না? যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্য হতে একটি ভাণ্ডার। তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

মুসনাদ আহমদ, বুখারী-মুসলিম, রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

الإكمال

1967 - "أكثروا من ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها تدفع عن قائلها تسعة وتسعين بابا من الضر أدناها الهم". (طس عن جابر) .

১৯৬৭- বেশী করে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহর' যিকির কর। কেননা তা নিজের পাঠকারী থেকে ৯৯টি অনিষ্ট ও ক্ষতির দরজা বন্ধ করে দেয়। যার সর্বনিম্ন হলো দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

তাবরানী-আউসাত- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1968 - "إن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، تدفع عن قائلها تسعا وتسعين بابا أدناها الهم". (ابن عساكر عن ابن عباس) .

১৯৬৮- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ নিজের পাঠকারী থেকে ৯৯টি মুসীবতের দরজা বন্ধ করে দেয়। যার সর্বনিম্ন হলো দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

1969 - "من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كان دواء من تسعة وتسعين داء أيسرها الهم". (ك عن أبي هريرة)

১৯৬৯- যে ব্যক্তি 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বললো, তা হলো তার জন্য ৯৯টি রোগের ওষুধ। যার সর্বনিম্ন হলো কষ্ট ও যাতনা।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1970 - "أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنه كنز من كنوز الجنة، وإن فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أولها الهم". (ميسرة بن علي في مشيخته عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)

১৯৭০- বেশী করে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ কর। কেননা তা হলো জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের মধ্য হতে একটি ভাণ্ডার। আর এর মধ্যে ৯৯টি রোগের ওষুধ আছে। যার মধ্যে প্রথমটি হলো কষ্ট ও যাতনা।

মায়সারাহ বিন আলী তার মাশায়েখদের মাধ্যমে বহয বিন হাকীম- তিনি তার পিতা আর তিনি তার দাদা থেকে

**1971 - "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، من قالها أذهب الله عنه سبعين بابا من الشر أدناهم الهم. " (طب وابن عساكر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده).**

১৯৭১- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার। যে তা পাঠ করবে আল্লাহ তার সত্তরটি অনিষ্ট দূর করে দিবেন। যার সর্বনিম্ন হলো দুঃখ-দুশ্চিন্তা।

তাবরানী-কাবীর, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ বহয বিন হাকীম- তিনি তার পিতা আর তিনি তার দাদা থেকে

**1972 - "إن الله عز وجل ليصدق عبده إذا قال لا إله إلا الله، وإذا قال لا إله إلا الله، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله لم تمسه نار". (ك في تاريخه وإسمعيل بن عبد الغافر الفارسي في الأربعين والديلمي عن أبي هريرة).**

১৯৭২- যখন বান্দা 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলে, তখন আল্লাহ তার সত্যায়ন করে বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে। আর যখন বান্দা 'লা ইলাহা লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে তখন তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না।

হাকীম-আত তারীখ, ইসমাঈল বিন আব্দুল গফুর আল ফারিসী-আল আরবাঈন, দায়লামী- রিওয়ায়াত- আবু হুরায়রা (রা)

**1973 - "ألا أدلك على باب من الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله". (حم ت) حسن صحيح وابن سعد (ك) طب هب عن قيس بن سعد بن عبادة) (حم) عن معاذ) .**

১৯৭৩- আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজার কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী আর তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান সহিহ, ইবনে সাদ, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, তাবরানী-কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ কায়স বিন সাদ বিন উবাদাহ; মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

**1974 - "لما أسري بي مررت بإبراهيم فقال لجبرئيل من هذا فرحب بي وسلم علي وقال: مر أمتك يكثروا من غراس الجنة، فإن تربها (في المنتخب تربتها) طيبة وأرضها واسعة، قلت وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله". (هب عن أبي أيوب) .**

১৯৭৪- যখন আমাকে আসমানের দিকে ভ্রমণ করানো হয়, তখন ইবারাহীম (আ) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম হয়। তখন তিনি জিবরাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইনি কে? আর আমাকে মারহাবা ও সালাম বললেন। আর বললেন, আপনার উম্মতকে বলে দিবেন যে,

জান্নাতে বেশী করে গাছ লাগাতে। কেননা এর মাটি খুব উৎকৃষ্ট আর যমীন প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম জান্নাতের গাছ কি? তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু আইয়ুব (রা)

**1975 - "ليلة أسري بي مررت بإبراهيم فقال: يا جبرئيل من هذا معك؟ قال: هذا محمد فسلم علي ورحب بي وقال: مر أمتك أن يكثروا من غرس الجنة فإن تربها (2) طيبة وأرضها واسعة، قلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله". (حم ع) حب طب (ص عن) (أبي أيوب) .**

১৯৭৫- মিরাজের রাতে যখন আমাকে আসমানের দিকে ভ্রমণ করানো হলো তখন ইবারাহীম (আ) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম হয়। তখন তিনি জিবরাইল (আ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, হে জিবরাইল! তোমার সাথে ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি মুহাম্মদ (সা)। ইবরাহিম (আ) বললেন, মারহাবা এবং আমাকে সালাম করলেন। আর বললেন, আপনার উম্মতকে বলে দিবেন যে, জান্নাতে বেশী করে গাছ লাগাতে। কেননা এর মাটি খুব উৎকৃষ্ট আর যমীন প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম জান্নাতের গাছ কি? তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, মহিহ ইবনে হিব্বোন, তাবরানী-কাবীর, মুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আবু আইয়ুব (রা)

**1976 - "مررت ليلة أسري بي على إبراهيم فقال: لجبرئيل من معك؟ قال: هذا محمد، فقال: يا محمد مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربها طيبة وأرضها واسعة قلت: وما غراس الجنة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله". (حب عن أبي أيوب) .**

১৯৭৬- যেই রাতে আমাকে (আসমানে) ভ্রমণ করানো হয়, সে সময় ইবারাহীম (আ) এর পাশ দিয়ে অতিক্রম হয়। তখন তিনি জিবরাইল (আ) -কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার সাথে কে? তিনি বললেন, ইনি মুহাম্মদ (সা)। ইবরাহিম (আ) বললেন, আপনার উম্মতকে বলে দিবেন যে, জান্নাতে বেশী করে গাছ লাগাতে। কেননা এর মাটি খুব উৎকৃষ্ট আর যমীন প্রশস্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জান্নাতের গাছ কি? তিনি বললেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

মহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু আইয়ুব (রা)

**1977 - "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا إليه". (هب عن أبي هريرة)**

১৯৭৭- আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার এর কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মালজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি।'

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1978 - "ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن زيد بن إسحاق .

১৯৭৮- আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার এর কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ যায়দ বিন ইসহাক

1979 - "ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن معاذ) .

১৯৭৯- আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার এর কথা বলব না? তা হলো 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

1980 - "ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة، تكثرون من لا حول ولا قوة إلا بالله". (عبد بن حميد طب عن زيد بن ثابت) .

১৯৮০- আমি কি তোমাকে জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার এর কথা বলব না? তা হলো এই যে, তুমি বেশী করে পাঠ কর 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

আব্দ ইবনে হুমায়দ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ যায়দ ইবন সাবিত (রা)

1981 - "ألا أعلمك يا أبا أيوب كلمة من كنز الجنة، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله ". (طب عن أبي أيوب) .

১৯৮১- হে আবু আইয়ুব! আমি কি তোমাকে এমন একটি কালিমার কথা বলব না? যা জান্নাতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডার। আর তা হলো এই যে, বেশী করে পাঠ কর 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু আইয়ুব (রা)

1982 - "من أراد كنز الجنة فعليه بلا حول ولا قوة إلا بالله". (طب وابن النجار عن فضالة بن عبيد) .

১৯৮২- যে জান্নাতের ভাণ্ডার পেতে চায় তার জন্য 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করা আবশ্যক।

তাবরানী-কাবীর, ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ ফাযালাহ ইবনে উবায়দ (রা)

1983 - "ما نزل من السماء ملك ولا صعد إلى السماء ملك، حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله".

(الديلمي من طريق صفوان بن سليم عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق عن أبي هريرة) .

১৯৮৩- 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করা ব্যতীত না কোন ফেরেশতা আসমান থেকে নিচে নামতে পারে আর না কোন ফেরেশতা আসমানের উপরে উঠতে পারে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ সাফওয়ান বিন সালীম- আনাস ইবন মালিক (রা)- আবু বকর সিদ্দীক- আবু হুরায়রা (রা)

1984 - "يا معاذ تدري ما تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، يا معاذ هكذا حدثني جبريل عن رب العزة". (الديلمي عن ابن مسعود) .

১৯৮৪- হে মুয়ায! আমি কি তোমাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' এর তাফসীর বলব না? তা হলো- 'আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর নাফরমানী থেকে বাঁচার কোন শক্তি নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আল্লাহর আনুগত্য করার কোন শক্তি নেই।' আমাকে জিবরাইল (আ) এটাই বলেছেন হে মুয়ায।

দায়লামী- ইবনে মাসউদ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

## الباب الرابع: في التسبيح

## ৪র্থ অধ্যায়ঃ তাসবীহ

1985 - "ما من يوم يصبح العباد إلا ينادي مناد سبحوا الملك القدوس". (ت عن الزبير)

১৯৮৫- প্রতিদিন বান্দা যখন প্রভাত করে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে, মহান পবিত্র বাদশাহর (আল্লাহর) পবিত্রতা বর্ণনা কর।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ যুবায়র (রা)

1986 - "ما من صباح يصبح العباد إلا مناد ينادي سبحان الملك القدوس". (ت عن الزبير) .

১৯৮৬- প্রতিদিন বান্দা যখন প্রভাত করে তখন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলে- 'সুবহানাল মালিকুল কুদ্দুস' অর্থাৎ পবিত্র সেই সত্তা যিনি পূত-পবিত্র বাদশাহ।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ যুবায়র (রা)

1987 - "ما من صباح يصبح العباد إلا صاروخ يصرخ أيها الخلائق سبحوا الملك القدوس".

(ع وابن السني عن الزبير) .

১৯৮৭- প্রতিদিন বান্দা যখন প্রভাত করে তখন একজন উচ্চ আওয়াযকারী উচ্চ আওয়াযে বলে, হে সৃষ্টজীব! পূত-পবিত্র বাদশাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।

মুসনাদ আবু ইয়ালা, ইবনুস সুন্নী- রিওয়ায়াতঃ যুবায়র (রা)

1988 - "من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بهانخلة في الجنة". (ت حب ك عن جابر) .

১৯৮৮- যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী' বলবে, তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়ে দেয়া হবে।

তিরমিযী, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

1989 - "لقيت إبراهيم ليلة أسري بي وقال: أقرأ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ت عن ابن مسعود) .

১৯৮৯- মিরাজের রাতে আমাকে (সপ্তাকাশ) ভ্রমণ করানো হলো। তখন ইবরাহিম (আ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানি সুমিষ্ট। এর ভূমি সমতল। এর ছায়া হল-'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1990 - "رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال:"يا محمد أقرأ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله." (طب عن ابن مسعود) .

১৯৯০- মিরাজের রাতে ইবরাহিম (আ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানাবেন এবং তাদের জানিয়ে দিবেন যে জান্নাতের মাটি উত্তম আর এর পানি সুমিষ্ট। তার ভূমি সমতল। এর গাছ হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

1991 - "من قال: "سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر". (حم ق ن هـ عن أبي هريرة) .

১৯৯১- যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' ১০০ বার পাঠ করবে তার সকল ত্রুটি মিটিয়ে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়।

মুসনাদ আহমদ, বুখারী-মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

1992 - "أحب الكلام إلى الله تعالى أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده". (حم م ت عن أبي ذر) .

১৯৯২- আল্লাহর নিকট প্রিয় বাক্য হলো যা বান্দা বলে থাকে- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।'

মুসনাদ আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

1993 - "أحب الكلام إلى الله تعالى، أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت". (حم م عن سمرة بن جندب) .

১৯৯৩- আল্লাহর নিকট প্রিয় কালিমা হলো চারটি- 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।' তুমি যে কোনটি দিয়ে শুরু করতে পার, কোন সমস্যা নেই।

মুসনাদ আহমদ, মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা)

1994 - "أربع أفضل الكلام لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر". (هـ عن سمرة) .

১৯৯৪- চারটি কালিমা উত্তম, তুমি যে কোনটি দিয়ে শুরু করতে পার, ক্ষতি নেই- 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।'

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ সামুরাহ (রা)

1995 - "أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (حم عن رجل)

১৯৯৫- সর্বোত্তম বাক্য হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ একজন ব্যক্তি হতে

1996 - "أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح جللت السموات والأرض بالعزة والجبروت". (ابن السني الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عساكر عن البراء) .

১৯৯৬- বেশী করে পাঠ কর- 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস, রাব্বুল মালায়িকাতি ওয়ার রূহ, জাল্লালতাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, বিল ইযযাতি ওয়াল জাবারূত।'

ইবনুস সুন্নী, খারায়েতী-মাকোরিমুল আখলাক, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ বারা (রা)

1997 - "أكثر من قول القرينتين سبحان الله وبحمده". (ك في تاريخه عن علي) .

১৯৯৭- দুটি নিকটবর্তী কালিমা (যা আল্লাহর নৈকট্য দান করে) বেশী করে পাঠ কর- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।'

হাকীম-আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

1998 - "أمرنا بالتسبيح في أدبار الصلاة ثلاثا وثلاثين تسبيحة وثلاثا وثلاثين تحميدة أربعا وثلاثين تكبيرة". (طب عن أبي الدرداء) .

১৯৯৮- আমার প্রতি নির্দেশ আছে যে, আমি যেন প্রত্যেক নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পাঠ করি।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

1999 - "إن الله اصطفى من الكلام أربعا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فمن قال سبحان الله كتبت له عشرون حسنة وحطت عنه عشرون سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له ثلاثون حسنة حط [وحطت؟؟] عنه ثلاثون خطيئة". (حم ك والضياء عن أبي سعيد وأبي هريرة) .

১৯৯৯- আল্লাহ তাআলার তার কালামের মধ্যে চারটি কালিমা নির্বাচন করে নিয়েছেন। অতএব যে 'সুবহানাল্লাহ' বলে তার জন্য বিশ নেকী লিখে দেয়া হয় এবং বিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়। আর যে 'আল্লাহু আকবার' বলে তারও অনুরূপ প্রতিদান মিলে। আর যে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলে তারও অনুরুপ প্রতিদান মিলে। যে নিজের পক্ষ থেকে বলে 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' তার জন্য ত্রিশটি নেকী লিখে দেয়া হয় এবং ত্রিশটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয়।

মুসনাদ আহমদ, যিয়া (আল মুকৈাদ্দাসী)- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা)

**2000 - "ألا أدلك على غراس وهو خير من هذا، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة". (هـ ك عن أبي هريرة) .**

২০০০- আমি কি তোমাকে এর চেয়ে উত্তম গাছের কথা বলব না। বল- 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।' প্রত্যেক কালিমার পরিবর্তে জান্নাতে একটি করে গাছ লাগানো হবে।

ইবনে মাজাহ, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2001 - "التسبيح نصف الميزان والحمد لله تملؤه ولا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص اليه". (ت عن ابن عمر) .**

২০০১- 'সুবহানাল্লাহ' মীযানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ' তা পূর্ণ করে। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' মাঝে কোন অন্তরায় হয় না, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর দরবারে গিয়ে পৌঁছে।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**2002 - "خير الكلام أربع لا يضرك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ابن النجار عن أبي هريرة) .**

২০০২- চারটি কালিমা উত্তম, তুমি যে কোনটি দিয়ে শুরু করতে পার, ক্ষতি নেই- 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।'

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ আবু আবু হুরায়রা (রা)

**2003 - "إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنقص الخطايا كما تنقص الشجرة ورقها". (حم حل عن أنس) .**

২০০৩- নিশ্চয়ই 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার' গুনাহ মিটিয়ে দেয় যেভাবে গাছ তার পাতা ঝড়িয়ে দেয়।

মুসনাদ আহমদ, আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2004 - "عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يحططن الخطايا كما يحط الشجرة ورقها". (هـ عن أبي الدرداء) .**

২০০৪- তোমাদের উপর 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার' পাঠ করা আবশ্যক। কেননা তা গুনাহ এভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে গাছ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**2005 - "عليكم بهذه الخمس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن أبي موسى) .**

২০০৫- তোমাদের উপর এই পাঁচটি কালিমা পাঠ করা আবশ্যক- 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার, ওয়া-লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

2006 - "عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فانهن مسؤولات ومستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة". (ن ك عن يسيرة) .

২০০৬- হে নারীগণ! তোমাদের উপর তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ) তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) ও তাকদীস (সুবহানাল মালিরকিল কুদ্দুস) পাঠ করা আবশ্যক। আর তা নিজেদের আঙ্গুলের কড়ার দ্বারা গণনা করার অভ্যাস বানাও। কেননা এর থেকেও জিজ্ঞাসা করা হবে এবং একেও ডাকা হবে। আর গাফলতে পতিত হয়ো না, অন্যথায় তোমরাও রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

নাসাঈ, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ ইয়াসীরাহ (রা)

2007 - "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم". (حم هـ ق ت عن أبي هريرة) .

২০০৭- দুটি কালিমা এমন যা মুখে পড়তে সহজ, মীযানের পাল্লায় ভারী আর রহমানের নিকট অতি প্রিয়। তা হলো- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।'

মুসনাদ আহমদ, ইবনে মাজাহ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2008 - "لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس". (م ت عن أبي هريرة) .

২০০৮- আমার কাছে "সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার" বলা যে সকল জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয় তা হতে বেশি পছন্দনীয়।

মুসনাদ আহমদ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2009 - "ما صيد صيد، ولا قطعت شجرة إلا بتضييع من التسبيح". (حل عن أبي هريرة)

২০০৯- কোন শিকার ধৃত হয় না আর কোন গাছ কাটা পড়ে না, তবে শুধুমাত্র তার তাসবীহ নষ্ট হওয়ার কারণে।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2010 - "أحب الكلام إلى الله تعالى ما اصطفاه الملائكة، سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده سبحان ربي وبحمده". (ت ك حب عن أبي ذر) .

২০১০- আল্লাহর নিকট ঐ বাক্যই প্রিয় যা ফেরেশতাদের নিকট প্রিয়- 'সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী,' 'সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী,' 'সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।'

তিরমিযী, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, সহিহ ইবনে হিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

**2011 - " إن الله اختار لكم من الكلام أربعا، ليس القرآن وهو من القرآن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (طب عن أبي الدرداء) .**

২০১১- আল্লাহ তাআলা তার কালাম থেকে চারটি কালিমা তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন। সেগুলো কুরআন তো নয় তবে কুরআন থেকে- "সুবহানাল্লাহ, ওয়াল-হামদুলিল্লাহ্ ওয়া- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া- আল্লাহু আকবার।"

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**2012 - "إن الحمد لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة". (ت عن أنس)**

২০১২- নিশ্চয়ই 'আল-হামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' বান্দার গুনাহ ঝড়িয়ে দেয় যেভাবে এই গাছ তার পাতা ঝড়িয়ে দেয়।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2013 - "التسبيح والتكبير أفضل من الصدقة". (ق عن عائشة) .**

২০১৩- তাসবীহ ও তাকবীর সাদকার চেয়েও উত্তম।

বুখারী, মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আয়িশাহ (রা)

**2014 - "قولوا سبحان الله وبحمده مائة مرة، من قالها مرة كتبت له عشرا، ومن قالها عشرا كتبت له مائة مرة ومن قالها مائة كتبت له ألف، ومن زاد زاد الله ومن استغفر الله غفر له"(ت عن ابن عمر) .**

২০১৪- তোমরা "সুবৃহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহী" এক শতবার বল। যে ব্যক্তি তা একবার বলে তার জন্য দশটি সাওয়াব লিখা হয়, যে ব্যক্তি তা দশবার বলে তার এক শত সাওয়াব হয়। আর যে ব্যক্তি তা এক শতবার বলে তার জন্য এক হাজার সাওয়াব লিখা হয় এবং যে ব্যক্তি তা এর চেয়েও বেশি বলে আল্লাহ তা'আলা তাকে আরও অধিক সাওয়াব দান করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান তিনি তাকে মাফ করেন।

তিরমিযী-রিওয়ায়াতঃ ইবনে উমর (রা)

**2015 - "ما سبحت ولا سبح الأنبياء قبلي بأفضل من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (فر عن أبي هريرة) .**

২০১৫- আমি ও আমার পূর্বের কোন নবীরা 'সুবহানাল্লাহ ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আল্লাহু আকবার' এর চেয়ে উত্তম কোন তাসবীহ পাঠ করেনি।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2016 - "من سبح في دبر صلاة الغداة مائة تسبيحة وهلل مائة تهليلة غفر له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر". (ن عن أبي هريرة) .

২০১৬- যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর ১০০ বার 'সুবহানাল্লাহ' এবং ১০০ বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করবে তার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয না কেন।

নাসাঈ-রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2017 - "من ضن بالمال أن ينفقه وبالليل أن يكابده فعليه بسبحان الله وبحمده". (أبو نعيم في المعرفة عن عبد الله بن حبيب) .

২০১৭- যে তার সম্পদ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হয় এবং রাত জাগার কষ্ট সহ্য করতে অক্ষম হয় তার উচিত 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করা।

আবু নুআইম-আল মারিফাহ- রিওয়ায়াতঃ আব্দুল্লাহ ইবনে হাবীব

2018 - "سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان والله أكبر تملأ ما بين السماء والأرض والطهور نصف الإيمان والصوم نصف الصبر". (حم هب عن رجل من بني سليم) .

২০১৮- সুবহানাল্লাহ মীযানের অর্ধেক। আলহামদুল্লিাহ তা পূর্ণ করে। আল্লাহু আকবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করে দেয়। আর পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক আর রোযা সবরের অর্ধেক।

মুসনাদ আহমদ, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ বনী সালিমের এক ব্যক্তি থেকে

2019 - "التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملؤه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان". (ت عن رجل من بني سليم) .

২০১৯- সুবহানাল্লাহ মীযানের অর্ধেক। আলহামদুল্লিাহ তা পূর্ণ করে। আল্লাহু আকবার আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করে দেয়। রোযা সবরের অর্ধেক আর পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক।

তিরমিযী-রিওয়ায়াতঃ বনী সালিমের এক ব্যক্তি থেকে

2020 - "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في ذنب المسلم مثل الآكلة في جنب ابن آدم". (فر عن ابن عباس) .

২০২০- 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার' মুসলিমের গুনাহ এভাবে খেয়ে ফেলে (মিটিয়ে দেয়), যেভাবে আদম সন্তান তার পাশে থাকা খাবার খেয়ে ফেলে।

দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

2021 - "سبحان الله نصف الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، والله أكبر ملأ السموات والأرض ولا إله إلا الله ليس دونها ستر ولا حجاب حتى تخلص إلى ربها عز وجل". (السجزي في الإبانة عن ابن عمرو) ، (ابن عساكر عن أبي هريرة) .

২০২১- 'সুবহানাল্লাহ' মীযানের অর্ধেক। 'আলহামদুলিল্লাহ' তা পূর্ণ করে। 'আল্লাহু আকবার' আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থান পূরণ করে দেয়। আর 'লা ইল্লাহা ইল্লাহর' আল্লাহ পর্যন্ত পোঁছতে কোন কিছু অন্তরায় হয় না।

ইবনে আসাকির-রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

## الإكمال

2022 - "أحب الكلام إلى الله، سبحان الله لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده". (خ في الأدب عن أبي ذر) .

২০২২- আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম কথা হচ্ছে 'সুবহানাল্লাহ, লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া-লাহুল হামদু, ওয়া-হুয়া আলা কুল্লি শায়য়িন কাদীর, ওয়া-লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ, সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি।'

বুখারী-আল আদাব (আল মুফরাদ)- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

2023 - "أحب الكلام إلى الله أربع، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت، لا تسمين غلامك يسارا، ولا رباحا: ولا نجيحا، ولا أفلح، فانك تقول: أثم هو فلا يكون فيقول: لا". (حم ش م حب طب وابن شاهين في الترغيب في الذكر عن سمرة بن جندب)

২০২৩- আল্লাহর নিকট বেশি পছন্দনীয় কালাম চারটি। 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া- আল্লাহু আকবার।' যে কোনটি দিয়ে তুমি শুরু কর কোন ক্ষতি নেই। আর তোমার কোন গুলাম বা অধীনস্থের নাম ইয়াসার (সহজতা বা স্বাচ্ছন্দ্য), রাবাহ (মুনাফা বা লাভ), নাজীহ (সুস্থ বা সফল) ও আফলাহ (সফল বা কৃতকার্য) রাখবে না। কেননা, তুমি হয়তো বা ডাকবে- ওখানে সে আছে কি? আর তখন কেউ বলবে, এখানে নেই।

মুসনাদ আহমদ, ইবনে আবী শায়বাহ, মুসলিম, সহিহ ইবনে হিব্বান, তাবরানী-কাবীর, ইবনে শাহীন আত তারগীবও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা)

2024 - "أفضل الكلام أربع لا تبالي بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ش حب عن سمرة بن جندب) .

২০২৪- উত্তম কালিমা চারটি, তুমি যে কোনটি দিয়ে শুরু করতে পার কোন ক্ষতি নেই। 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।'

ইবনে আবী শায়বাহ, সহিহ ইবনে হিব্বান- রিওয়ায়াতঃ সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা)

2025 - "إذا حدثتك حديثا فلا تزيدن على أربع هن من أطيب الكلام، وما هي من القرآن لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ط عن سمرة) .

২০২৫- যখন আমি তোমাদেরকে হাদীস বলব তখন চারটি কালিমার উপর কিছু বৃদ্ধি করবে না। এই চার কালিমা খুব উচ্চমানের কালিমা। কুরআন নয় (তবে কুরআন থেকে)। তুমি যে কোনটি দিয়ে শুরু কর কোন ক্ষতি নেই। 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।'

আবু দাউদ তায়ালসী- রিওয়ায়াতঃ সামুরাহ (রা)

2026 - "ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده". (م عن أبي ذر) .

২০২৬- আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় কালিমার কথা বলব না? তা হলো 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী।'

মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

2027 - "من أحب الكلام إلى الله عز وجل، أن يقول العبد سبحان ربي وبحمده". (ن عن أبي ذر) .

২০২৭- আল্লাহর নিকট প্রিয় কালিমা হলো- বান্দা বলবে, 'সুবহানা রাব্বী ওয়া বিহামদিহী।'

নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা)

2028 - "أربع ما يمسك عنهن جنب ولا حائض، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ك في تاريخه وأبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة) .

২০২৮- চারটি কালিমা পাঠ করতে না জুনুবী ব্যক্তির নিষেধ আছে আর না হায়েযগ্রস্থ নারীর। তা হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

হাকীম- আত তারীখ, আবুশ শায়খ, দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2029 - "إذا قال العبد سبحان الله قال الله: صدق عبدي سبحاني وبحمدي لا ينبغي التسبيح إلا لي". (الديلمي عن أبي الدرداء) .

২০২৯- যখন বান্দা সুবহানাল্লাহ বলে তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার বান্দা সত্য বলেছে আর আমার পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করেছে। আমি ব্যতীত আর কেউ পবিত্রতা বর্ণনার উপযুক্ত নয়।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

2030 - "إذا قلت سبحان الله فقد ذكرت الله فذكرك، وإذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك، وإذا قلت لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد التي من قالها غير شاك ولا مرتاب ولا متكبر ولا جبار، أعتقه الله من النار". (ك في تاريخه عن الحكم بن عمير الثمالي) .

২০৩০- যখন তুমি 'সুবহানাল্লাহ' বললে তখন তুমি আল্লাহকে স্মরণ করে নিলে আর আল্লাহও তোমাকে স্মরণ করে নিলেন। আর যখন তুমি 'আলহামদুলিল্লাহ' বললে তখন আল্লাহর নিআমতের শোকর আদায় করলে আর আল্লাহও তোমার নিআমত বাড়িয়ে দিবেন। আর যখন তুমি 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বললে তখন এটা এমন কালিমা তাওহীদ, যে এটাকে কোন রকম সন্দেহ সংশয় ও বড়ত্ব ও অহমিকা ব্যতীত বলে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দেন।

হাকীম-আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ হাকোম বিন উমায়র আশ শিমালী

2031 - "أكثروا من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها، وهن من كنوز الجنة" (الرامهرمزي في الأمثال عن أبي الدرداء) وفيه عمر بن راشد اليماني قال: في المغنى ضعفوه.

২০৩১- বেশী করে পাঠ কর 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার, ওয়া- লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' এগুলো হলো আল বাকিয়াতুস সালিহাত বা চিরস্থায়ী সৎকর্ম যা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেভাবে গাছ তার পাতা ঝড়িয়ে দেয় আর এটা জান্নাতের ভাণ্ডার হতে।

আর রামহুরমুযযী-আল আমসাল- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

এই রিওয়ায়াত এ রয়েছেন একজন রাবী আমর বিন রামেদ আল ইয়ামানী। মুগনীতে তাকে যয়ীফ বলা হয়েছে।

2032 - "إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإذا أحب عبدا أعطاه الإيمان ومن ضن بالمال أن ينفقه وهاب الليل أن يكابده، وخاف العدوأن يجاهده، فليكثر من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن مقدمات مجنبات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات". (هب عن ابن مسعود رضي الله عنه) .

২০৩২- আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাঝে চরিত্রকে এমনভাবে বন্টন করেছেন যেভাবে তোমাদের মাঝে রিযিক বন্টন করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবাইকে (কমবেশী) সম্পদ দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন আর যাকে করেন না। কিন্তু ইমান শুধু ঐ ব্যক্তিকেই দান করেন যাকে তিনি পছন্দ করেন।

অতএব যে ব্যক্তি তার সম্পদ খরচ করতে কুণ্ঠিত হয়, রাত জাগার কষ্ট সহ্য করতে অপারগ হয় আর শত্রুর সাথে জিহাদ করতেও পিছপা হয় তার উচিত 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আল হামদুলিল্লাহ, ওয়া- লা ইলাহা ইল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার' বেশী করে পাঠ করা। কেননা এই কালিমা সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান থেকে এবং বাম থেকে হিফাযত করবে। আর এগুলোই হলো আল বাকিয়াতুস সালিহাত বা স্থায়ী সৎকর্ম।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

**2033 - "إن قول لا إله إلا الله، والله أكبر، والحمد لله وسبحان الله يحط الخطايا كما يحط ورق هذه الشجرة، خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن فإنهن الباقيات الصالحات وهن من كنوز الجنة".(ابن عساكر عن أبي الدرداء) .**

২০৩৩- 'লা ইলাহা ইল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আলহামদুলিল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে এই গাছ তার পাতা ঝড়িয়ে দেয়। হে আবু দারদা! এগুলো সংরক্ষণ করে নাও এর পূর্বে যে, এর মধ্যে ও তোমার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যাবে। কেননা এগুলো হলো আল বাকিয়াতুস সালিহাত, আর এগুলো জান্নাতের খাযানার মধ্য হতে।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**2034 - "إن قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر يحططن الخطايا، كما تحاط ورق هذه الشجرة". (ابن صهري في أماليه عن أبي سعيد) .**

২০৩৪- নিশ্চয়ই 'লা ইলাহা ইল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ এবং আল্লাহু আকবার' গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে এই গাছ তার পাতাকে ঝড়িয়ে দেয়।

ইবনে ছাহরী- আমালী- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

**2035 - "عليك بسبحان الله، والحمد لله ولا إله إلا الله فإنهن يحططن الخطايا، كما تحط الشجرة ورقها". (هـ عن أبي الدرداء) .**

২০৩৫- তোমার জন্য সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা আবশ্যক। কেননা তা গুনাহকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয় যেভাবে এই গাছ তার পাতাকে ঝড়িয়ে যায়।

ইবনে মাজাহ-রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**2036 - "من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله: أسلم عبدي واستسلم". (ك عن أبي هريرة) .**

২০৩৬- বান্দা যখন বলে সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া- লা ইলাহা ইল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার, ওয়া-লা হাওলা ওয়া লা কুওয়ায়াতা ইল্লা বিল্লাহ' তখন আল্লাহ তাআলা

বলেন, আমার বান্দা আমার অনুগত হয়ে গেছে আর আমার প্রতি নিজেকে সমর্পণ করে দিয়েছে।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2037 - "كلمات إذا قالهن العبد وضعهن ملك في جناحه ثم يخرج بهن فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا صلوا عليهن وعلى قائلهن حتى يضعن بين يدي سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسبحان الله انزاه الله عن السوء". (ش عن موسى بن طلحة مرسلا) .**

২০৩৭- বান্দা যখন এই কালিমাগুলো পাঠ করে তখন একজন ফেরেশেতা সেগুলো তার পাখার উপর রেখে আসমানের দিকে যায় এবং যখন কোন ফেরেশতাদের দল অতিক্রম করে তখন ঐ ফেরশেতারা এই কালিমা ও তার পাঠকারীর প্রতি রহমতের দুআ করেন। এমনকি তার সামনে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। ঐ কালিমা হলো এগুলো- 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া-আল্লাহু আকবার, ওয়া- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

আর বান্দার সুবহানাল্লাহ বলা আল্লাহ তাআলাকে সকল অপূর্ণতা থেকে পবিত্র করে দেয়।

ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ তালহা- মুরসালরূপে

**2038 - "إن في الجنة قيعانا فأكثروا غرسها قالوا: يا رسول الله وما غرسها؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (طب عن سلمان) .**

২০৩৮- নিশ্চয়ই জান্নাতে সমতল ভূমি রয়েছে। অতএব সেখানে বেশী করে গাছ লাগাও। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, তার গাছ লাগানো কি? তিনি বললেন 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ সালমান (রা)

**2039 - "رأيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرأ أمتك السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله". (طب عن ابن مسعود) .**

২০৩৯- মিরাজের রাতে ইবরাহীম (আ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম দিবেন আর তাদেরকে এই সংবাদ দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট আর ভূমি সমতল। তার গাছ হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার, ওয়া- লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

2040 - "لما كان ليلة أسري بي لقيت إبراهيم في السماء السابعة، فقال: يا محمد أقرأ على أمتك السلام. وأخبرهم أن الجنة عذب ماؤها طيب شرابها، وأن فيها قيعانا، وأن غرس شجرها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر". (ابن شاهين في الترغيب في الذكر عن ابن مسعود)

২০৪০- যেই রাতে আমাকে আসমানে ভ্রমণ করানো হলো ঐ রাতে ইবরাহীম (আ) এর সাথে আমার সাক্ষাত হয়। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতকে আমার সালাম দিবেন আর তাদেরকে এই সংবাদ দিবেন যে, জান্নাতের মাটি উৎকৃষ্ট এবং পানি সুমিষ্ট আর তার ভূমি সমতল। তার গাছ হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

ইবনে শাহীন- আত তারগীব ও আয যিকির- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

2041 - "إن الله عز وجل لما خلق الجنة جعل غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: لها قد أفلح المؤمنون تكلمي يا جنتي قالت: أنت الله لا إله إلا أنت الحي القيوم قد سعد من دخلني قال: الله عز وجل بعزتي حلفت وبعلوي على خلقي لا يدخلك مصر على الزنا ولا مدمن خمر ولا قتات، وهو النمام". (الشيرازي في الألقاب عن أنس) .

২০৪১- যখন আল্লাহ তাআলা জান্নাত সৃষ্টি করলেন তার গাছ ইত্যাদি 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া-আল্লাহু আকবার' এর স্বীকৃতী প্রদান করলো। অতঃপর জান্নাতকে সম্বোধন করে বলা হলো- হে জান্নাত! মুমিনরা সফল হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে আদেশ করলেন, আমার সাথে কথা বল। (জান্নাত বললো) আপনি আল্লাহ! আপনি ব্যতীত ইবাদতের কেউ উপযুক্ত নেই। আপনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আর যে আমার মধ্যে প্রবেশ করবে, সে সৌভাগ্যবান। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমি আমার ইযযত ও মাখলুকের উপর নিজের বড়ত্বের কসম খাচ্ছি। হে জান্নাত! তোমার মধ্যে ব্যভিচারী, মদ্যপানে অভ্যস্থ ব্যক্তি এবং চোগলখোর প্রবেশ করবে না।

শিরাযী-আল আলকাব- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2042 - "إن إبراهيم سأل ربه فقال: يا رب ما جزاء من حمدك؟ قال: الحمد مفتاح الشكر والشكر يعرج به إلى عرش رب العالمين قال: فما جزاء من سبحك؟ قال: لا يعلم تأويل التسبيح إلا الله رب العالمين". (الديلمي عن أنس) .

২০৪২- ইবরাহীম (আ) আল্লাহর নিকট প্রশ্ন করল যে, হে পরওয়ারদেগার! যে তোমার প্রশংসা বর্ণনা করে তার কি প্রতিদান? আল্লাহ তাআলা বললেন, হামদ হলো শোকরের চাবি। শোকর হামদকে রাব্বুল আলামীনের আরশ পর্যন্ত নিয়ে যায়। অতঃপর আরয করলেন, আর

যে তোমার তাসবীহ পাঠ করে তার কি প্রতিদান? আল্লাহ তাআলা বললেন, তাসবীহর হাকীকত জগতের প্রতিপালক আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2043 - "أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك". (د) عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها) أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى وحصى تسبح به قال: فذكره".

২০৪৩- আমি তোমার জন্য এর চেয়ে সহজ বিষয় বলছি- 'সুবহানাল্লাহি আ'দাদা মা খালাকা ফিস সামা'য়ী, ওয়া সুবহানাল্লাহি আ'দাদা মা খালাকা ফিল আরদি, ওয়া সুবহানাল্লাহি আ'দাদা মা হুয়া খালিক ওয়া আল্লাহু আকবারু মিছলু যালিকা, ওয়া আল হামদুলিল্লাহি মিছলু যালিকা, ওয়া লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ মিছলু যালিকা।'

আবু দাউদ- রিওয়ায়াতঃ আয়িশাহ বিন সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস

আয়িশাহ বিন সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) একজন মহীলার নিকট আসেন এবং দেখেন তার সামনে পাথর ও কঙ্কর ছড়ানো আর সে এগুলো দ্বারা (গণনা করে) তাসবীহ পাঠ করছে। তখন তিনি (সা) উক্ত ইরশাদ করেন।

2044 - "ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك الليل مع النهار والنهار مع الليل، أن تقول سبحان الله عدد ما خلق، وسبحان الله ملأ ما خلق وسبحان الله ما في الأرض والسماء وسبحان الله ملأ ما في الأرض والسماء، وسبحان الله عدد ما أحصى كتابه وسبحان الله عدد كل شيء، وسبحان الله ملأ كل شيء، وتقول الحمد لله مثل ذلك". (حب عن أبي أمامة) .

২০৪৪- তুমি সারা রাত ও সারা দিন, আর সারা দিন ও আরা সারা রাত যিকির কর, আমি কি তোমাকে এর চেয়ে বড় আমল এর কথা বলবো না? তা হলো এই যে, তোমরা এই কালিমা পাঠ কর। 'সুবহানাল্লাহি আ'দাদা মা খালাকা, সুবহানাল্লাহি মিলআ মা খালাকা, ওয়া সুবহানাল্লাহি মা ফিল আরদি ওয়াস সামা'ই, ওয়া সুবহানাল্লাহি মিলআ মা ফিল আরদি ওয়াস-সামায়ী, ওয়া সুবহানাল্লাহি আ'দাদা মা আহ'ছা কিতাবুহু, ওয়া সুবহানাল্লাহি, ওয়া সুবহানাল্লাহি আ'দাদা কুল্লি শাই, ওয়া সুবহানাল্লাহি মিলআ কুল্লি শাই, ওয়া তাকূলু আলহামদুলিল্লাহি মিছলু যালিক।

মছিহ ইবনে ছিব্বোন- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামা (রা)

2045 - "لقد تكلمت بأربع كلمات أعدتهن ثلاث مرات هي أفضل مما قلت سبحان الله عدد خلقه وسبحان الله رضاء نفسه وسبحان الله زنة عرشه وسبحان الله مداد كلماته والحمد لله مثل ذلك". (حم عن ابن عباس) .

২০৪৫- তুমি যেই চারটি কালিমা তিনবার পাঠ করেছ তা তোমার সকল যিকির আযকার থেকে উত্তম। 'সুবহানাল্লাহি আ'দাদা খালকিহী, ওয়া সুবহানাল্লাহি রিযা নাফসিহী, ওয়া সুবহানাল্লাহি যীনাতা আরশিহী, ওয়া সুবহানাল্লাহি মিদাদা কালিমাতিহী, ওয়া-আলহামদুলিল্লাহি মিছলু যালিক।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

2046 - "أما يستطيع أحدكم أن يكسب كل يوم مثل أحد ذهبا، قالوا: ومن يستطيع ذلك يا رسول الله قال: كلكم يستطيعه، سبحان الله أعظم من أحد ولا إلة إلا الله أعظم من أحد والله أكبر أعظم من أحد والحمد لله أعظم من أحد". (طب والرافعي وابن النجار عن عمران بن حصين) .

২০৪৬- তোমাদের কেউ কি প্রতিদিন উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ সোনা উপার্জন করতে পার? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন কে তার শক্তি রাখে? রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, তোমরা সবাই এর হিম্মত রাখ। 'সুবহানাল্লাহ' উহুদ পাহাড় থেকে বড়। 'আলহামদুলিল্লাহ' উহুদ পাহাড় থেকে বড়। 'লা ইলাহা ইল্লাহ' উহুদ পাহাড় থেকে বড়। 'আল্লাহু অকবার' উহুদ পাহাড় থেকে বড়।

তাবরানী কাবীর, রাফিয়ী, ইবনে নাজ্জার- ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা)

2047 - "ألا أخبركم عن وصية نوح ابنه حين حضره الموت وقال: إني واهب لك أربع كلمات من قيام السموات والأرض، وهن أول كلمات دخولا على الله، وآخر كلمات خروجا من عنده ولو وزن بهن أعمال بني آدم لوزنتهن فاعمل بهن واستمسك حتى تلقاني أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والذي نفس نوح بيده لو أن السموات والأرض وما فيهن وما تحتهن وزن بهؤلاء الكلمات لوزنتهن". (الحكيم والديلمي عن معاذ بن أنس)

২০৪৭- আমি কি তোমাদেরকে নূহ (আ) এর ছেলেদের প্রতি তার মুমূর্ষ অবস্থায় কৃত অসিয়ত এর কথা বলব না? তিনি বলেছিলেন, আমি তোমাদেরকে চারটি কালিমা দিয়ে যাচ্ছি। আসমান ও যমীনের স্থিতি এর উপরই রয়েছে। আল্লাহর নিকট পৌঁছার ব্যাপারে সবার আগে। আর বের হওয়া কালিমার মধ্যে সবার শেষে। যদি সমস্ত আদম সন্তানের আমল, এর সাথে ওযন করা হয় তবে এই কালিমাগুলোই ভারী হবে।

অতএব এর উপর আমল কর আর একে মজবুতভাবে ধারণ কর, যে পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে মিলিত না হও। ঐ কালিমা হলো 'সুবহানাল্লাহ, ওয়া-আল হামদুলিল্লাহ, ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া-আল্লাহু আকবার।'

কসম ঐ সত্তার যার হাতে নূহ এর প্রাণ! যদি আসমান ও যমীন আর যা কিছু তার উপরে এবং যা কিছু নিচে আছে, তা সব যদি এর সাথে ওযন করা হয়, তবে এই কালিমা বেশী ভারী হবে।

হাকীম, দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ মুআয ইবনে আনাস (রা)

**2048 - "ألا أعلمكم ما علم نوح ابنه آمرك بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن السموات لو كانت في كفة لرجحت بها، ولو كانت حلقة قصمتها وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق، وتسبيح الخلق، وبها يرزق الخلق". (ش عن جابر) .**

২০৪৮- আমি কি তোমাদেরকে ঐ কালিমা শিখাব না, যা নূহ (আ) তার সন্তানদেরকে শিখিয়েছিলেন। তিনি তার সন্তানদেরকে বলেছেন- আমি তোমাদেরেকে পাঠ করার নির্দেশ দিচ্ছি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুআ আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।"

কেননা যদি সমস্ত আসমানকে এক পাল্লায় রাখা হয় আর এই কালিমা অপর পাল্লায় রাখা হয় তবে এই কালিমাই ভারী হবে। আর যদি সমস্ত আসমান, এর মোকাবেলায় একটা গোলা হয়ে যায়, তবে এটি সবকিছুকে ভেদ করে বের হয়ে যাবে।

আর আমি তোমাকে পাঠ করার নির্দেশ দিচ্ছি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' কেননা এটি সমস্ত মাখলুকের সালাত ও তাসবীহ। এর জন্যই সবাইকে রিযিক প্রদান করা হয়।

ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

**2049 - "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم". (حم ش خ م ت حب عن أبي هريرة) .**

২০৪৯- দুটি কালিমা এমন যা মুখে পাঠ করা সহজ এবং মীযানের পাল্লায় অনেক ভারী এবং রহমানের নিকট অতি প্রিয়- 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম।'

মুসনাদ আহমদ, ইবনে আবী শায়বাহ, বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, সহিহ ইবনে হিব্বান- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2050 - "سبحان الله نصف الميزان والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله تملأ ما بين السماء والأرض، والطهور نصف الإيمان والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل إنسان يغدو فمبتاع نفسه فمعتقها أو بائعها فموبقها". (عبد الرزاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا)**

২০৫০- সুবহানাল্লাহ মীযানের অর্ধেক, আলহামদুলিল্লাহ তা পূর্ণ করে দেয়, লা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ আসমান ও যমীনের মধ্যস্থলকে পূর্ণ করে দেয়। পবিত্রতা ইমানের অর্ধেক, সালাত হলো নূর, যাকাত হলো প্রমাণ, ধৈর্য হলো আলো, কুরআন হলো তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি ভোরে ঘুম থেকে উঠে নিজেকে বিক্রি করে। হয়তো সে নিজেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তকারী হয় অথবা শয়তানের হাতে বিক্রয় হয়ে তার গভীর ধ্বংসলীলায় শামিল হয়ে যায়।

আব্দুর রাযযাক- রিওয়ায়াতঃ আবু সালামাহ বিন আব্দুর রহমান- মুরসালরূপে

**2051 - "من قال سبحان الله وبحمده، كان له مثل مائة رقبة تعتق إذا قالها مائة مرة ومن قال الحمد لله مائة مرة كان عدل مائة فرس مسرج ملجم في سبيل الله ومن قال الله أكبر مائة مرة كان عدل مائة بدنة تنحر بمكة". (طب هب عن أبي أمامة) .**

২০৫১- যে ব্যক্তি একশতবার পাঠ করবে 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' তার জন্য একশত গুলাম আযাদ করার সওয়াব লাভ হবে। আর যে ব্যক্তি একশতবার 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করবে তার জন্য একশত ঘোড়া তার জিন ও লাগামসহ আল্লাহর পথে দেওয়ার সওয়াব মিলবে। আর যে ব্যক্তি একশতবার 'আল্লাহু আকবার' পাঠ করবে তার জন্য একশত উট মক্কায় কুরবানী করার সওয়াব লাভ হবে।

তাবরানী কাবীর, বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামাহ (রা)

**2052 - "من قال إذا أصبح مائة مرة، وإذا أمسى مائة مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت أكثر من زبد البحر". (حب ك عن أبي هريرة) .**

২০৫২- যে ব্যক্তি সকাল সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' একশতবার করে পাঠ করবে তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সমপরিমাণ হয়।

সহিহ ইবনে হিব্বোন, হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2053 - "قولي الله أكبر مائة مرة فهو خير لك من مائه بدنة مجللة متقبلة وقولي الحمد لله مائة مرة خير لك من مائة فرس مسرجة ملجمة حملتها في سبيل الله وقولي سبحان الله مائة مرة، فهو خير لك من مائة رقبة من بني إسماعيل تعتقيهن لله عز وجل وقولي لا إله إلا الله لا يدركك ذنب ولا يسبقه العمل" . (حم عن أم هانئ) .**

২০৫৩- 'আল্লাহু আকবার' একশতবার পাঠ কর, এটা তোমার তোমার জন্য একশত উট তার পালসহ যা মক্কার জন্য হয় তার থেকে উত্তম। 'আলহামদুলিল্লাহ' একশতবার পাঠ কর এটা তোমার জন্য একশত ঘোড়া তার জিন ও লাগামসহ আল্লাহর পথে দেওয়া থেকে উত্তম। 'সুবহানাল্লাহ একশতবার পাঠ কর, এটা তোমার জন্য বনী ইসমাঈল এর একশত গুলাম আল্লাহর জন্য আযাদ করা হতে উত্তম। আর (বেশী করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ কর,

তাহলে তোমার প্রতি কোন গুনাহ আসতে পারবে না (ক্ষতি করতে পারবে না), আর না কোন আমল তার আগে বাড়তে পারবে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ উম্মে হানী (রা)

**2054 - "قولي سبحان الله مائة مرة تعدل مائة رقبة تعتق الله عز وجل، واحمدي الله عز وجل مائة مرة تعدل مائة فرس ملجم يحمل عليها في سبيل الله وكبري الله مائة مرة تعدل مائة بدنة مقلدة تهدى إلى بيت الله ووحدي الله مائة مرة لا يدركك ذنب بعد الشرك". (طب عن أبي أمامة) .**

২০৫৪- 'সুবহানাল্লাহ' একশতবার পাঠ কর, এটা তোমার জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে একশত গুলাম আযাদ করার সমান হবে। 'আলহামদুলিল্লাহ' একশতবার পাঠ কর, এটা তোমার জন্য একশত ঘোড়া তার জিন ও লাগামসহ আল্লাহর পথে দেওয়ার সমান হবে। 'আল্লাহু আকবার' একশতবার পাঠ কর, এটা তোমার জন্য একশত উট তার পালসহ যা মক্কার জন্য হয় তার সমান হবে। আর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করে আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান কর, তাহলে শিরক ব্যতীত আর কোন গুনাহ তোমার নিকট পৌঁছতে পারবে না (ক্ষতি করেত পারবে না)।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামা (রা)

**2055 - " من هلل مائة مرة وسبح مائة مرة خير له من عشر رقاب يعتقها". (خ في الأدب عن أنس) .**

২০৫৫- যে ব্যক্তি একশতবার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং একশতবার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করবে তার জন্য তা দশজন গুলাম আযাদ করা হতে উত্তম।

বুখারী-আল আদাব (আল মুফরাদ)- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2056 - " ثلاث لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، ثلاث وثلاثون تسبيحة دبر الصلاة، وثلاث وثلاثون تحميدة، وأربع وثلاثون تكبيرة". (ابن النجارعن كعب بن عجرة) .**

২০৫৬- তিনটি কালিমা পাঠকারী নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। প্রত্যেক ফরয নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুল্লিহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার।

ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ কা'ব ইবনে উজরা (রা)

**2057 - "من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غفر له سائر عمله". (الديلمي عن بهز عن أبيه عن جده) .**

২০৫৭- যে ব্যক্তি ভোরে সত্তর বার সুবহানাল্লাহ পাঠ করবে তার সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ বহয- তিনি তার পিতা আর তিনি তার দাদা থেকে

2058 - "من قال سبحان الله وبحمده غرس له ألف شجرة في الجنة أصلها من ذهب وفرعها من درو طلعها كثدي الأبكار ألين من الزبد، وأحلى من الشهد كلما أخذ منها شيء عاد كما كان". (ك في التاريخ والديلمي عن أنس) .

২০৫৮- যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে হাজার গাছ লাগিয়ে দেওয়া হবে যার জড় সোনার ও শাখা মোতির। আর খোসা (ফল) কুমারী নারীর স্তনের মত, মাখন থেকেও নরম এবং মধুর থেকেও বেশী মিষ্ট হবে। যখনই তার থেকে কিছু পারা হবে তখন আবার তা আসলরুপে ফিরে আসবে।

হাকীম=আত তারীখ, দায়লামী- আনাস (রা)

2059 - "من سبح الله عز وجل تسبيحة واحدة أو حمده تحميدة أو هلله تهليلة أو كبره تكبيرة غرس له بها شجرة في الجنة في أصلها ياقوت أحمر مكللة بالدر طلعها كثدي الأبكار أحلى من العسل وألين من الزبد". (طب عن سلمان) .

২০৫৯- যে ব্যক্তি একবার আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করবে, একবার আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবে এবং একবার আল্লাহর একত্ববাদের বর্ণনা করবে, একবার আল্লাহর বড়ত্ব বর্ণনা করবে তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়ে দেওয়া হবে যার জড় মোতির আবরণে লাল ইয়াকুতের। আর খোসা কুমারী নারীর স্তনের মত, মধুর থেকেও বেশী মিষ্ট এবং মাখন থেকেও অধিক নরম।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াঃতঃ সালমান (রা)

2060 - " من قال سبحان الله العظيم نبت له غرس في الجنة، ومن قرأ القرآن، فأحكمه وعمل بما فيه ألبس الله والديه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء القمر". (حم طب على معاذ بن أنس) .

২০৬০- যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহিল আযীম' বলবে তার জন্য জান্নাতে একটি গাছ লাগিয়ে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং মজবুতভাবে তা ধারণ করে, আর যা এর মধ্যে আছে তার উপর আমল করে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার পিতা মাতাকে এমন মুকট পরিধান করাবেন যার আলো চাঁদের মত হবে।

মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায বিন আনাস (রা)

2061 - "سبحان الله تنزيه الله من كل سوء". (الديلمي عن طلحة) .

২০৬১- সুবহানাল্লাহ বলা আল্লাহকে সব দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র স্বীকৃতি দেয়া।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ তালহা (রা)

2062 - "سبحانك رب العالمين". (طب عن معاوية) .

২০৬২- 'সুবহানাকা রাব্বিল আলামীন।' হে পরওয়ারদেগার! আপনি সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র।

তাবরানী কাবীর- রিওয়ায়াতঃ মুআবিয়া (রা)

2063 - "**سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت**". (**الديلمي عن معاذ**) .

২০৬৩- সুবহানা যিল মুলকি ওয়াল মলাকুত, সুবহানা যিল ইযযাতি ওয়াল জাবারুত, সুবহানাল হাইয়িল্লাযী লা ইয়ামুত।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

## الباب الخامس في الاستغفار والتعوذ فيه فصلان
## ৫ম অধ্যায়ঃ ইস্তিগফার ও তাআউউয
## এতে দুটি পরিচ্ছেদ রয়েছে

### الفصل الأول في الاستغفار

## ১ম পরিচ্ছেদঃ ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

2064 - "الاستغفار في الصحيفة يتلألأ نورا". (ابن عساكر فر عن معاوية بن جندب) .

২০৬৪- ইস্তিগফার আমলনামায় নূর হয়ে চমকাতে থাকে।

ইবনে আসাকির, দায়লামী-মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ মুয়াবিয়া বিন জুনদুব

2065 - "من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار". (هب والضياء عن الزبير) .

২০৬৫- যে ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার আমলনামা তার জন্য আনন্দের বিষয় হোক তবে সে যেন অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান, যিয়া- রিওয়ায়াতঃ যুবায়র (রা)

2066 - " من استغفر الله دبر كل صلاة ثلاث مرات فقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف". (ع) وابن السني عن البراء) .

২০৬৬- যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর এই ইস্তিগফার পাঠ করে- "আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তার নিকট তওবা করছি।" তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার গুনাহ হয় না কেন।

মুসনাদ আবু ইয়ালা, ইবনুস সুন্নী- রিওয়ায়াতঃ বারা (রা)

2066 - " من استغفر الله في كل يوم سبعين مرة لم يكتب من الكاذبين ومن استغفر الله في ليلة سبعين مرة لم يكتب من الغافلين". (ابن السني عن عائشة) .

২০৬৬- যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। আর যে ব্যক্তি রাতে সত্তরবার আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাকে গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না।

ইবনুস সুন্নী- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

2067 - "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ". (طب عن عبادة) .

২০৬৭- যে ব্যক্তি মুমিন নর নারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তার জন্য প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর পরিবর্তে একটি করে নেকী লিখা হয়।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ উবাদাহ (রা)

2068 - "من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم سبعا وعشرين مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض". (طب) عن أبي الدرداء.

২০৬৮- যে ব্যক্তি মুমিন নর নারীর জন্য প্রতিদিন ২৭ বার ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকে মুস্তাজাবুদ দাওয়াত এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার দুআ কবুল হয়। এবং তার উসীলায় যমীনবাসীদের রিযিক পৌঁছানো হয়।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

2069 - "من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب". (حم ك) عن ابن عباس.

২০৬৯- যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করে আল্লাহ তার জন্য প্রত্যেক দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী থেকে মুক্তির পথ করে দেন, প্রত্যেক সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ করে দেন আর এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনাও সে করে না।

মুসনাদ আহমদ, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

2070 - "والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة". (خ) عن أبي هريرة.

২০৭০- আল্লাহর শপথ! আমি প্রতিদিন ৭০ বারেরও অধিক আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বুখারী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2071 - "الاستغفار ممحاة للذنوب". (فر) عن حذيفة.

২০৭১- ইস্তিগফার গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।

দায়লামী- মুসনাদ আল ফিরদাউস- রিওয়ায়াতঃ হুযায়ফা (রা)

2072 - "إن الشيطان قال: وعزتك وجلالك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني". (حم ع ك) عن أبي سعيد.

২০৭২- শয়তান বললো, হে পরওয়ারদেগার! তোমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! আমি তোমার বান্দাদেরকে যে পর্যন্ত তাদের দেহে প্রাণ আছে গুমরাহ করতে থাকব। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে।

মুসনাদ আহমদ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, হাকীম-আল মুস্তাদরাকে- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

2073 - "إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري". (د ت) عن علي.

২০৭৩- আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করেন যখন বান্দা বলে, হে আমার প্রতিপালক! আমার গুনাহ ক্ষমা করুন, আর সে জানে যে আমি ব্যতীত আর কেউ গুনাহ ক্ষমাকারী নেই।

আবু দাউদ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

2074 - "إن للقلوب صدأ كصدأ الحديد، وجلاءها الاستغفار". (الحكيم عد) عن أنس.

২০৭৪- নিশ্চয়ই অন্তরেও লোহার মত মরীচা পড়ে আর তার পরিষ্কারক হলো ইস্তিগফার।

হাকীম, ইবনে আদী-আল কামিল- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2075 - " إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة". (حم م د ن) عن أغر المزني.

২০৭৫- আমার অন্তরেও আচ্ছাদন এসে যায় আর আমি দিনে একশতবারেরও বেশী ইস্তিগফার করি।

মুসনাদ আহমদ, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ আগার্‌রাল মুযানী (রা)

2076 - "استغفروا ربكم، إني أستغفر الله وأتوب إليه كل يوم مائة مرة". (البغوي) عن الأغر.

২০৭৬- তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আমি দিনে একশতবারেরও বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি ও তওবা করি।

বাগাভী- রিওয়ায়াতঃ আগার্‌ (রা)

2077 - "إني أستغفر الله في اليوم سبعين مرة". (ت) عن أبي هريرة.

২০৭৭- আমি দিনে সত্তরবারেরও বেশী আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

তিরিমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2078 - "إني لأتوب إلى الله في اليوم سبعين مرة". (ن) حب عن أنس.

২০৭৮- আমি আল্লাহর নিকট প্রতিদিন সত্তরবারের বেশী তওবা করি।

নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2079 - "ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة". (طب عن أبي موسى) .

২০৭৯- আমি কোন দিন এমন অতিবাহিত করিনি, যেদিন আমি আল্লাহর নিকট একশতবার ক্ষমা প্রার্থনা করিনি।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

2080 - "إن استطعتم أن تكثروا من الاستغفار فافعلوا، فإنه ليس شيء أنجح عند الله ولا أحب إليه منه". (الحكيم) عن أبي الدرداء.

২০৮০- যদি তুমি প্রতিদিন একশতবার ইস্তিগফার করতে পার তবে তাই কর, কেননা আল্লার নিকট নাজাত দানকারী এর চেয়ে উত্তম এবং প্রিয় কিছু নেই।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

2081 - "أنزل الله علي أمانين لأمتي. (وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة". (ت) عن أبي موسى.

২০৮১- আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতরে জন্য আমার উপর দুটি নিরপত্তা নাযিল করেছেন। (যা এই আয়াতে উল্লেখ করেছেন) "আল্লাহ এমন নন যে আপনি তাদের মধ্যে থাকবেন আর তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন এবং আল্লাহ এমনও নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে আর আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন।-[সূরা আনফাল ৩৩] অতএব আমি যখন চলে যাব তখন কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর আযাব থেকে নিরপত্তার জন্য ইস্তিগফার রেখে যাব।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

2082 - "ألا أدلك على سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يقولها أحد حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر أن يمسي إلا وجبت له الجنة". (ت) عن شداد بن أوس.

২০৮২- আমি কি তোমাকে সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুআ) বলে দিব না? তা হল, "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমাকে তুমিই সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যনুযায়ী তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় আছি। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নিআমাতের কথা আমি স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গুনাহর কথা। অতএব আমার গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা কর। কেননা তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।"

যে বান্দা সন্ধ্যার সময় তা বলে, আর ভোরের পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব। আর যে বান্দা তা ভোরে বলে, আর সন্ধ্যার পূর্বেই মারা যায় তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব।

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা)

2083 - "من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب". (د هـ) عن ابن عباس.

২০৮৩- যে ব্যক্তি ইস্তিগফারকে আবশ্যক করে নেয়, আল্লাহ তাকে প্রতিটি সংকট থেকে উদ্ধারের পথ করে দেন, প্রতিটি দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির উপায় করে দেন এবং এবং এমন স্থান থেকে তাকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

2084 - "ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك قل: لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين". (ت) عن علي ورواه خط بلفظ: إذا أنت قلتهن وعليك مثل عدد الذر خطايا غفر الله لك.

২০৮৪- আমি কি তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব না, যেগুলো তুমি বললে আল্লাহ তাআলা তোমাকে মাফ করবেন, যদিও তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত। তিনি বললেন, তুমি বল, (অর্থ) "আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি অতি উচ্চ ও মহান। অতি মহান। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি সহনশীল, অতি দয়ালু। আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, তিনি অতি পবিত্র, তিনি মহান আরশের মালিক।"

তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

খতীব এই বাক্যাবলীর সাথে বর্ণনা করেছেন- যখন তুমি এই কালিমা পাঠ করবে আর তোমার গুনাহ অনু পরিমাণও হয় তথাপি আল্লাহ তোমার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

2085 - "خير الدعاء الاستغفار". (ك) في تاريخه عن علي.

২০৮৫- উত্তম দুআ হলো ইস্তিগফার।

হাকীম- আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

2086 - " خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا، وإذا أحسنوا استبشروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا". (طس) عن جابر.

২০৮৬- আমার উম্মতের উত্তম ব্যক্তি হলো সে, যখন তার কোন গুনাহ হয়ে যায় তখন ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর যখন তার দ্বারা কোন নেক কাজ হয় তখন খুশি হয়। আর যখন সফরে থাকে তখন আল্লাহর রুখসত গ্রহণ করে নামাযে কসর এবং রোযায় ইফতার করে।

তাবরানী-আউসাত- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

2087 - "سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي – وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة" . (حم خ ن) عن شداد بن أوس.

২০৮৭- আমি কি তোমাদেরেক সাইয়িদুল ইস্তিগফার বলব না? তা হল, "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যনুযায়ী তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় আছি। আমি যে গুনাহ করেছি তার অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই। আমার প্রতি তোমার নিআমতের

কথা আমি স্বীকার করি এবং আমার গুনাহর কথাও স্বীকার করি। অতএব আমার গুনাহগুলো ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই।"

যে ব্যক্তি এই কালিমা দৃঢ় বিশ্বাসে দিনের বেলা পাঠ করে আর সন্ধ্যার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

মুসনাদ আহমদ, বুখারী, নাসাঈ- শাদ্দাদ ইবনে আউস (রা)

**2088 - " طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا". (هـ) عن عبد الله ابن بسر حل عن عائشة (حم) في الزهد عن أبي الدرداء موقوفا.**

২০৮৮- সুসংবাদ তার জন্য যার আমলনামায় ইস্তিগফার অধিক পাওয়া যায়।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রা), আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা), আহমদ-আয যুহুদ- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)-মাওকুফ সূত্রে

**2089 - "لكل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار" (م) عن علي.**

২০৮৯- প্রত্যেক রোগের ওষুধ আছে আর গুনাহর ওষুধ হলো ইস্তিগফার।

মুসলিম-রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

**2090 - "ما من عبد ولا أمة استغفر الله في كل يوم سبعين مرة، إلا غفر الله تعالى له سبع مائة ذنب، وقد خاب عبدا وأمة عمل في اليوم والليلة أكثر من سبع مائة ذنب". (هب) عن أنس.**

২০৯০- যে বান্দা ও বান্দিই প্রতিদিন সত্তরবার ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তাআলা তার সাতশত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত ঐ ব্যক্তি, যে দিনে ও রাতে সাতশত এরও বেশী গুনাহ করে।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2091 - " ما من عبد يسجد فيقول رب اغفر لي ثلاث مرات إلا غفر له قبل أن يرفع رأسه" (طب عن والد أبي مالك الأشجعي) .**

২০৯১- যে বান্দা সিজদা অবস্থায় তিনবার বলে আল্লাহুমাগফিরলী (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন), তাহলে তার মাথা উঠানোর পূর্বেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

তাবরানী- রিওয়ায়াত আবু মালিক আল আশজায়ীর পিতা থেকে

*الإكمال*

**2092 - "ألا أدلكم على دائكم ودوائكم ألا إن دائكم الذنوب ودواءكم الاستغفار". (الديلمي) عن أنس.**

২০৯২- আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের রোগ ও তার ওষুধ এর কথা বলব না? তোমাদের রোগ হলো গুনাহ আর তার ওষুধ হলো ইস্তিগফার।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2093 - " في الأرض أمانان، أنا أمان والاستغفار أمان، أنا مذهوب بي، ويبقى أمان الاستغفار فعليكم بالاستغفار عند كل حدث وذنب". (الديلمي) عن عثمان بن أبي العاص.**

২০৯৩- যমীনের মধ্যে দুটি নিরাপত্তা আছে। আমি নিরাপত্তা এবং ইস্তিগফার নিরাপত্তা। আমাকে তো উঠিয়ে নেওয়া হবে। তবে ইস্তিগফার বাকী থেকে যাবে। অতএব তোমাদের জন্য প্রত্যেক নতুন ও পুরাতন গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যক।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ উসমান ইনে আবুল আস (রা)

**2094 - " لا يزال العبد آمنا من عذاب الله ما استغفر الله". (ابن عساكر) عن يعقوب بن محمد بن فضالة بن عبيد عن أبيه عن جده.**

২০৯৪- বান্দা শাস্তিযোগ্য আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ হয়ে যায়, যে পর্যন্ত সে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ ইয়াকুব বিন মুহাম্মদ বিন ফাযালাহ বিন উবায়দ আর তিনি তার পিতা হতে আর তিনি তার দাদা হতে

**2095 - "أداء الحقوق وحفظ الأمانات ديني ودين الأنبياء من قبلي وقد أعطيتم ما لم يعط أحد من الأمم إن الله تعالى جعل قربانكم الاستغفار، وجعل صلاتكم الخمس بالأذان والإقامة، ولم تصلها أمة قبلكم، فحافظوا على صلواتكم، وأي عبد صلى الفريضة ثم استغفر الله عشر مرات لم يقم من مقامه حتى تغفر له ذنوبه، ولو كانت مثل رمل عالج وجبال تهامة". (خط) عن ابن عباس وقال منكر جدا تفرد به أبو عمر والقاسم بن عمر بن عبد الله بن مالك بن أيوب الأنصاري.**

২০৯৫- অধিকারসমূহ পূরণ করা এবং আমানত রক্ষা করা আমার এবং আমার পূর্বের নবীদের জন্য ঋণবিশেষ। আর তোমাদেরকে ঐ জিনিস দান করা হয়েছে যা তোমাদের পূর্বে কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা ইস্তিগফারকে তোমাদের জন্য নৈকট্য লাভের উপায় বানিয়েছেন। আর তোমাদের পাঁচ ওয়াক্ত নামায- আযান ও ইকামাতের সাথে নির্ধারণ করেছেন। তোমাদের পূর্বে কোন উম্মত (আযান ও ইকামাতের সাথে) তা পড়েনি। অতএব নিজেদের নামাযের সংরক্ষণ কর। আর যে বান্দা ফরয নামাযের পর দশবার ইস্তিগফার পাঠ করবে তবে তার সেখান থেকে উঠার পূর্বেই আল্লাহ তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। যদিও তা বালুরাশি পরিমাণ অথবা তোমাদের পাহাড় বরাবর হয় না কেন।

খতীব-আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

খতীব বলেন, এই রিওয়ায়াত খুবই মুনকার ও অগ্রহণযোগ্য

**2096 - " إذا قال العبد استغفر الله الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان موليا من الزحف". (خط) وابن النجار عن دينار) (كر) عن أنس.**

২০৯৬- যখন বান্দা এই ইস্তিগফার পাঠ করে- "আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি বতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তার নিকট তওবা করছি।" তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার গুনাহ হয় না কেন।

খতীব-আত তারীখ, ইবনে নাজ্জার- রিওয়ায়াতঃ দীনার, ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2097 - "إن العبد ليقول يا رب اغفر لي وقد أذنب فتقول الملائكة يا رب إنه ليس لذلك بأهل قال الله تبارك وتعالى: لكني أهل أن أغفر له". (الحكيم عن أنس) .**

২০৯৭- বান্দা যখন বলে, 'ইয়া রাব্বিগফিরলী' (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন) তখন তার গুনাহ মিটে যায়। ফেরেশতারা বলে, পরওয়ারদেগার! বান্দাকে এই গুনাহ শোভা দেয় না। আল্লাহ তাআলা বলেন, তবে আমাকে শোভা দেয় যে, আমি তার গুনাহ ক্ষমা করব।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

**2098 - "ما من عبد ختم صحيفته عند مغيب الشمس بالاستغفار إلا محي ما دونها". (الديلمي) عن أبي الدرداء.**

২০৯৮- যখন কোন বান্দা সন্ধ্যয় দিনের আমলনামা বন্ধ হওয়ার সময় ইস্তিগফার করে, তখন আল্লাহ তার পূর্বেই তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু দারদা (রা)

**2099 - "من استغفر إذا وجبت الشمس سبعين مرة غفر الله له سبعمائة ذنب ولا يذنب مؤمن إن شاء الله في يومه وليلته سبعمائة ذنب". (الديلمي) عن أبي هريرة.**

২০৯৯- যে বান্দা সন্ধ্যার সময় সত্তর বার ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তার সাতশত গুনাহ ক্ষমা করে দেন। আর আল্লাহ চাহে তো কোন বান্দা দিনে ও রাতে সাতশত এর বেশী গুনাহ করে না।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2100 - " قال إبليس لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال له ربه وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني". (حل) عن أبي سعيد.**

২১০০- ইবলিস তার প্রতিপালককে বললো, তোমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! আমি তোমার বান্দাদেরকে গুমরাহ করতে থাকব যে পর্যন্ত তাদের দেহে রূহ আছে। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার ইযযত ও মর্যাদার শপথ! আমিও তাদেরকে ক্ষমা করতে থাকব যে পর্যন্ত তারা ক্ষমা চাইতে থাকবে।

আবু নুআইম-হিলইয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

2101 - "أكثروا من الاستغفار في شهر رجب فإن لله في كل ساعة منه عتقاء من النار، وإن لله مدائن لا يدخلها إلا من صام شهر رجب". (الديلمي) عن علي.

২১০১- রজব মাসে বেশী করে ইস্তিগফার কর। কেননা এই মাসে প্রত্যেক মুহূর্তে আল্লাহর পক্ষ থেকে জাহান্নাম থেকে লোকদেরকে মুক্ত করা হয়। আর আল্লাহর অনেক শহর আছে তার মধ্যে শুধু তারাই প্রবেশ করতে পারে যারা রজব মাসে রোযা রাখে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

2102 - "إن للقلوب صدأ كصدأ الناس، وجلاؤه الاستغفار". (هب عن أنس) .

২১০২- অন্তরেও লোহার মত মরিচা পড়ে আর তার পরিষ্কারক হলো ইস্তিগফার।

বায়হাকী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2103 - "إن لكل صدأ جلاء، وإن جلاء القلوب الاستغفار". (الديلمي) عن أنس.

২১০৩- প্রত্যেক মরিচার জন্য পরিষ্কারক আছে আর অন্তরের পরিষ্কারক হলো ইস্তিগফার।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2104 - "من استغفر الله عز وجل سبعين مرة في دبر كل صلاة غفر له ما اكتسب من الذنوب، ولم يخرج من الدنيا حتى يرى أزواجه من الحور ومساكنه من القصور". (الديلمي) عن أبي هريرة.

২১০৪- যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাযের পর আল্লাহর নিকট ১০০ বার ইস্তিগফার করবে তার কৃত সব গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আর সে দুনিয়া থেকে ঐ পর্যন্ত প্রস্থান করবে না, যে পর্যন্ত না সে তার জান্নাতের হুর স্ত্রীদেরকে এবং প্রাসামদসমূহ দেখে না নিবে।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2105 - "من استغفر الله سبعين مرة غفر له سبعمائة ذنب وقد خاب وخسر من عمل في يوم وليلة أكثر من سبعمائة ذنب". (الحسن) بن سفيان والديلمي عن أنس.

২১০৫- যে ৭০ বার ইস্তিগফার করবে তার সাতশত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হলো ঐ ব্যক্তি যে দিনে সাতশত এরও বেশী গুনাহ করে।

হাসান বিন সুফিয়ান, দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আনাস (রা)

2106 - "من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له ذنوبه لو كانت عدد رمل عالج وغثاء البحر وعدد نجوم السماء". (كر) عن أبي سعيد.

২১০৬- যে ব্যক্তি তিনবার এই ইস্তিগফার পাঠ করবে- "আমি মহান আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী আমি তার নিকট তওবা করছি।" তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা

বালুরাশী পরিমাণ অথবা সমুদ্রের ফেনা পরিমান অথবা আসমানের তারকা পরিমাণ হয় না কেন।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

**2107 - "من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن كان فارا من الزحف". (ك عن ابن مسعود) .**

২১০৭- যে ব্যক্তি তিনবার এই ইস্তগফার পাঠ করবে- "আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তার নিকট তওবা করছি।" তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার গুনাহ হয়।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

**2108 - "من قال سبحان الله وبحمده، واستغفر الله وأتوب إليه كتبت كما قالها ثم علقت بالعرش لا يمحوها ذنب عمله صاحبها حتى يلقى الله وهي مختومة كما قالها ". (طب) عن ابن مسعود.**

২১০৮- যে ব্যক্তি বলে "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী ওয়া আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়াতুবু ইলাইহি" তখন এই কালিমাকে তেমনই লিখে দেওয়া হয় যেভাবে তার পাঠকারী তা পাঠ করে। অতঃপর তা আল্লাহর আরশের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয় এবং বান্দার কোন গুনাহর কারণে তা মিটিয়ে দেয়া হয় না, এমনকি সে আল্লাহর সাথে এই অবস্থায়ই মিলিত হয় যে, সে তা অক্ষত মোহরাবৃত অবস্থায়ই তা পায়।

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

**2109 - "من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف". (ت) غريب وابن سعد والبغوي وابن مندة والبارودي طب ص وابن عساكر عن بلال ابن يسار عن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن جده قال البغوي: ولا أعلم له غيره. (ابن عساكر عن أنس) (ش) عن ابن مسعود ومعاذ موقوفا عليهما.**

২১০৯- যে ব্যক্তি বলে- 'আমি আল্লাহর নিকট নিজের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। আমি তার নিকট তওবা করছি।' তাহলে তার সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে যদিও তা যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসার গুনাহ হয় না কেন।

ইবনে আসাকির- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা), ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ ও মুয়ায (রা)-তাদের উভয় থেকে মাওকুফ সূত্রে

**2110 - " إن أوفى كلمة عند الله أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، ولا يغفر الذنوب إلا أنت أي رب فاغفر لي". (طب عن أبي مالك الأشعري) .**

২১১০- আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদার কালিমা হলো- "হে আল্লাহ! আপনিই আমার প্রতিপালক! আমি আপনার বান্দা। আমি অমার নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি। আমি আমার গুনাহ স্বীকার করি। কেননা আপনি ব্যতীত গুনাহ ক্ষমাকারী আর কেউ নেই। অতএব হে আমার রব! আমার গুনাহ ক্ষমা করে দিন।"

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু মালিক আল আশআরী (রা)

**2111 - "تعلموا سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". (عبد بن حميد وابن السني في عمل اليوم والليلة ص) عن جابر.**

২১১১- তোমরা সাইয়িদুল ইস্তিগফার শিখে নাও। "হে আল্লাহ! তুমিই আমার প্রভু, তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমাকে তুমিই সৃষ্টি করেছ এবং আমি তোমার বান্দা। আমি আমার সাধ্যনুযায়ী তোমার ওয়াদা ও অঙ্গীকারের উপর দৃঢ় আছি। আমি যা করেছি তার অনিষ্ট হতে তোমার আশ্রয় চাই। আমি আমার প্রতি তোমার নিআমতের কথা স্বীকার করি। আমি আরও স্বীকার করি আমার গুনাহর কথা। অতএব আমার গুনাহগুলো তুমি ক্ষমা কর। নিশ্চয়ই তুমি ব্যতীত গুনাহসমূহ ক্ষমা করার আর কেউ নেই।"

আব্দ ইবনে হুমায়দ, ইবনুস সুন্নী-আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইল, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ জাবির (রা)

**2112 - "خير الدعاء الاستغفار، وخير العبادة قول لا إله إلا الله". (ك في تاريخه عن علي) .**

২১১২- উত্তম দুআ হলো ইস্তিগফার আর উত্তম ইবাদত হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

হাকীম-আত তারীখ- রিওয়ায়াতঃ আলী (রা)

**2113 - "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة". (هـ عن أبي موسى) .**

২১১৩- আমি দিনে সত্তরবার আল্লাহর নিকট তওবা ইস্তিগফার করি।

ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

**2114 - "إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة". (ش هـ) وابن السني عن أبي هريرة (طب) عن أبي موسى.**

২১১৪- আমি আল্লাহর নিকট দিনে সত্তরবার তওবা ইস্তিগফার করি।

ইবনে আবী শায়বাহ, ইবনে মাজাহ, ইবনুস সুন্নী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা), তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু মুসা (রা)

**2115 - "إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة وأتوب إليه". (حم) عن أبي هريرة.**

২১১৫- আমি আল্লাহর নিকট দিনে সত্তরবারেরও অধিক তওবা ইস্তিগফার করি।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2116 - " فأين أنت من الاستغفار يا حذيفة إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة". (حم ن ت ط وهنا د هـ ك ع) والروياني هب حل. (ص عن حذيفة) أنه قال: يا رسول الله إني رجل ذرب اللسان قال فذكره.**

২১১৬- হে হুযায়ফা! তুমি ইস্তিগফার করা থেকে কোথায় থাক? আমি তো দিনে রাতে সত্তরবার ইস্তিগফার করি।

মুসনাদ আহমদ, নাসাঈ, তিরমিযী, আবু দাউদ তায়ালসী, হানাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকীম-আর মুস্তাদরাক, মুসনাদ আবু ইয়ালা, রু'য়ানী, বায়হাকী-শুআবুল ইমান, আবু নুআইম-হিলইয়াহ, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ হুযায়ফা (রা)

হুযায়ফা (রা) আরয করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার যবান খুব ধারাল (যা আমার পরিবার ও লোকদের উপর কঠোর হয়ে যায়)। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) উক্ত ইরশাদ করেন।

**2117 - "يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني استغفر الله وأتوب إليه في اليوم أو في كل يوم مائة مرة أو أكثر من مائة". (ش حم طب) وابن مردويه عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين. (الحكيم عن أبي بردة عن الأغر) .**

২১১৭- হে লোক সকল! আল্লাহর নিকট তওবা ইস্তিগফার করতে থাক। আমিও দিনে রাতে শতবার অথবা শতবারেরও বেশী তওবা ইস্তিগফার করি।

ইবনে আবী শায়বাহ, মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর, ইবনে মারদুবিয়াহ- রিওয়ায়াতঃ আবু বুরদাহ- মুহাজীরদের এক ব্যক্তি থেকে, হাকীম- রিওয়ায়াত- আবু বুরদাহ- তিনি আগার (রা) থেকে

الفصل الثاني في التعوذ

## ২য় পরিচ্ছেদঃ আশ্রয় প্রার্থনা

2118 - "من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ". (حم عن عثمان وابن عمر) .

২১১৮- যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায় সে মজবুত আশ্রয়স্থানে আশ্রয় প্রার্থনা করে।

মুসনাদ আহমদ- রিওয়ায়াতঃ উসমান ও ইবনে উমর (রা)

2119 - "عوذوا بالله من عذاب القبر، عوذوا بالله من عذاب النار، عوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، عوذوا بالله من فتنة المحيا والممات". (م ن) عن أبي هريرة.

২১১৯- কবরের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় হাও, জাহান্নামের আযাব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাও। জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাও।

মুসলিম, নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2120 - "لا تسبوا الشيطان وتعوذوا بالله من شره". (المخلص عن أبي هريرة) .

২১২০- শয়তানকে ভাল মন্দ বলার পরিবর্তে তার অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাও।

আল মুখলিস- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

2121 - "ألا أخبركم بأفضل ما تعوذ به المتعوذون قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس". (طب) عن عقبة بن عامر.

২১২১- যেই কালিমা দ্বারা আশ্রয় চাওয়া হয় তন্মধ্যে আমি কি তোমাদেরকে উত্তম কালিমার কথা বলব না? তা হলো কুরআনের দুটি সূরা- 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।'

তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ উকবাহ ইবনে আমীর (রা)

2122 - "إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد". (حم) ق ن عن سليمان بن صرد.

২১২২- আমি এমন একটি কালিমা জানি যা কেউ যদি পাঠ করে, তবে সে যে ওয়াসওয়াসা অনুভব করে, তা দূর হয়ে যাবে। 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম-আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই'- যদি এটি পাঠ করে, তবে ওয়াসওয়াসা দূর হয়ে যাবে।

মুসনাদ আহমদ, বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ- রিওয়ায়াতঃ সুলায়মান বিন সুরাদ (রা)

2123 - "أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا تموت والجن والإنس يموتون". (خ) عن ابن عباس.

২১২৩- হে আল্লাহ! আমি তোমার ইযযতের আশ্রয় চাই। তুমি ব্যতীত কোন মাবুদ নেই। তুমি কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। জিন ও ইনসান সবাই মৃত্যুবরণ করবে।

বুখারী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

**2124 - "أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من شر ما تجد يا عثمان تعوذ بها فما تعوذت بمثلها". (حم د ت عن معاذ) .**

২১২৪- 'আমি তোমাকে এই অসুস্থতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম, যিনি একক ও অদ্বিতীয় যিনি কাউকে জন্ম দেননি আর না তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে। আর কেউ তার সমক্ষ নয়।' হে উসমান! তুমি এই কালিমার সাথে আশ্রয় চাও, তুমি আশ্রয় চাওয়ার মত এমন কালিমা আর পাবে না।

মুসনাদ আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী- রিওয়ায়াতঃ মুয়ায (রা)

**2125 - "أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد من شر ما تجد فإنها تعدل بثلث القرآن ومن تعوذ بها فقد تعوذ بنسبة الله التي رضيها لنفسه". (الحكيم عن عثمان) .**

২১২৫- 'আমি তোমাকে এই অসুস্থতা থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে সমর্পণ করলাম, যিনি একক ও অদ্বিতীয় যনি কাউকে জন্ম দেননি আর না তাকে জন্ম দেয়া হয়েছে। আর কেউ তার সমকক্ষ কেউ নেই।' এই সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশ। যে এর দ্বারা আশ্রয় চাইবে সে আল্লাহর নিসবতের (সম্বন্ধ) দ্বারা আশ্রয় চাইলো। যার দ্বারা তিনি নিজের জন্য খুশি হন।

হাকীম- রিওয়ায়াতঃ উসমান (রা)

## الإكمال

**2126 - "يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن، قال: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: نعم قال يا رسول الله الصلاة ماذا هي قال: خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر قال فالصوم قال فرض مجزيء قال: فالصدقة قال: أضعاف مضاعفة وعند الله مزيد قال: فأيها أفضل قال: جهد من مقل وسر إلى فقير قال: فأي الأنبياء كان أول قال: آدم قال أول نبي كان آدم قال: نعم مكلم قال: كم المرسلون قال: ثلثمائة وبضع عشرة جم غفير قال: يا رسول الله أي ما أنزل عليك أعظم قال: آية الكرسي". (ط حم ن ع ك هب ص) عن أبي ذر (حم طب) عن أبي أمامة.**

২১২৬- হে আবু যার! মানুষ ও জিন শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাও। আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যেও কি শয়তান হয়? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ। আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাত কি? তিনি (সা) বললেন, নির্ধারিত উত্তম আমল- (ফরয ব্যতীত নফল) কেউ কম করুক অথবা বেশী। আরয করলো, রোযা কি? তিনি (সা) বললেন,

লাভজনক ফরয। আরয করলো, সাদকা কি? তিনি (সা) বললেন, এমন আমল যা বাড়তেই থাকে এবং আল্লাহর নিকট আরো অধিক বৃদ্ধি পায়। আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে কোন সাদকা উত্তম? তিনি (সা) বললেন, অল্পের মধ্যে অল্প খরচ করা এবং ফকীরকে বিশ্বাসের সাথে দেওয়া।

আরয করলো, কোন নবী সর্ব প্রথম? তিনি (সা) বললেন, আদম (আ)। আরয করলো, সর্ব প্রথম নবী আদম (আ) ছিলেন? তিনি (সা) বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে কালাম করা হয়েছে [আল্লাহ কথা বলেছেন অথবা তার প্রতি সহিফা নাযিল করেছেন]। আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল কতজন ছিলেন, তিনি বললেন, তিনশত দশের কিছু বেশী। আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে মহান কোনটি? তিনি (সা) বললেন, আয়াতুল কুরসী।

আবু দাউদ তায়ালসী, মুসনাদ আহমদ, নাসাঈ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, বায়হাকী-শুআবুল ইমান, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আবু যার (রা), মুসনাদ আহমদ, তাবরানী-কাবীর- রিওয়ায়াতঃ আবু উমামাহ (রা)

**2127 - " إذا لعن الشيطان قال: لعنت ملعونا وإذا استعذت الله منه قال كسرت ظهري".**

**(الديلمي عن أبي هريرة) .**

২১২৭- যখন শয়তানের প্রতি লানত করা হয় তখন সে বলে- "সে তো পুর্ব থেকেই অভিশপ্ত, যার প্রতি তুমি লানত করছ।" আর যদি 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে আল্লাহর আশ্রয় চাও তখন সে বলে "তুমি আমার কোমর ভেঙ্গে দিয়েছ।"

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2128 - "إن الرجل ليجر إلى النار، فتنزوي النار ويقبض بعضها بعضا فيقول لها الرحمن ما لك فتقول إنه كان يستجير مني فيقول الله تبارك وتعالى أرسلوا عبدي". (الديلمي عن ابن عباس) .**

২১২৮- এক ব্যক্তিকে জাহান্নামের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হবে। তখন জাহান্নাম সংকুচিত হয়ে যাবে আর তার একটি অংশ অপর অংশের মধ্যে ঢুকে যাবে। দয়াময় (আল্লাহ) তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, কি হয়েছে তোমার? সে বলবে, এই ব্যক্তি আমার (অনিষ্ট) থেকে আশ্রয় চায়। আল্লাহ তাআলা বললেন, আমার বান্দাকে ছেড়ে দাও।

দায়লামী- রিওয়ায়াতঃ ইবনে আব্বাস (রা)

**2129 - " يا حابس ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون. قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس هما المعوذتان". (هب عن أبي حابس الجهني) .**

২১২৯- হে হাবিস! যেই কালিমার সাথে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয় তার মধ্য হতে উত্তম কালিমা কি বলব না? তাহলো কুরআনের দুটি সূরা – 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।' এটা মুআযযাতাইন।

বায়হাক্বী-শুআবুল ইমান- রিওয়ায়াতঃ আবু হাবিস আল জুহনী

**2130 - " يا عقبة تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما يعني المعوذتين". (د هب عن عقبة بن عامر)**

২১৩০- হে উকবাহ এর দ্বারা আশ্রয় চাও। কেননা কোন আশ্রয়প্রার্থী এরচেয়ে উত্তম কিছু দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করেনি। অর্থাৎ মুআযযাতাইন- সূরা ফালাক ও নাস সূরাদ্বয়।

আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ- রিওয়ায়াতঃ উক্বেবাহ ইবনে আমির (রা)

**2131 - "أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ برحمتك من عذابك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك". (قط) في الأفراد عن عائشة.**

২১৩১- (হে আল্লাহ!) আমি তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার ক্রোধ হতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই। তোমার আযাব হতে তোমার রহমতের আশ্রয় চাই। আর তোমার থেকে তোমারই সত্তার আশ্রয় চাই। আমি তোমার যথাযোগ্য প্রশংসা করার শক্তি রাখি না। তুমি তেমনই যেমন তুমি তোমার নিজের প্রশংসা করেছ।

দারাক্বুতনী-আল আফরাদ- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

**2132 - "أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك أثني عليك لا أبلغ كلما فيك". (ك ق) عن عائشة.**

২১৩২- (হে আল্লাহ!) আমি তোমার অসন্তুষ্টি হতে তোমার সন্তুষ্টির আশ্রয় চাই। তোমার আযাব হতে তোমার ক্ষমার আশ্রয় চাই। আর তোমার থেকে তোমারই সত্তার আশ্রয় চাই। আমি তোমার যথাযোগ্য প্রশংসা করার শক্তি রাখি না।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক্ব, বুখারী-মুসলিম- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

**2133 - "أعوذ بالله من جهنم، وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من شر المسيح الدجال وأعوذ بالله من شر فتنة المحيا والممات". (ك عن عائشة) .**

২১৩৩- আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাই। কবরের আযাব হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

হাকীম-আল মুস্তাদরাক্ব- রিওয়ায়াতঃ আয়িশা (রা)

**2134 - "أعوذ بالله من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع، ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ". (ش) عن ابن مسعود.**

২১৩৪- আমি ঐ অন্তর হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই যা বিনীত হয় না, আর ঐ ইলম হতে আশ্রয় চাই যা উপকার করে না। ঐ দুআ হতে আশ্রয় চাই যা শ্রবণ করা হয় না। ঐ নফস থেকে পানাহ চাই যা তৃপ্ত হয় না। আর ক্ষুধা থেকে কেননা তা নিকৃষ্ট সাথী।

ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ ইবনে মাসউদ (রা)

**2135 - "أعوذ بالله من النار، وويل لأهل النار". (هـ د) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه.**

২১৩৫- আমি জাহান্নাম হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই আর ধ্বংস জাহান্নামের অধীবাসীদের জন্য।

ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ- রিওয়ায়াতঃ আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আর তিনি তার পিতা থেকে

**2136 - "أعوذ بالله من جهنم، تعوذوا بالله من عذاب القبر تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال تعوذوا بالله من فتنة المحيا والممات". (ش) عن أبي هريرة.**

২১৩৬- আমি জাহান্নাম থেকে আল্লাহর অশ্রয় চাই। কবরের আযাব হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। মসীহ দাজ্জালের ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। জীবন মৃত্যুর ফিতনা হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই।

ইবনে আবী শায়বাহ- রিওয়ায়াতঃ আবু হুরায়রা (রা)

**2137 - "أعوذ بالله من الكفر والدين، قيل أتعدل الكفر بالدين؟ قال: نعم". (حم وعبد بن حميد ع حب ك ص) عن أبي سعيد.**

২১৩৭- আমি কুফর ও ঋণ হতে আল্লাহর আশ্রয় চাই। আরয করা হলো (হে আল্লাহর রাসূল!) আপনি কি কুফর ও ঋণকে সমান মনে করেন? তিন (সা) বললেন, হ্যাঁ।

মুসনাদ আহমদ, আব্দ ইবনে হুমায়দ, মুসনাদ আবু ইয়ালা, সহিহ ইবনে হিব্বান, হাকীম-আল মুস্তাদরাক, সুনান সাঈদ ইবনে মানসুর- রিওয়ায়াতঃ আবু সাঈদ (রা)

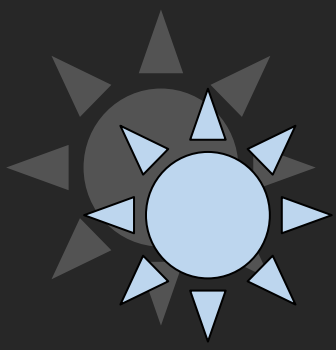

দারুস সাআদাত

WWW.DARUSSAADAT.COM